ডঃ এম. আবদুল কাদের

হায়দর আলী

[বাংলাদেশ স্কুল টেক্‌স্টবুক বোর্ড কর্তৃক
প্রাইজ ও লাইব্রেরী বই হিসেবে অনুমোদিত।
দ্রষ্টব্য ঃ পত্র নং ১২০-প্রকা/১বি-১০৭/৭৫ তাং ৯/১/৮২]

ডক্টর এম. আবদুল কাদের

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

হিজরী পনেরো শতক উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত

হায়দর আলী

ডক্টর এম. আবদুল কাদের

প্রথম প্রকাশ : ১৯৩১
দ্বিতীয় প্রকাশ : ১৯৫১
তৃতীয় প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৮০
চতুর্থ প্রকাশ
জুন : ১৯৮২
আষাঢ় : ১৩৮৯
রমজান : ১৪০২
ইঃ ফাঃ প্রকাশনা : ৩০২
ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থগার : ৯২৩.১৫৪৮৭
প্রকাশনায় :
শেখ ফজলুর রহমান
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ,
৬৭, পুরানা পল্টন, ঢাকা-২
প্রচ্ছদ : মামুন কায়সার চৌধুরী
মুদ্রণে
শিরীণ প্রেস
৭২ পুরাতন মোগলটুলি,
ঢাকা—১
বাঁধাই
হাক্কানী বুক বাইন্ডার
২৯/১, রূপচাদ লেন, ঢাকা-১
মূল্য : ষোলো টাকা

HAIDAR ALI : A Life-sketch of Haidar Ali, written b
Dr. M. Abdul Quader in Bengali and Published b
the Islamic Foundation Bangladesh, to celebrate th

স্নেহাস্পদ

মরহুম মীর্জা আবদুস সুবহান

স্মরণে—

বড় আশা ছিল ভাই মানুষ করিব তোরে
সকলি তোমার সাথে রাখিতে হইল গোরে।
তুচ্ছ মানবের আশা—খোদার ইচ্ছাই সার
লভুক তোমার আত্মা অনন্ত রহম তাঁর।

কেন প্রকাশ করা হলো--

বাংলা-ভারত-পাক উপমহাদেশের বুকে মুসলিম কখনও দুর্গত ও হেয়-হীন অবস্থায় নিজেদের কৃষ্টি-সংস্কৃতির বীজ অঙ্কুরীত করেনি। রাজনৈতিক দূর দর্শিতাবোধের অভাব ও অধ্যবসায়ের শৈথিল্যের দরুন বর্তমানে এই ভূখন্ডের মুসলিমদের অবস্থা যেরকম দেখা যায় অতীতের সাক্ষ্য সেরকম নয়। মুসলিম কওমের অতীত ইতিহাস একদিকে যেমন ত্যাগ-তিতিক্ষার মহিমায় উজ্জ্বল অন্য-দিকে তেমনই দৃষ্টান্তহীন শৌর্য-বীর্যের বাস্তব নিদর্শনে অবি-স্মরণীয়। হায়দর আলী তেমনই এক আত্মপ্রত্যয়ী ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বেরই উপমা। মোগল তথা মুসলিমদের শৌর্যঝলসিত উদয়াচল তখন আবছা হ'তে চলেছে;—বেনিয়া ফিরিঙ্গি-ফৌজ তখন তাঁদেরই অনুকম্পাপুষ্ট অনুমতির বদৌলতে মাদ্রাজে কুঠী স্থাপন ক'রে কায়েমী স্বার্থবাদিতার প্রছন্ন অভীপ্সায় সম্প্রসারণবাদের গতিতে কাশিম বাজার থেকে কোলকাতা পর্যন্ত ঘাঁটি পত্তন করে বসেছে, জাতীয়তাবাদী চেতনার বহু যুগ লালিত তুষের আগুন তখন ভারতীয় সম্প্রদায়ের ঝাঁঝরা করা অন্তরেও আলোর ইশারা দিতে শুরু করেছে, বনিকের মানদন্ড তখন যথাযথই রাজদন্ডরূপে দেখা দিয়েছে,—কিন্তু সে রাজদণ্ড তখন উৎখাত করা দুঃস্বপ্ন—দুরূহ। এমনই এক ভাগ্যবিড়ম্বিত যুগ সন্ধিক্ষণে মহাবীর হায়দর আলীর অভ্যুদয়।

আর্যাবর্তবিচ্ছিন্ন দুর্গম দাক্ষিণাত্যের বিন্ধ্য-সাতক্ষীরার উষর মালভূমি থেকে শুরু করে মহানদী-গোদাবরী-কৃষ্ণা-কাবেরীর খরস্রোত যার অশ্বের আকস্মিক হ্রেস্বারবে আচম্বিতে মুখর হয়ে উঠ্‌তো,—মালাবার থেকে করমন্ডল উপকূল হয়ে কুমারিকার কোনায় পর্যন্ত যার বীরত্বগাথা সম্প্রচারিত সেই মহাবীর হায়দর আলী,—নাট্য-কারের ভাষায়ঃ যার হাঁকে একদিন লাখো যুগের কবরের ঘুম ভেঙ্গে যেতো, সেই হায়দর আলী। ফিরিঙ্গি ফৌজকে এই উপমহাদেশ থেকে উৎখাত করার সঙ্কল্প যিনি নিজের চোখের

ঘুমকে নির্বাসন দিয়েছিলেন, তুচ্ছ মানবিক আরামকে হারাম ক'রে দিয়ে একটানা শত যোজন মাইল ঘোড়া ছুটিয়েও ক্লান্তিবোধ করতেন না,—কর্তব্যের অমোঘ আকর্ষণে পুনরায় বেরিয়ে পড়তেন আত্মবিশ্বাসের নবতর কর্মসূচী নিয়ে সেই হায়দর আলীর ইতিহাস ভিত্তিক জীবনী তুলে ধরেছেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক ডক্টর এম. আবদুল কাদের। নিজেদের কূট চক্রান্ত ও অপকৌশলের কলঙ্ককে ধামাচাপা দেওয়ার অপচেষ্টায় ফিরিঙ্গি শাসনামলে হায়দর আলীর ইতিহাস এমন পরিচ্ছন্ন হ'য়ে ওঠার সুযোগ পায়নি। বিদ্বিষ্ট মহলের অপপ্রয়াসের বীভৎস ছিন্ন ক'রে ডক্টর এম. আবদুল কাদের হায়দর আলীর ইতিহাসকে দিনের আলোয়, মুক্ত পরিবেশে হাজির ক'রে দিয়ে বিদগ্ধ পাঠক মহলের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের আওতাভুক্ত ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা থেকে বইটার তৃতীয় সংস্করণ বের করা হয়। অল্পদিনের মধ্যেই বইটার সমুদয় কপি প্রায় নিঃশেষিত হয়ে যায়। এতেই আমরা বইটার জনপ্রিয়তা উপলব্ধি করতে পারি। তাছাড়া বাংলাদেশ স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড বইটা প্রাইজ ও লাইব্রেরী বই হিসেবে অনুমোদন করে এর গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার তাগিদেই বইটার চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। পাঠক মহলের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হ'লেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক মনে করবো।

শেখ ফজলুর রহমান

আমাদের কথা

উপমহাদেশের মুসলিম ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দী সাধারণতঃ পতন-যুগ হিসেবেই চিহ্নিত। এ শতাব্দীতে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতা সূর্যই শুধু অস্ত যায়নি, গোটা উপমহাদেশের জীবনেও নেমে এসেছিল দারুণ দুর্দিন। এ দুর্দিনের চিহ্ন আমরা দেখতে পাই মোগল সাম্রাজ্যের পতন ছাড়াও উপমহাদেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক ও সাম্প্রদায়িক শক্তির আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। ইতিহাসের সেই বিয়োগান্ত অধ্যায়েও আমরা অবশ্য এমন কয়েকটি উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাই, জাতি যাদের জন্যে সঙ্গত কারণেই শ্লাঘা অনুভব করতে পারে। মহীশূরের হায়দর আলী এদের অন্যতম। দুঃখের বিষয়, এ'দের সম্বন্ধে বাংলাভাষায় লিখিত তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বই নেই বললেই চলে।

ত্রিশোত্তর বাংলা সাহিত্যে মুসলিম জাগরণের যে অভূতপূর্ব জোয়ার এসেছিল, তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ত্রিশ, চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে একটি প্রকাশনা সংস্থা মুসলিম ইতিহাসের বহু অবহেলিত ঘটনা এবং ব্যক্তিত্বকে বিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে টেনে তুলে আলোকোজ্জ্বল রাজপথে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল। "ইতিকথা বুক ডিপো" নামীয় এই সংস্থাটি সাতচল্লিশের বিভাগের পরও প্রায় দু'দশক পর্যন্ত বেঁচেছিল। এই সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে-সব লব্ধ প্রসিদ্ধ লেখক ও ঐতিহাসিক সেদিন এই যুগান্তকারী ভূমিকা পালনে এগিয়ে এসেছিলেন, ডক্টর এম. আবদুল কাদের তাঁদের অন্যতম। প্রায় চল্লিশখানি প্রকাশিত এবং তদুর্দ্ধ সংখ্যক অপ্রকাশিত গ্রন্থের রচয়িতা ডক্টর এম. আবদুল কাদের আজকের পাঠক সমাজের কাছে একটি প্রায় বিস্মৃত ও অপরিচিত নাম, আমাদের প্রকাশনা জগতের জন্যে এর চাইতে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না।

ডক্টর আবদুল কাদেরের রচিত "হায়দর আলী" গ্রন্থখানির প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৩১ ও ১৯৫১ সালে। এত দীর্ঘদিন পর এর তৃতীয় সংস্করণ পাঠক সমাজের হাতে তুলে দিতে পারায় রহমানুর রাহীমের দরগায় আমরা লাখো শুকরিয়া জানাচ্ছি। আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সহৃদয় পাঠক সমাজের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হলেই আমাদের শ্রম সার্থক বলে বিবেচনা করব।

ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র,
ঢাকা : ২১।৪।৮০

আবদুল গফুর
আবাসিক পরিচালক

লেখকের আরজ

অসাধারণ সাহস ও প্রতিভার বলে সামান্য অবস্থা হইতে যাঁহারা ক্ষমতা ও সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন; হায়দর আলী তাঁহাদের অন্যতম, অবৈতনিক সিপাহী হিসাবে জীবনযাত্রা শুরু করিয়া মুঘল সম্রাটেরা পর্যন্ত যে এলাকায় দন্তস্ফুট করিতে পারেন নাই, তাহাও বাহুবলে নিজ দখলে আনিয়া হায়দর আলী সবাইকে তাক লাগাইয়া দেন। অজ্ঞাত মহিশূরকে তিনি সারা দুনিয়ায় সুপরিচিত করেন। আকবরের ন্যায় নিরক্ষর হইয়াও তাঁহার নব-প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যে দীর্ঘকাল যাবত রাজত্ব করিয়া যান।

কিন্তু আজাদী সংগ্রামে ইংরেজের সহিত যুদ্ধই তাঁহার বিশ্বব্যাপী খ্যাতির মূল। পূর্ব ভারতের ন্যায় ছলে-বলে-কৌশলে দাক্ষিণাত্যেও দখলে আনিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ কুক্ষিগত করাই বিধর্মী বিজাতি ইংরেজ বেনিয়াদের লক্ষ্য ছিল, সে-কথা তিনি ভিন্ন আর কেহই বুঝিতে পারেন নাই। তজ্জন্য তিনি তাহাদিগকে এদেশ হইতে বিতাড়নের জন্যে এক মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হন। যদি ঈর্ষাপরায়ণ নিজাম ও মারাঠারা মনে-প্রাণে তাঁহার সাহায্যে আগাইয়া আসিত কিংবা

ইংরেজের পক্ষাবলম্বন না করিয়া নিরপেক্ষও থাকিত, তবে পাততাড়ি গুটাইয়া ইংরেজদিগকে এদেশ হইতে বিদায় লইতে হইত। কিন্তু হিংসা-বিবাদ ও দেশদ্রোহিতার দরুন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা ও অযোধ্যার ন্যায় উপ-মহাদেশে অবশিষ্ট এলাকাও এদেশের হস্তচ্যুত হইয়া যায়।

বইখানি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে। প্রামাণ্য হইলেও এই সংস্করণ প্রধানতঃ ছাত্র ও কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী করিয়াই লিখিত হইয়াছিল। পরে সাধারণের উপযোগী করিয়া ইহার পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দীর্ঘকাল, অমুদ্রিত থাকার পর ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা-র উদ্যোগে শেষোক্ত সংস্করণটিই অবশেষে পুনঃপ্রকাশিত হইল। আশা করি, ইহা পূর্বের ন্যায়ই আদৃত হইবে। এবং বাংলাদেশী জনসাধারণ বিশেষতঃ মুসল-মানেরা ইহা পাঠে যথেষ্ট উপকৃত হইবে।

বায়তুল মুকাররাম (তেতলা), বিনীত
ঢাকা-২ **এম. আবদুল কাদের**
২৫/৪/১৯৮০

হায়দর আলী

One of the greatest characters Asia has produced.

De La Tour.

সূচী

হায়দর আলী

আবির্ভাব

যে সকল দুঃসাহসী ও সফলকাম কর্মবীরের নাম বক্ষে ধারণ করিয়া এশিয়ার ইতিহাস গৌরবান্বিত হায়দর আলী তাঁহাদের অন্যতম। প্রাচ্যে ক্ষমতা বিস্তার করিতে আসিয়া ইংরেজ জাতিকে কখনও তাঁহার ন্যায় এরূপ দুর্ধর্ষ বীর পুরুষের সম্মুখীন হইতে হয় নাই, কাহারও নিকট তাঁহারা এভাবে নিয়ত নাকাল হন নাই।* সমগ্র ভারতে যে চারি জন লোক বণিক বেশী ইংরেজের রাজ্য-লিপ্সার সন্ধান পাইয়া প্রাণপণে জন্মভূমিকে বৈদেশিক শক্তির কবল হইতে রক্ষা করার চেষ্টা করেন, হায়দর আলী তাঁহাদের শীর্ষস্থানীয়।

আরবের বিখ্যাত কোরেশ বংশে হায়দরের জন্ম। হাসান নামক তাঁহার জনৈক পূর্ব-পুরুষ মির্জা গিয়াসের ন্যায় ভাগ্যান্বেষণের জন্য বাগদাদ হইতে ভারতে আগমন করেন। আজমীরে ওয়ালী মুহম্মদ নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। ইনি কুলবর্গায় ও তৎপুত্র মুহম্মদ আলী কোলারে বসতি স্থাপন করেন। মুহম্মদ আলীর চতুর্থ পুত্র ফতেহ মুহম্মদ আর্কটের নওয়াবের সৈন্যদলে জমাদারের পদে ভর্তি হন। কিছুকাল তিনি মহিশূর বাহিনীতেও কাজ করেন। নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের পর তিনি শিরার নওয়াব দর্গাহ্ কুলী খাঁর অধীনে ৪০০ পদাতিক ও ১০০ অশ্বারোহীর

---

* Haidar Ali···proved the most formidable enemy whom they had ever encountered in India.—James Mill. History of British India, Vol. iii. 456.

One of the most daring and successful adventures recorded in the annals in the east, and perhaps the most formidable adversory whom the British ever encountered in that region. — Haidar Ali and Tipu Sultan : R. B. Bowring.

সেনানায়ক নিযুক্ত হন। তৎপুত্র আবদুর রসুল তাঁহাকে কোলারের ফওজদারী এবং বুদিকোটার জায়গীর ও খান উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন। ইঁহারই ঔরসে ১৭২১ (মতান্তরে ১৭১৭) খৃষ্টাব্দে বুদিকোটায় (নিশান-ই-হায়দরীর মতে বালাপুরে) বিখ্যাত হায়দর আলীর জন্ম।* তাঁহার মাতা এক নবাগত আরব বণিকের দুহিতা। হায়দর শব্দের অর্থ সিংহ। শৈশবেই তিনি পিতৃহারা হন। কিরূপে এই এতীম বালক পরবর্তীকালে দাক্ষিণাত্যে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গঠন করিয়া নওয়াব হায়দর আলী খান বাহাদুর নামে বিশ্ববিখ্যাত হন এবং স্বীয় বীরত্ব প্রভাবে চতুষ্পার্শ্বস্থ শক্তিপুঞ্জের—বিশেষতঃ ইংরেজের—হৃদ-কম্প উপস্থিত করিয়া স্বীয় নামের স্বার্থকতা প্রতিপন্ন করেন, তাহা বর্ণনা করার পূর্বে যে সকল শক্তি তৎকালে দক্ষিণ ভারতে স্ব স্ব প্রাধান্য বিস্তারের জন্য পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিলেন এবং যাঁহাদের পক্ষে সংঘর্ষে আসিয়া হায়দর আলী সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন তাঁহাদের পরিচয় দান একান্ত আবশ্যক।

বাদশাহ্ আওরঙ্গজেব অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত দোর্দণ্ড প্রতাপে ভারতের শাসন দণ্ড পরিচালনা করিলেও তাঁহার মৃত্যুর পর নানা কারণে বাবর-বংশের সার্বভৌম প্রাধান্যের পরিসমাপ্তি ঘটে; সুবা-দার বা প্রাদেশিক শাসনকর্তারা স্ব স্ব প্রদেশে কার্যতঃ স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে থাকেন। সম্রাট মুহম্মদ শাহের উজীর মীর কম-রুদ্দীন ওরফে চিন কিলিচ খান বা নিজামউল্ মুল্ক্ (১৭১৩—৪৮) ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে হায়দারাবাদে রাজধানী স্থাপন করিয়া স্বাধীন রাজার ন্যায় দাক্ষিণাত্য শাসন আরম্ভ করেন। এইরূপে বর্তমান নিজামবংশের প্রতিষ্ঠা। ক্যাম্বে হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত শাহী সাম্রাজ্যের অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ তাঁহাদের অধীন ছিল।

নিজামের অধীনে কয়েকজন নওয়াব ছিলেন। তন্মধ্যে আর্কটের

---

* কর্নেল উইল্‌ক্সের মতে হায়দর বহ্‌ললী আফগান। আমরা এখানে কারনামা-ই-হায়দরী ও মৌলিক লেখক মীর হোসেন আলী খান কির্মানীর মত অনুসরণ করিলাম।

নওয়াবই প্রধান। তাঁহার অধিকৃত ভূভাগের নাম কর্ণাট। তাঁহার পরিবারের কয়েকজন নানা স্থানে জায়গীর ভোগ করিতেন। তাঁহা-রাও নওয়াব উপাধীর অধিকারী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঞ্জোর, মাদুরা প্রভৃতি কয়েকটি করদ হিন্দুরাজাও আর্কটের নওয়াবীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

নিজামের অধীন অন্যান্য ভূস্বামীর মধ্যে মহিশূরের হিন্দু রাজা এবং কাদাপা, কার্ণুল ও সানূর বা সাভানূরের পাঠান নওয়াবত্রয়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

মহিশূর 'মহিষাসুর' শব্দের অপভ্রংশ। হায়দরের প্রতিভায় মহিশূর যখন অদম্য শক্তিতে পরিণত হয়, তখন ইহার আকার বর্তমান অপেক্ষা অনেক বৃহৎ ছিল। তাঁহার আমলে মাদ্রাজের প্রাচীর হইতে ত্রিবাঙ্কুর পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ ভারত ব্যতীত দক্ষিণ ও উত্তর আর্কটের কিয়দংশও ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়।

কথিত আছে, বিজয়রাজ নামক যাদব বংশীয় জনৈক যুবক বিবাহসূত্রে হাদাভা নামক একটি ক্ষুদ্র দুর্গের মালিক হন (১৩৯৯)। বংশধরেরা বিজয়নগরের অধীন সামান্য সর্দার মাত্র ছিলেন। উহার পতন ঘটিলে রাজা ওয়াদিয়ামর সেরিঙ্গপতম (শ্রীরঙ্গপত্তম) দখলে আনিয়া সেখানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন (১৬১০)। এখন হইতে তাঁহাদের অধিকার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দুধ দেবরাজের আমলে মহিশূর একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের আকার ধারণ করে। কিন্তু ইহার শাসন-ব্যবস্থা নিতান্ত অনুন্নত ছিল; চিক্ক দেবরাজই প্রথম রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। ইহা বাদশাহ্ আওরঙ্গজেবের প্রদত্ত। তিনি মহিশূর আক্রমণের সংকল্প করিয়াছেন শুনিয়া দেবরাজ তাঁহাকে নিরস্ত করার জন্য এক দূত প্রেরণ করেন (১৬৯৯)। মারাঠারা এক যুদ্ধে তাঁহার নিকট পরাজিত হয়। এই সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া বাদশাহ্ তাঁহাকে জগদেবরাজ উপাধি ও গজদন্ত-নির্মিত সিংহাসনে উপবেশন করার অধিকার দান করেন (১৭০০)। মহিশূরের রাজারা রাজ্যাভিষেকের সময় ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

শিবাজীর বংশধরদের ন্যায় চিক্ক দেবরাজের উত্তরাধীকারীদের রাজ্য শাসনের যোগ্যতা ছিল না।* ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে গুত্তির মারাঠা সর্দার ও পাঠান নওয়াবেরা মহিশূর আক্রমণের ভয় দেখাইয়া দশ লক্ষ টাকা চৌথ আদায় করেন। দুই বৎসর পরে মারাঠারাও অনুরূপ অর্থ আদায় করে। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দের পর হইতে মহিশূরের রাজারা দলওয়াই বা প্রধান মন্ত্রীর ক্রীড়া-পুত্তলিকায় পরিণত হন। এই পদ, প্রতিষ্ঠাতার কনিষ্ঠ ভ্রাতার বংশে মওরশী হইয়া দাঁড়ায়। দলওয়াই রাজ নামে নিজেই রাজ্য শাসন করিতেন। যুদ্ধে তিনি সৈন্য চালাইতেন। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে দলওয়াই দেবরাজ এমন কি রাজা চমরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া চিক্ক কৃষ্ণরাজ নামক এক দূরবর্তী আত্মীয়কে রাজ্য দান করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নওরোজ বা নন্দরাজ ছিলেন রাজার মন্ত্রী। বার্ধক্যবশতঃ ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দ হইতে দেবরাজ তাঁহার উপর সৈন্য চালনার ভার দিয়া নিজে সাময়িকভাবে রাজস্ব বিভাগের কার্য নির্বাহ করিতে আরম্ভ করেন। দলওয়াই 'দ্বিতীয় রাজা' বলিয়াও অভিহিত হইতেন। দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে মারাঠাই প্রধান। পেশোয়ার নেতৃত্বে তাহারা প্রায় সমগ্র ভারত লুন্ঠন করিয়া বেড়াইত এবং আসমুদ্র-হিমাচল এক বিরাট মারাঠা-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিত। তাহারা প্রধানতঃ উত্তরাঞ্চল লইয়াই ব্যস্ত থাকিত। তজ্জন্য মহিশূর বহুদিন যাবৎ তাহাদের আক্রমণ হইতে নিরাপদ ছিল। কিন্তু পেশোয়া বালাজি বাজি রাও (১৭৪০—৬১) দক্ষিণ দিকেও রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা করেন। শক্তিশালী প্রতিবেশীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার ফলে মহিশূর অচিরে তৃতীয় পক্ষের হস্তগত হয়।

পেশোয়া পুণায় থাকিতেন। গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকার, বরোদার গাইকোয়াড় ও নাগপুরের ভোঁসলা ছিলেন প্রধান মারাঠা সামন্ত। নামে পেশোয়ার অধীন হইলেও কার্যতঃ

* Rise of Christian Power in India: Major B. D. Bosu, Vol. v. 110.

ইহারা অনেকটা স্বাধীন ছিলেন। মারাঠাদের নিজ রাজ্যের পরিমাণ অধিক ছিল না। কিন্তু তাহারা ভারতের বহু স্থান হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী, যথাক্রমে রাজস্বের চতুর্থাংশ ও দশমাংশ আদায় করিত।

মহারাষ্ট্র ব্যতীত সুদূর দাক্ষিণাত্যে কানাড়া, মালাবার ও ত্রিবাঙ্কুর নামে তিনটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। এগুলি কখনও বাদশাহ্‌দের দখলে যায় নাই।

দেশীয় শক্তিগুলি ব্যতীত দুইটি বৈদেশিক জাতিও তখন দাক্ষিণাত্যে প্রাধান্য লাভের জন্য পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছিল; ইংরেজ ও ফরাসীরা তাহাদের আবহমানকাল-প্রচলিত হিংসা-বিবাদ ভারতে আমদানী করে। ইংরেজেরা বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতায়, ফরাসীরা পণ্ডিচেরীতে থাকিয়া সুবিধানুসারে দেশীয় রাজগণের পক্ষে বা বিপক্ষে দন্ডায়মান হইয়া পরস্পরের শক্তি নাশ করিয়া ভারতে রাজ্য স্থাপনের চেষ্টায় ছিল। ইহাদের মধ্যে ইংরেজরাই ছিল সমধিক ক্ষমতাশালী ও কূটনীতি-বিশারদ। দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে ছলে-বলে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী আদায় করিয়া তাহারা প্রকৃতপক্ষে তদঞ্চলের মালিক হইয়া গিয়াছিল।* ফরাসীদিগকে বিতাড়িত ও দেশীয় রাজন্যবর্গকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাহারা যখন ভারতে বৃটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় নিরত তখন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক গগনে উজ্জ্বল, বিধ্বংসী উল্কাপিন্ডের মত হায়দর আলীর আবির্ভাবে তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধির পথে এক দুর্নিবার বিঘ্ন উপস্থিত হইল।

১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ চিন কিলিচ খাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারীবর্গের মধ্যে বিবাদ বাধিল। তাঁহার ছয় পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র নাসির জঙ্গ নিকটে থাকায় সৈন্যেরা তাহাকেই নিজাম বলিয়া সালাম করিল। কিন্তু বিগত নিজামের প্রিয় দৌহিত্র

* The grant was extorted…by fraud and show of force.—B.D. Bosu. Seirul Mutakhkherin, iii, 9.

মোজাফ্ফর জঙ্গ মাতুলের বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। ঠিক এ সময় কর্ণাটের নওয়াবী লইয়া অনুরূপ বিবাদ উপস্থিত হইল। আন্ওয়ারুদ্দীন নওয়াব দোস্ত আলী খাঁর শিশু পৌত্র মুহম্মদ জঙ্গের অভিভাবক ছিলেন। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বীয় প্রভুকে অপহৃত করাইয়া নিজেই সিংহাসনে বসিলেন। নিজাম ও তাঁহাকে নওয়াব বলিয়া স্বীকার করিলেন। দোস্ত আলী খাঁর জামাতা হোসেন দোস্ত খান বা চাঁদ সাহেব ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল হইতে সাতাবায় বন্দী ছিলেন। নিজাম্উল মুল্কের মৃত্যুর পর তিনি শ্বশুরের সিংহাসন দাবী করিলেন। ফরাসীরা মোজাফ্ফর জঙ্গ ও চাঁদ সাহেবের পক্ষাবলম্বন করিল। এইরূপে 'দ্বিতীয় কর্ণাট' যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাঁহাদের সম্মিলিত বাহিনীর হস্তে নওয়াব আন্ওয়ারুদ্দীন আম্বরে পরাজিত ও নিহত হইলেন; তাঁহার পুত্র মাহফুজ খান বন্দী হইলেন, কনিষ্ট মুহম্মদ আলী ত্রিচিনোপল্লীতে পালাইয়া গেলেন (জুলাই ২৩, ১৭৪৯)। কর্ণাটের সমস্ত অংশ চাঁদ সাহেবের হস্তগত হইল।

ফরাসীদের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভীত হইয়া ইংরেজরা নাসির জঙ্গ ও মুহম্মদ আলীর পক্ষে যোগদান করিল। তাহাদের সাহায্যে নাসির চাঁদ সাহেবকে পরাজিত করিলেন, মোজাফ্ফরও বাধ্য হইয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু ফরাসী শাসনকর্তা ডুপ্লে শীঘ্রই জিঞ্জি দখলে আনিয়া পাঠান নওয়াবদিগকে স্বদলভুক্ত করিতে সমর্থ হইলেন। নাসিরকে বাধ্য হইয়া আবার অস্ত্র গ্রহণ করিতে হইল। এই যুদ্ধে তিনি ডুপ্লের ষড়যন্ত্রে নিহত হইলেন (ডিসেম্বর ৫, ১৭৫০)। মোজাফ্ফর তৎক্ষণাৎ নিজাম বলিয়া স্বীকৃত হইলেন, চাঁদ সাহেবও কর্ণাটের নওয়াবী পাইলেন। বিপুল অর্থ ফরাসীদের হস্তগত হইল।

১৭৫১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে মোজাফ্ফর গোলকুণ্ডা যাত্রা করিলেন কিন্তু পথিমধ্যে পাঠান নওয়াবদের ষড়যন্ত্রে মারা পড়িলেন। ফরাসী সেনাপতি ডি বুসার প্রভাবে (চিন কিলিচ খাঁর তৃতীয় পুত্র) সালাবৎ জঙ্গ নিজাম হইলেন।

বিনিময়ে তিনি ফরাসীদিগকে সুসমৃদ্ধ উত্তর প্রদেশ ছাড়িয়া দিলেন।

ফরাসীদের এই সাফল্যে ইংরেজদের আশঙ্কার সীমা রহিল না। তাহারা এবার মুহম্মদ আলীকে যথাসাধ্য সাহায্য করিল। মারাঠারাও তাহাদের দলে ভিড়িল। ফলে আর্কট ইংরেজের দখলে আসিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ চাঁদ সাহেব তাহাদের হস্তে বন্দী হইলেন। তাহারা তাঁহাকে তাঞ্জোরের রাজার হস্তে অর্পণ করিল। তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিলেন। এই ঘৃণিত হত্যাকাণ্ডের প্ররোচনা দাতা মুহম্মদ আলী কর্ণাটের অবিসংবাদী নওয়াব হইলেন (১৭৫২)।

এক অপরিচিত যুবক এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিয়া পরিণামে বৃটিশ রাজত্বের ভিত্তিমূল প্রকম্পিত করিয়া তোলেন। দ্বিতীয় কর্ণাট যুদ্ধ হায়দর আলীর সৌভাগ্য সোপান। সিরার নওয়াব তাহের খাঁর সহিত যুদ্ধে আবদুর রসুল খাঁর সঙ্গে প্রভু-ভক্ত ফতেহ মুহম্মদেরও মৃত্যু ঘটে (১৭২৮)। যাহার সেবায় তিনি প্রাণ দান করিলেন, তাঁহারই ভ্রাতা আব্বাস কুলী খান এখন বাকী হিসাব মিটাইবার জন্য বিগত ফওজদারের বিধবা পত্নী ও শিশু পুত্রদ্বয়ের উপর ভীষণ উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। উভয় ভ্রাতাই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তাঁহাদের মাতুল ইব্রাহিম ও খুল্লতাত ভ্রাতা হায়দর সাহেব তখন মহিশূর বাহিনীর কর্মচারী। হায়দর সাহেবের অধীনে ১০০ অশ্বারোহী ও ২০০ পদাতিক ছিল। চাচী আম্মার দুরবস্থার সংবাদ পাইয়া তিনি মহিশূর সরকারের নিকট আবেদন করিলেন। রাজার চাপে বালকদ্বয়ের বন্দী দশা প্রায় দূরীভূত হইল। তাহারা মাতাসহ কপর্দকহীন অবস্থায় হায়দর সাহেবের (উইল্‌ক্‌সের মতে ইব্রাহীম সাহেবের) নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিল। হায়দরের বয়স তখন মাত্র ৭ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শাহবাজের বয়স ৯ বৎসর। অল্প বয়স্ক হইলেও হায়দর কখনও এই নির্যাতনের কথা ভুলিতে বা ক্ষমা করিতে পারেন নাই।

শাহবাজ বা মীর ইসমাইল সাহেব বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কিছুকাল

চিত্তুরে আবদুল ওহ্‌হাব খাঁর অধীনে কাজ করিয়া শেষে মহি-শুর বাহিনীতে যোগদান করেন। হায়দর সাহেবের পুত্র আলী সাহেব তখন মাদগিরিতে ৩০০ পদাতিক ও ৭০ জন অশ্বারোহীর অধিনায়ক। তাঁহার (বড় হায়দরের) মৃত্যুর পর তাঁহার বাহিনীর পরিচালনা-ভার শাহবাজের হাতে আসিল। বোম্বাই হইতে আগ্নেয়াস্ত্র আনাইয়া ও ৩ জন ইউরোপীয় নাবিককে চাকুরি দিয়া ভারতে তিনিই প্রথম ইউরোপীয় প্রথায় সৈন্যদল গঠন করেন।* মারাঠাদের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধে জয়লাভ করায় রাজা তাঁহাকে পার্শ্ববর্তী জনপদসহ বাঙ্গালোরের কিল্লাদারের পদ প্রদান করিয়া পুরস্কৃত করে। নিজামৎ লইয়া বিবাদ বাধিলে মহিশূর-রাজ নাসির জঙ্গের সাহা-য্যার্থে তিনি আহূত হন। তদনুসারে যে বাহিনী (২০, ০০০) প্রেরিত হয়, ঈসমাইল সাহেব তাহাতে ২০০ অশ্বারোহী ও ১০০০ পদাতিকের অধিনায়ক ছিলেন। তিনি যখন আবদুল ওহ্‌হাব খাঁর অধীনে কাজ করেন, তখন হায়দরের উপর ২০০ অশ্বারোহীর পরি-চালনা ভার ন্যস্ত ছিল। এই যুদ্ধে তিনি স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে ভ্রাতার সহিত যোগদান করেন। দেওয়ানহল্লী অবরোধকালে তাঁহার সাহস ও বীরত্ব সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করে (১৭৪৯)। এ সময় তিনি যে স্থিরতা; সংযম ও পরিচয় দেন, শিক্ষানবিশদের নিকট কদাচিত তাহার আশা করা যাইতে পারে। কি কৌশলে শত্রুপক্ষকে পরাভূত করিয়া দুর্গ অধিকার করিতে হইবে, এই নবীন সৈনিক তাহা বলিয়া দেন। একটি শিকার প্রতি-যোগিতায় সফলতা লাভ করিয়াও তিনি নন্দরাজার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। মন্ত্রী চমৎকৃত হইয়া তাঁহাকে একেবারে ৫০ জন অশ্বারোহী ও ২০০ পদাতিকের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। এত-দ্ব্যতীত বিজিত দুর্গের প্রধান দ্বার রক্ষার ভারও তাঁহারই উপর ন্যস্ত হয়।

---

* History of Hyder Sha and Tipoo Sultan by M: M. D. L. T. 35.

১৭৪৯—৫০ খৃষ্টাব্দে ১৫,০০০ মহিশূরী সৈন্য বারাক্কি ভেংকট রাওয়ের অধীনে নাসির জঙ্গের পক্ষে যুদ্ধ করে। হায়দর এ সময় কিছু অনিয়মিত সৈন্য ভিন্ন ৫০ জন অশ্বারোহী ও ৫০০ গোলন্দাজের অধিনায়ক। নাসির জঙ্গ গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হইলে মহিশূর বাহিনী স্বরাজ্যে প্রস্থান করে, পথিমধ্যে হায়দর বিদ্রোহীদের নিকট হইতে তিনটি উষ্ট্র বোঝাই স্বর্ণমুদ্রা কাড়িয়া লন। এতদ্ব্যতীত এই যুদ্ধে ৩০০ অশ্ব ও ৫০০ বন্দুকও তাঁহার হস্তগত হয়। সাহসী বেদার অনুচরদের বীরত্বই প্রধানতঃ হায়দরের এই সাফল্যের মূল কারণ।

মহিশূরে প্রত্যাবর্তন করিয়া হায়দর ৫০০ বন্দুকধারী সিপাহী ও ২০০ পদাতিক সংগ্রহ করিলেন। ফরাসীদের সামরিক রীতিতে মুগ্ধ হইয়া কয়েকজন পলাতক ফরাসী সৈনিকের সাহায্যে তিনি তাহাদিগকে ইউরোপীয় প্রণালীতে যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। নন্দরাজা এই নূতন আগ্নেয়াস্ত্রের অদ্ভুত শক্তি নিরীক্ষণ করিয়া হায়দরের আরও অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন।

মুহম্মদ আলী ত্রিচিনোপল্লীসহ এক বিস্তৃত রাজ্যাংশ ছাড়িয়া দিতে অঙ্গীকার করায় ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে উচ্চাকাঙ্ক্ষী নন্দরাজা ভ্রাতার নিষেধ সত্ত্বেও আবার সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন। হায়দর আলীও তাঁহার ক্ষুদ্র অদম্য বাহিনী লইয়া প্রভুর অনুগমন করিলেন। মহিশূরবাহিনীর পরিচালনা এতবড় অযোগ্য লোকের হস্তে ন্যস্ত ছিল যে, শত্রুপক্ষের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য একবার তাহারা ১০,০০০ মশাল জ্বালাইয়া বরযাত্রীর ন্যায় নৈশ যাত্রা করে। কাজেই ভবিষ্যতে উন্নতি লাভ করিতে হইলে হায়দরের সমর নীতি শিক্ষার খুবই দরকার ছিল। ত্রিচিনোপল্লীর অবিশ্রান্ত রণ-কোলাহল তাঁহার এ অভাব পূরণ করিল। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত ইংরেজ ও মহিশূরীরা ছিল পরস্পরের মিত্র। এ সময় হায়দর ক্লাইভের সাহস ও লরেন্সের যোগ্যতার পরিচয় পান। এখানেই তাঁহার চরিত্রবল ও পর্যবেক্ষণ শক্তির বিকাশ ঘটে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, গভীর অন্তদৃষ্টি ও অনমনীয় দৃঢ়তার বলে তিনি শীঘ্রই পাশ্চাত্য রণনীতি আয়ত্ব করিয়া ফেলিলেন। বস্তুতঃ ত্রিচিনোপল্লী হায়দরের শিক্ষা-ক্ষেত্র

ইহা অবরোধ কালে (১৭৫১—৫৩) তাঁহার অধীনে ১২০০ সৈন্য ছিল। এ-সময় তিনি তাঁহার ভাবী শত্রু মুহম্মদ আলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নওয়াব তাঁহার পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করেন বলিয়াও কথিত আছে। কিন্তু বহু নৈশ অভিযানে গুত্তির মুরারি রাও গৌরপাচড়ের সহযাত্রী হইলেও এখানেই তাঁহাদের শত্রুতা জন্মে। শত্রুপক্ষের নিকট হইতে হায়দর 'বিষ্ণুচক্র' নামে একটি চমৎকার কামান হস্তগত করেন; কিন্তু মুরারি রাওর চাপে দলওয়াই তাঁহাকে ইহা প্রত্যার্পণে বাধ্য করায় এই মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়।

চাঁদ সাহেবের আত্মসমর্পণ ও হত্যাকাণ্ডের পর ত্রিচিনোপল্লীর প্রতারণা ধরা পড়িল। মুহম্মদ আলীর প্রতিজ্ঞা পালনের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তিনি নন্দরাজকে শুধু সেরিঙ্গম দ্বীপ প্রদান করিলেন। ইংরেজরা নিরপেক্ষতার ভাণ করিয়া এই প্রতারণার শরীক হইল। নন্দরাজা ক্রুদ্ধ হইয়া ফরাসীদের সহিত যোগদান করিলেন। ১৭৫৩ ও ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দ ত্রিচিনোপল্লী জয়ের বৃথা চেষ্টায় কাটিয়া গেল। মুরারি রাও ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই ও ফরাসীরা অক্টোবর পর্যন্ত মহিশুর বাহিনী র সহযোগিতা করে। এই যুদ্ধে হায়দর আলী ভিন্ন হরি সিংহ নামক আর একজন মহিশুরী কর্মচারী খুব যোগ্যতার পরিচয় দেন। তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অচিরে মারাত্মক শত্রুতায় পরিণত হয়।

ইংরেজদের সহিত প্রকৃত শত্রুতা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে মেজর লরেন্স নন্দরাজ ও মুরারি রাওকে ধৃত করার পরামর্শ দেন। তাহা হইলে যে ভাবী বিপদ এড়ান যাইত, ঐতিহাসিক মিলও তাহা স্বীকার করেন। এই ষড়যন্ত্র অনুযায়ী নন্দরাজ প্রধান সর্দারগণসহ স্বয়ং দুর্গে গিয়া দখল লইতে আহুত হইলেন। তিনি প্রথম দ্বার অতিক্রম করিলে হায়দর আলীর মনে ইংরেজের সদিচ্ছা সম্পর্কে সন্দেহ জন্মিল। তিনি তৎক্ষণাৎ নন্দরাজকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিলেন, "ইহা আমাদিগকে ধৃত করার ফাঁদ ভিন্ন আর কিছুই নহে।" সৌভাগ্যবশতঃ নন্দরাজ তাঁহার পরামর্শে কর্ণপাত করায় সে যাত্রায় তাঁহাদের প্রাণরক্ষা হইল।

ত্রিচিনোপল্লীর সংগ্রামের প্রত্যেকটি অভিযানে হায়দর কৃতিত্বের পরিচয় দেন। * কিন্তু তিনি হরি সিংহের ন্যায় দুঃসাহসী গোঁয়ার গোবিন্দ ছিলেন না। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির মস্তিষ্কে তাঁহার ব্যাক্তিগত সাহস সুবিধাজনকভাবে কাজে লাগাইতেন। প্রভুর উপকারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকেও তাঁহার লক্ষ্য ছিল। ফরাসীদের নিকট হইতে তিনি ইতঃপূর্বেই বহু অস্ত্রশস্ত্র গো-মহিষ ও দুইটি কামান হস্তগত করেন। ইংরেজেরা তান্ডি-মনের (বর্তমান পুদু কোত্তাই) অরণ্যের ভিতর দিয়া রসদ লইয়া আসিতেছে শুনিয়া ৪০০ ফরাসী, ৬০০০ সিপাহী ও ১২০০০ অশ্বারোহী হরি সিংহের পরিচালনায় তাহাদের ঘাড়ে পড়িল। যুদ্ধের বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিলে দেখা গেল, হায়দর শত্রুপক্ষের সমস্ত দামামা ও কামান দখল করিয়া বসিয়া আছেন। হরি সিংহ বৃথাই এগুলি নিজস্ব বলিয়া দাবী করিলেন। অনেক বাক-বিতন্ডার পর একটি মাত্র কামান তাহার ভাগ্যে জুটিল, বাকী তিনটি হায়দরের ভাগ্যে রহিল (ফেব্রুয়ারী ১৩, ১৭৫৪)।

১৪ই আগষ্ট (১৭৫৪)। একদল ইংরেজ ও তাঞ্জারী সৈন্য ত্রিচিনোপল্লীর রক্ষীদের বলবৃদ্ধি করিতে যাত্রা করিল। ত্রিচিনো-পল্লীর প্রান্তরে হাজির হইলে তাহারা ফরাসী ও মহিশূরী সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হইল। ইংরেজের পশ্চাৎ-রক্ষী সৈন্যদল ভুল করিয়া মালপত্র পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করে নাই। ইহা হায়দরের দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি তৎক্ষণাৎ সেখানে আপতিত হইয়া ৩৫ গাড়ী অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ ও মালপত্র ছিনাইয়া আনিলেন। ওর্মি (Orme) ন্যায়তঃ হায়দরকে 'ত্রিচিনোপল্লীর সর্বোৎকৃষ্ট মহিশূরী কর্মচারী' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ফরাসী গভর্ণর-জেনারেল ডুপ্লে তাঁহাকে উপহার পাঠাইয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিলেন। হরি সিংহ তাঁহাকে চাটুকার বলিয়া বিদ্রূপ করিলেও এ সময় নন্দরাজার মনে অত্যধিক প্রভাব বিস্তার ও

---

* Haid did a good turn to Nanjraj. Haidar Ali, Vol. I. 18 : Dr. N. K. Singha.

ও ফরাসীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য হায়দর বাস্তবিকই তৃপ্তি ও গর্ববোধ করিতে পারিতেন। বিস্ময়কর লোকচরিত্র-জ্ঞান ও তজ্জাত দক্ষতার দরুণ শীঘ্রই তিনি সমগ্র দাক্ষিণাত্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হইয়া পড়িলেন।*

হায়দর জানিতেন, অর্থই শক্তির উৎস। তজ্জন্য প্রায়ই তিনি শত্রুরাজ্য লুণ্ঠন করিতেন। সুযোগ পাইলে মিত্রেরাও তাঁহার হাত হইতে রেহাই পাইত না। এজন্য তিনি বেদার অনুচরদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন; এতদ্ব্যতীত একদল নির্বাসিত পিন্ডারীও চাকুরীতে গৃহীত হইল। লুণ্ঠনই ছিল ইহাদের একমাত্র পেশা। কিন্তু হায়দর তাহাদিগকে নিয়মিত বেতন দিতেন; তদুপরি তাহারা লুণ্ঠিত দ্রব্যেরও অংশ পাইত ও অপরার্ধ তিনি নিজে গ্রহণ করিতেন। তিনি এক জটিল পরীক্ষাপদ্ধতি উদ্ভাবন করেন: তাহার কল্যাণে কেহই তাঁহাকে ফাঁকি দিতে পারিত না। নিজে নিরক্ষর বলিয়া হায়দর খন্দে রাও নামক জনৈক মারাঠা ব্রাহ্মণকে তাহার মুৎসদ্দি (হিসাব-রক্ষক) নিযুক্ত করিলেন। তীক্ষ্ম বুদ্ধির জন্য তাঁহাকে চানক্যের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তাঁহার মেধা ও হায়দরের সাহস মিলিয়া এক অদম্য শক্তির সৃষ্টি হইল। তাঁহাদের যুদ্ধাভিযান নিয়মিত পদ্ধতি হইয়া দাঁড়াইল।

১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী উভয় পক্ষে যুদ্ধ বিরতিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। নন্দরাজা আরও কিছুকাল ত্রিচিনোপল্লী অধিকারের জন্য চেষ্টা করিলেন। পরিশেষে নিজামের মহিশূর আক্রমণের সংবাদ পাইয়া ফরাসীদিগকে সেরিঙ্গমও ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে স্বরাজ্যে ছুটিতে হইল (এপ্রিল ৯)। ত্রিচিনোপল্লী ত্যাগের প্রাক্কালে হায়দারের অধীনে সরকারীভাবে ১৫00 অশ্বরোহী, ৩00 নিয়মিত পদাতিক, ২000 পেয়াদা ও চারিটি কামান ছিল। এগুলির কিয়দংশ তাঁহার নিজস্ব সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত হইলে অচিরে নিন্দিগুলের ফওজদার নিযুক্ত হওয়ায় সুখ্যাতির সহিত তাঁহার ক্ষমতা লাভের পথও প্রশস্ত হইয়া আসিল।

* "His wonderful knowledge of men soon made him the most popular man in southern India."—Decisive Battles of India, (213). Colonel Malleson.

ফওজদার হায়দর

১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে ভেংকৎ রাও উত্তমপলায়মের পলিগারের নিকট হইতে দিন্দিগুল জয় করেন। ত্রিচিনোপল্লীর ৬৫ মাইল দক্ষিণ পূর্বে ও মাদুরার ৪৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এই গিরিদুর্গ অবস্থিত। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ইংরেজরা মাদুরা ও তিনেভেলী জেলায় মুহম্মদ আলীর নামে প্রভুত্ব বিস্তারের প্রয়াস পাইল। তাহাদের প্ররোচনায় পাল্‌নি, কম্বিবাদি ও বিরুপাক্ষীর পলিগারেরা মহিশূর সরকারে কর দেওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। কাজেই তাহাদিগকে দমন রাখিতে ও সম্ভব হইলে মাদুরার জমাদার ও তিনেভেলীর পলিগারদের সহযোগিতায় ইংরেজের মতলব ব্যর্থ করিতে পারে, সেখানে এরূপ একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কৌশলী লোক প্রেরণের দরকার হইয়া পড়িল। হায়দরই এরূপ যোগ্যপাত্র বলিয়া বিবেচিত হইলেন। উচ্চাকাংক্ষী সর্দার প্রথম স্বাধীন কার্যভার পাইলেন।

অর্থাভবে নন্দরাজা তাঁহার একতৃতীয়াংশ সৈন্য বরখাস্ত করিতে বাধ্য হইলেন। হায়দর তাহাদের মধ্যে হইতে সর্বোৎকৃষ্ট লোক-দিগকে স্বীয় সৈন্যদলে গ্রহণ করিলেন। তাহার ফলে তাঁহার সৈন্য সংখ্যা প্রায় দশ হাজারে উঠিল। ২০০০ পেয়াদা, ২৫০০ অশ্বারোহী, ৫০০০ নিয়মিত পদাতিক ও ছয়টি কামান লইয়া দিন্দিগুলের নব-নিযুক্ত ফওজদার কার্যস্থলে যাত্রা করিলেন।

পাল্‌নি ও বিরূপাক্ষীর পলিগার আম্মিনায়ক ও আপ্পিনায়ক ছিলেন বিদ্রোহীদের নেতা। তাঁহাদের করভার হ্রাসের ভরসা দেওয়ায় তাঁহারা তাঁহাকে স্বরাজ্যের ভিতর দিয়া পথ ছাড়িয়া দিলেন। এভাবে নিরাপদে দিন্দিগুলে পৌঁছিয়া হায়দর রণসজ্জা সম্পূর্ণ করিলেন। তাঁহার অধীনে তখন ছাব্বিশটি পলায়ম বা জায়গীর ছিল। সমস্ত পলিগার একত্র হইলে যুদ্ধক্ষেত্রে ৩০,০০০ সৈন্য নামাইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহারা বিচ্ছিন্ন থাকায় হায়দরের

সুবিধা হইল। তিনি অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সহিত তাহাদিগকে দমন করার ব্যবস্থা করিলেন। কন্নিবাদি চতুর্দিকে অরণ্যবেষ্টিত ছিল। প্রান্তরে আক্রান্ত হইলে পলিগারেরা পাহাড়ে পলাইয়া যাইতেন। তজ্জন্য হায়দর প্রথমেই জঙ্গল কাটিতে লোক নিয়োগ করিলেন। ইহাতে দুই মাস লাগিলেও ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিল। পলিগার নিরুপায় হইয়া তিন লক্ষ চাকরান (এক চাকরান সমান বর্তমানের বাংলাদেশী টাকার প্রায় ৩০'০০) দানে প্রতিশ্রুত হইলেন। ৭০,০০০ চাকরান সঙ্গে সঙ্গেই প্রদত্ত হইল। বাকী টাকা পরিশোধ করিতে না পারায় হায়দর তাঁহার জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিলেন। পলিগার ধৃত হইয়া বাঙ্গালোর প্রেরিত হইলেন। পালনির পলিগার পলাইয়া গেলে হায়দর তাঁহার সমস্ত মূল্যবান দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া লইলেন; শেষে তিনি ১, ৭৫, ০০০ চাকরান জরিমানা দিয়া রেহাই পাইলেন। তাঁহাকে বাধা দিতে বিরূপাক্ষীর পলিগারের সাহসে কুলাইল না। তাঁহার কার্যভার গ্রহণের সময় বাজেয়াপ্ত জায়গীরের সংখ্যা ছিল মাত্র দুটি। এখন পাঁচটি ছাড়া আর সমস্তই বাজেয়াপ্ত হইয়া গেল।

অত্যল্প সময়ে পলিগারদিগকে দমন করায় রাজ সরকারে হায়দরের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইল। সৈন্য ও সম্পদ বৃদ্ধির দিকেও তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। খন্দেরাও দরবারে থাকিয়া রাজমন্ত্রীর নিকট নিরন্তর প্রভুর গুণকীর্তন ও তাঁহার শক্তিবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। ফলে হায়দরের সৈন্য সংখ্যা ক্রমশঃ পনর হাজারে উঠিল। তাঁহার বরাদ্দও অনেক বাড়িয়া গেল। সুব্যবস্থার গুণে বেতন ও ফওজদারীর আয়ে তিনি এই বৃহত্তর বাহিনীর ব্যয় নির্বাহ করিয়াও প্রভূত অর্থ সঞ্চয়ে সমর্থ হইলেন। উইল্‌ক্‌সের মতে তিনি মিথ্যা হিসাব দাখিল করিয়াও অর্থ আদায় করিতেন। একবার নাকি ৬৭ জন সৈন্য আহত হয়; কিন্তু হায়দর সরকারী পরিদর্শককে ধোঁকা দিয়া ৭০০ লোকের ভাতা আদায় করে; আর একবার এভাবে ১০,০০০ সৈন্যকে ৬০,০০০ বলিয়া চালাইয়া দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া অবিশ্রান্ত লুণ্ঠিত অর্থ ত ছিলই। কেবল পলিগারের নিকট হইতে তিনি নাকি বিশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন। এ

সকল অতিশয়োক্তি বাদ দিলেও তাঁহার কোষাগার যে পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পায় তাহা নিঃসন্দেহ।

শাসন-কার্যে হায়দরের নৈপুণ্য ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাইয়া লোকে অবাক হইয়া গেল। অতি অল্প সময়েই তিনি প্রবীণ আমিলদারের ন্যায় অভিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। রাজস্ব বৃদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায় তিনিই ভাল জানিতেন, হিসাবে গলদ থাকিলে শ্রবণ মাত্রই তিনি তাহা ধরিয়া দিতে পারিতেন। তিনি মুখে মুখে নির্ভুলভাবে এত তাড়াতাড়ি অঙ্ক কষিতে পারিতেন যে, সর্বাপেক্ষা সুদক্ষ হিসাব-বিদেরাও তাঁহার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না।*

ইতঃপূর্বেই তিনি ফরাসীদের শৃঙ্খলা ও রণ কৌশল দর্শনে মুগ্ধ হন। তখন তিনি পন্ডিচেরী, সিরঙ্গম ও ত্রিচিনোপল্লী হইতে কৌশলী, ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার আনাইয়া তাঁহাদের পর্যাবেক্ষাণাধীনে তোপখানা, অস্ত্রাগার ও রসায়নাগার স্থাপন করিলেন। তাঁহার জন্য সেখানে নিয়মিতভাবে কামান, বন্দুক ও গোলা-বারুদ প্রস্তুত হইতে লাগিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হইলে তাঁহার জায়গীর হায়দরের হাতে আসিল।

তিনেভেলীর পলিগার ও মাদুরার জমাদারেরা বরকতুল্লার নেতৃত্বে ইংরেজদিগকে বাধা দান করিলেন। তাঁহারা এখন হায়দরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। এজন্য তাঁহারা তাঁহাকে এমনকি গুরুত্ব-পূর্ণ ষোলবন্দম্ জেলা ছাড়িয়া দিতেও সম্মত হইলেন। কিন্তু ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে সাময়িকভাবে শ্রীরঙ্গপত্তমে গমন করায় তিনি এই প্রস্তাবে সাড়া দিতে পারিলেন না। ফলে মাদুরা ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। নভেম্বরে হায়দর দিন্দিগুলে ফিরিয়া আসিলেন। বিনা বাধায় ষোলবন্দম্ দুর্গ অধিকার করিয়া তিনি মাদুরা জেলায় প্রবেশ করিলেন। নগর প্রাচীর অপ্রত্যাশিতরূপে

* He valued himself upon the faculty of performing exactly by memory with arithmetical calculations with greater velocity than the most expert accountants.—Mill, vol. iii, 460

সুদৃঢ় দেখিয়া তিনি দেশ লুণ্ঠন করিয়া পশ্বাদি দিন্দিগুলে পাঠাইয়া দিলেন।

[বি-দ্রঃ মুহম্মদ আলী এ অপমান নীরবে হজম করিতে পারিলেন না। তাঁহার সেনাপতি মুহম্মদ ইউসুফ ছিলেন কর্ণাট যুদ্ধের ভারতীয় সেনাপতিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুযোগ্য ব্যক্তি। তাঁহার সৈন্যদলও অধিকতর সুগঠিত ও শক্তিশালী ছিল। কাজেই নওম গিরি-সঙ্কটে হায়দর তাঁহার নিকট পরাজিত হইলেন। বাধ্য হইয়া তাঁহাকে দিন্দিগুলে প্রত্যাবর্তন করিতে হইল।]

দ্বিতীয় কর্ণাট যুদ্ধই মহিশূর রাজের কারাধ্যক্ষদের পতন ও হায়দর আলীর উত্থানের জন্য মূলতঃ দায়ী। অতি-লোভে নন্দরাজের সর্বনাশ হইল। ত্রিচিনোপল্লী দখলের ব্যর্থ চেষ্টায় তাঁহার তিন, চার কোটি টাকার ক্ষতি হইল। ফরাসী সৈন্যদের খরচ ব্যতীত ডুপ্লেকে তিনি বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। এই প্রাপ্য মিটাইতে না পারিয়া ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি ছয় লক্ষ টাকার জন্য তাঁহার নিকট মণিমুক্তা ও নিজস্ব অলঙ্কার-পত্র বন্ধক রাখিতে এবং যুদ্ধ-শেষে এক তৃতীয়াংশ সৈন্যকে বিদায় দিতে বাধ্য হন। পূর্বে তিনি শত্রুপক্ষের সৈন্য ভাগাইতে অর্থব্যয় করিতেন; ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁহার নিজ সেন্যদেরই নয় মাসের বেতন বাকী পড়িল।

লোভের পরিণামের এখানেই শেষ হইল না। ত্রিচিনোপল্লীতে তিনি যেভাবে পানির মত অর্থ ব্যয় করিলেন, তাহাতে মহিশূরের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে লোকের উচ্চ ধারণা জন্মিল। কাজেই উহার উপর পার্শ্ববর্তী রাজন্যবর্গের লুব্ধ দৃষ্টি পড়িল। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে পেশোয়া বালাজি বাজিরাও মহিশূর আক্রমণ করিয়া ৩০ লক্ষ টাকা আদায় করিলেন। নিজামও পশ্চাদ্বর্তী হইবার লোক ছিলেন না। সভাসদদের চাপে ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের প্রথমে তিনি মহিশূরে প্রবেশ করিলেন, বুসীও তাঁহার সঙ্গে আসিলেন। কেবল কুঙগলে তাঁহারা বাধা পাইলেন। বলপূর্বক উহা অধিকার করিয়া সম্মিলিত বাহিনী শ্রীরঙ্গপত্তমের নিকট হাজির হইল। ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে নাসির জঙ্গ

একবার কর আদায় করেন। সালাবৎজঙ্গ এখন পরবর্তী দশ বৎসরের বাকী রাজস্ব দাবী করিয়া বসিলেন। ইহা এড়াইবার জন্য দেবরাজ বলপ্রয়োগ হইতে আরম্ভ করিয়া কোন প্রকার কৌশল অবলম্বনেরই ত্রুটি করিলেন না। নন্দরাজের নিকটও সংবাদ প্রেরিত হইল। কিন্তু বুসীর অপ্রত্যাশিত তৎপরতায় তিনি সময়মত উপস্থিত হইতে পারিলেন না। বাধ্য হইয়া দেবরাজকে ৫৬ লক্ষ টাকা দানে সম্মত হইতে হইল। কিন্তু রাজকোষ তখন একেবারে শূন্য। অগত্যা দেবরাজকে সমস্ত হিন্দু মন্দির এবং রাজা ও রাজ-পরিবারের ধাতব বাসন-পত্র ও মণিমুক্তাদি বিক্রয় করিতে হইল। কিন্তু তাহাতেও ১৮ লক্ষ টাকার বেশী যোগাড় হইল না। বাকী টাকার জন্য মহাজনেরা তাঁহাদের গোমস্তাদিগকে জামিন রাখিলেন। কিন্তু টাকা শোধ করিতে না পারায় সরকারের উপর মহাজনের আস্থা নষ্ট হইয়া গেল।

ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রভুত্বে রাজা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ত্রিচিতে তাঁহাদের শোচনীয় ব্যর্থতা, পেশোয়া ও নিজামকে বাধা দানে অক্ষমতা ও তাঁহাদের দেউলিয়াগিরিতে উৎসাহিত হইয়া তিনি রাজমাতা ও প্রধান পণ্ডিত ভেঙ্কৎপতি আয়ানের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। ভেঙ্কৎ পূর্বে সর্বাধিকারী ছিলেন। ষড়যন্ত্রকারীরা নন্দরাজকে বন্দী করিয়া তাঁহাকে পূর্বপদে বহাল করিতে চাহিলেন। নন্দরাজ প্রাসাদ আক্রমণার্থে ১০০০ সৈন্য সংগ্রহ করিলেন, কিন্তু দেবরাজের পরামর্শে শুধু পাহারা বসাইয়াই তৃপ্ত রহিলেন। ভেঙ্কৎপতি অবশ্য এত সহজে রেহাই পাইলেন না। তাঁহার গৃহ লুণ্ঠিত হইল। তিনি সস্ত্রীক মনভল্লিগ্রামে এবং তাঁহার পুত্র ও জামাতা কবলগ্রামে বন্দী হইলেন। (অক্টোবর—নভেম্বর, ১৭৫৫)।

দেবরাজ ও নন্দরাজের শাসনের নাগপাশ হইতে মুক্তি লাভের জন্য রাজা অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রথম ব্যর্থতায় না দমিয়া তিনি এখন শাহ্‌বাজ ও খন্দেরাওর নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলেন।

সংবাদ পাইয়া তাঁহার কারাধ্যক্ষেরা প্রাসাদ-দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। পরদিন প্রাতে রাজাকে হত্যা করা সাব্যস্ত হইল। কিন্তু রাজা তাঁহার পাত্র অনুচরসহ মন্ত্রীর সৈন্যদের ঘাড়ে পড়িলেন। বহু লোক নিহত ও অবশিষ্ট বিতাড়িত হইল। রাজা প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিলে নন্দরাজা প্রাচীরে কামান বসাইয়া অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। নর-নারী ও ভৃত্য ১০০ লোক নিহত হইলে ভ্রাতৃদ্বয় প্রাসাদে ঢুকিয়া জীবিত সমস্ত লোককে বন্দী করিলেন। তাঁহারা রাজাকে হত্যা করিতে চাহিলেন। কিন্তু তাঁহার পালক-মাতা কৃষ্ণরাজা ওয়াদিয়ারের পত্নী তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "আমাকে বধ না করিয়া তোমরা তাঁহাকে হত্যা করিতে পারিবে না।" কাজেই তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। অগত্যা তাঁহারা রাজাকে সপরিবারে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

আপাততঃ একযোগে কার্য করিলেও ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে মতৈক্য ছিল না। অভিশপ্ত ত্রিচিনোপল্লী অভিযানের সময় হইতেই এই অন্তর্বিবাদের সূচনা হয়। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই রাজস্ব লইয়া তাঁহাদের মতানৈক্য অতি গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ দেবরাজ অবসর গ্রহণই শ্রেয় মনে করিয়া ১০০০ অশ্বারোহী ও ২০০০ পদাতিকসহ সপরিবারে সত্যমঙ্গলমে প্রস্থান করিলেন। (ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৭)। হায়দরের জায়গীরের আমিনেরা দেবরাজকে সেখানে খাজনা পাঠাইতে আদিষ্ট হইলেন। মাদুরা অভিযানে না গিয়া ইহাই হায়দরের মহিশূরে আগমনের হেতু।

রাজা বন্দী হওয়ায় ও দেবরাজ স্বেচ্ছায় নির্বাসনে গমন করায় নন্দরাজ মহিশূরের নির্বিরোধ প্রভু হইলেন। স্বীয় ক্ষমতা বদ্ধমূল করার জন্য তাঁহার দরকার ছিল শুধু শান্তির। কিন্তু অবসর লাভ তাঁহার ভাগ্যে ছিল না। বাজিরাওর উকীল রাজার প্রতি জঘন্য ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়া পেশোয়াকে এক পত্র লিখিলেন। ফলে মার্চ মাসে মারাঠারা মহিশূরে প্রবেশ করিয়া শ্রীরঙ্গপত্তম অবরোধ করিয়া তাঁহাদের ত্রিশটি কামান হইতে যুগপৎ অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। একটি গোলা রঙ্গস্বামীর মন্দিরের শীর্ষে পড়িল; একটি

কামান ফাটিয়া কয়েকজন মারাঠার মস্তক উড়িয়া গেল। দেবরোষের ভয়ে উভয় পক্ষই শান্তি স্থাপনে ইচ্ছুক হইলেন। নন্দরাজ মারাঠা-দিগকে ৩২ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু তিনি মাত্র ২৬ লক্ষ টাকা নগদ দিতে পারিলেন, বাকী টাকার জন্য তাঁহাকে জার্মান বাবদ তেরটি তালুক মারাঠাদের হাতে তুলিয়া দিতে হইল। মারাঠা আক্রমণের সময় হায়দর দিন্দিগুলে ছিলেন। কালিকটের জামোরিনের সহিত যুদ্ধ বাধায় পালঘাটের রাজা তাঁহার সাহায্য-প্রার্থনা করিলেন। হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের সুযোগ দেখিয়া হায়দর তাহাতে সম্মত হইলেন। তাঁহার শ্যালক মখদুম আলী খান ৫০০০ পদাতিক, ২০০০ অশ্বারোহী ও পাঁচটি কামান লইয়া মালাবারে ছুটিলেন। তিনি সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত অগ্রসর হইলে জামোরিন তাঁহার খরচ-বাবদ কিস্তিতে ১২ লক্ষ টাকা দানে প্রতিশ্রুত হইলেন। মখদুম স্বাধীকার বজায় রাখার জন্য এখানে সৈন্য রাখিয়া গেলেন। তাঁহাদের হাত হইতে মুক্তিলাভের জন্য মালাবার সর্দারেরা দেবরাজকে অঙ্গীকৃত অর্থ দিতে চাহিলেন। সংবাদ পাইয়া হায়দর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। আলোচনার ফলে তিনি দেবরাজের অনুকূলে মালাবারের সামরিক চাঁদার দাবী ত্যাগ করিলেন; দেবরাজও তাঁহাকে তাঁহার জায়গীর ফিরাইয়া দিলেন; এতদ্ব্যতীত মালাবার অভিযানের ব্যয় বাবদও তিনি তাঁহাকে তিন লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইলেন।

মহিশূর সরকার তখন দেউলিয়া। বেতন বাকী পড়ায় সৈন্যরা বিদ্রোহী হইয়া নন্দরাজের গৃহদ্বারে ধর্ণা দিয়া বসিল। তাহাদের উপদ্রবে তাঁহার পানি ও খাদ্যদ্রব্য আমদানীর পথ পর্যন্ত বন্ধ হইয়া গেল। খবর পাইয়া হায়দরকে আবার সত্যমঙ্গলমে ছুটিতে হইল। তাঁহার চেষ্টায় ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে বাহ্যতঃ পুনর্মিলন ঘটিল। নন্দরাজ বিগত দুষ্কার্যের জন্য রাজার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। দেবরাজ তখন পক্ষাঘাতে ভুগিতেছিলেন। অল্পদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল (১৭৫৮)। নন্দরাজা এখন হায়দর ও খন্দেরাওকে সৈন্যদের হিসাব মিটাইবার জন্য ধরিয়া

পড়িলেন। তাঁহার চাপে হিসাবরক্ষকেরা প্রকৃত হিসাব দেখাইতে বাধ্য হইলেন। ফলে ৪০০০ সৈন্যের দাবী মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় তাহারা বরখাস্ত হইল। বিদ্রোহী নেতারা ধৃত ও লুণ্ঠিত হইলেন। রাজাজ্ঞার প্রতি অবিরত সম্মান দেখাইয়া হায়দর নগদ টাকার পরিবর্তে অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি সরকারী সম্পত্তি লইয়া অবশিষ্ট সৈন্যের ন্যায্য দাবী আংশিকভাবে মিটাইয়া দিলেন। তাঁহার কার্যে সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। মৃত্যুর পূর্বে ভ্রাতার সহিত মিলন ঘটাইয়া দেওয়ায় নন্দরাজা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ রহিলেন। রাজা তাঁহাকে নন্দরাজের বিরুদ্ধে তাঁহার একমাত্র রক্ষক বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। সৈন্যেরা মনে করিল, তাহাদের বাকী বেতন প্রাপ্তি সম্পূর্ণরূপে হায়দরেরই চেষ্টার ফল। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দুর্গসহ বাঙ্গালোর জায়গীর প্রদান করিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি কয়ম্বাতোর জেলার রাজস্ব হইতে দেবরাজের অঙ্গীকৃত তিন লক্ষ টাকা গ্রহণের অধিকার পাইলেন।

সৈনিক হিসাবে রাজ্যমধ্যে হরি সিংহই ছিলেন হায়দরের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি সর্বদা প্রকাশ্যে তাঁহার নিন্দা করিতেন। দেবরাজের মৃত্যু হওয়ায় হরি সিংহের তখন আর কোন মুরুব্বী ছিল না। হায়দর এই সুযোগে প্রতিশোধ গ্রহণে মনস্থ করিলেন। হরি সিংহ যুদ্ধের চাঁদা আদায় করিতে মালাবারে গমন করেন। তাহাতে ব্যর্থকাম হইয়া তিনি কয়ম্বাতোরে ফিরিয়া আসেন। একদা দিন্দিগুল গমনের ভান করিয়া রাজধানী ত্যাগ করিয়া মখ্‌দুম সাহেব সহসা ৩০০০ সৈন্য লইয়া তাঁহার ঘাড়ে পড়িলেন। হতভাগ্য প্রায় সদলবলে নিহত হন।

হায়দর এরপর স্বয়ং মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তিনি এক দুরধিগম্য গিরি মধ্যে শিবির সন্নিবেশ করায় মারাঠা অশ্বারোহীরা সেখানে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। প্রায় তিন মাস পর্যন্ত উভয় পক্ষ পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া বসিয়া রহিল। হায়দর দিনে চুপ করিয়া থাকিলেও অবিরত নৈশ আক্রমণে মারাঠাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। অবশেষে তাঁহার

উদ্যম সাফল্য ও কার্য-তৎপরতায় নিরাশ হইয়া গোপাল রাও ৩২ লক্ষ টাকা পাইলে বন্ধকী জেলাগুলি ছাড়িয়া দিতে এবং সমস্ত অতীত ও বর্তমান দাবী ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন। এই শর্ত সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হইল।* খন্দে রাও তৎক্ষণাৎ অর্ধেক টাকা সংগ্রহ করিলেন। বাকী টাকার জন্য হায়দর নিজে জামীন রহিলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং পরিশোধ করিবেন বলিয়া স্বীকার করায় মারাঠা মহাজনেরা এই টাকা অগ্রিম দিতে সম্মত হইলেন; তাঁহার প্রভাব ও মর্যাদা এতই অধিক ছিল। ঋণ পরিশোধের জন্য তাঁহাকে বন্ধকী জেলাগুলির শাসন-ভার প্রদত্ত হইল। সেখানে নিজ কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া তিনি বিজয়ী-বেশে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সসম্মানে সন্ধি স্থাপনের জন্য সেখানে তিনি সাদর অভ্যর্থনা পাইলেন। পেশোয়া গোপাল রাওকে বলিলেন, "হায়দর তোমার সুখ্যাতি নষ্ট করিয়া দিয়াছে।" কৃতজ্ঞ রাজা এক বিরাট দরবারে তাঁহাকে ফতেহ্ হায়দর বাহাদুর (বিজয়ী বীর হায়দর) উপাধি দিয়া সম্মানিত করিলেন।

---

* Haidar···acquitted himself with so much vigour and success, that before the end of the campaign he reduced them to an inclination for peace: and concluded a treaty on what were deemed favourable terms.—Mill, iii, 462.

···Such was his credit that the bankers in the Maratha Camp agreed to make the advance on his assurance.—Singha, 39.

ক্ষমতা-শিখরে

হায়দর এখন প্রকৃতপক্ষে মহিশূরের প্রধান সেনাপতি হইয়া দঁাড়াইলেন। নন্দরাজাই ছিলেন তঁাহার চরম ক্ষমতা লাভের একমাত্র প্রতিবন্ধক। শীঘ্রই তঁাহাকে বিদূরিত করার সুযোগ জুটিল। মারাঠাদিগকে মোটা টাকা দান ও হায়দরকে বিরাট রাজ্যাংশ হস্তান্তর করায় মামুলী খরচ চালানই দায় হইয়া উঠিল। ফলে আবার সৈন্যদের বেতন জমিতে থাকায় তাহারা স্বভাবতঃই রুষ্ট হইল। রাজা নন্দরাজের প্রভাবমুক্ত হওয়ার জন্য দুধ দেব-রাজের বৃদ্ধা রাণী ও খন্দে রাও-এর মারফত তাহাদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। নন্দরাজ প্রমাদ গণিলেন। রাণী ছিলেন তঁাহারই কন্যা। তিনি মেয়ের সাহায্যে রাজাকে হত্যা করিতে চাহিলেন। কিন্তু রাণী তঁাহার প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়া পিতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন।

সেনাদলের নেতারা বাকী বেতনের জন্য হায়দরের দ্বারস্থ হইলেন। তিনি বলিলেন, "আমি ইহাদের ভার নেই নাই।" তঁাহারা বলিলেন, "তাহা হইলে আপনি অন্ততঃ নন্দরাজের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন।" হায়দর তাহাতেও অসম্মত হইলেন। কিন্তু নেতারা না-ছোড়বান্দা। তাহারা প্রত্যহ তঁাহাকে এজন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। শেষে তঁাহারা ঘোষণা করিলেন, তঁাহারা নন্দরাজের দ্বারে ধর্ণা দিবেন, হায়দরকে তাহাদের সঙ্গে যাইতেই হইবে। তাহাদের অনমনীয় জেদ দেখিয়া হায়দর আর 'না' বলিতে পারিলেন না। বাধা দান নিরর্থক দেখিয়া নন্দরাজা পদত্যাগে প্রস্তুত হইলেন। তিনি টাকার জন্য সৈন্যগণকে রাজার নিকট গমন করিতে পরামর্শ দিলেন। রাজা বলিলেন, হায়দর নন্দরাজার সহিত সংস্রব ত্যাগ করিলে তিনি তাহাদের দাবী মিটাইতে সম্মত আছেন। সৈন্যদের বাকী বেতন শোধ ও নিয়মিত বেতন দানের জন্য হায়দরকে আরও কয়েকটি

জেলা প্রদত্ত হইল। ফলে রাজ্যের অর্ধেকেরও অধিক তাঁহার দখলে চলিয়া গেল।

১০০০ অশ্বারোহী ও ৩০০০ পদাতিক রাখার শর্তে নন্দরাজা তিন লক্ষ প্যাগোডা (এক প্যাগোডা সমান বর্তমান বাংলাদেশের ৭২'০০ টাকা) আয়ের জায়গীর পাইলেন; কিন্তু মহিশূরে গিয়া তিনি আর নড়িতে চাহিলেন না। তাঁহাকে রাজধানীর এত নিকটে রাখা নিরাপদ ছিল না। তজ্জন্য রাজা পরিষদবর্গসহ পরামর্শ করিয়া ঠিক কারলেন, তাঁহার সৈন্য রাখার দরকার নাই; তিনি মাত্র এক লক্ষ প্যাগোডার জায়গীর পাইবেন, কিন্তু তাঁহাকে মহীশূর শহর ত্যাগ করিতেই হইবে। নন্দরাজা ইহাতে অসম্মত হওয়ায় হায়দর মহিশূর অবরোধে আদিষ্ট হইলেন। তাঁহার সঙ্গে ম্যানুয়েল আলভোস ও বেন্টো ডি কেম্পোস নামক দুইজন পর্তুগীজের অধীনে প্রায় ১০০০ সৈন্য ছিল। তাঁহাদের সাহায্যে তিনি মরিয়া হইয়া বাধা দান করি-লেন। শেষে বেন্টো দলত্যাগ করিলেও হায়দর দুর্গনিম্নে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া তাহাতে বারুদ ঢালিয়া দিলে নন্দরাজা আত্মসমর্পণে বাধ্য হইলেন। তিনি কোনূরে বাস করার অনুমতি পাইলেন। তাঁহার জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিয়া হায়দরকে প্রদত্ত হইল। মহিশূর অবরোধের খরচ দাবী করায় তিনি আরও চারিটি জেলা পাইলেন। খন্দেরাও পূর্ব হইতেই হায়দরের দেওয়ান ছিলেন, এখন রাজ্যের রাজকীয় অংশেরও প্রধান বা দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। ফলে সমগ্র রাজ্যের দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়ের ভার তাঁহার হাতে আসিল। রাজা বাহ্যতঃ পূর্বাপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা পাইলেন ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার প্রভু পরিবর্তন ঘটিল মাত্র। সৈন্যদলের প্রভু, অর্ধরাজ্যের মালিক ও সমগ্র রাজ্যের দেওয়ানের নির্দেশ অমান্য করিয়া চলা কোন রাজার পক্ষেই সম্ভবপর ছিল না।

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে হায়দর ইংরেজদিগকে বিতাড়িত করিতে ফরাসীদের সাহায্য করার আমন্ত্রণ পাইলেন। ইহাতে তাঁহার মনে কর্ণাটে ভাগ বসাইবার বাসনা জাগিয়া উঠিল। কিন্তু সেখানে প্রবেশ করিতে হইলে প্রথমেই আনেকল ও বড় মহল দখলের

দরকার ছিল। প্রথমটি জনৈক পলিগারের ও বড় মহল কাদাপার নওয়াবের রাজ্যভুক্ত ছিল। নন্দরাজের পতন হওয়া মাত্রই হায়দর একজন বিশ্বস্ত সেনাপতিকে সেখানে পাঠাইলেন। জেলা দুইটি সহজেই তাঁহার দখলে আসিল। অতঃপর তিনি প্রভুর আদেশে ফরাসীদের সহযোগিতার মূল্য নির্ধারণের জন্য পন্ডিচেরী যাত্রা করিলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন তাহাদের সহিত হায়দরের এক সন্ধি হইল। সেই দিনই তাঁহার সৈন্যদলের একাংশ সেখানে আসিল। ২৭শে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। শর্তানুসারে ফরাসীরা রসদপত্রাদি রক্ষা ও সংবাদ আদানপ্রদানের সুবিধার জন্য তাঁহাকে তিয়াগড় ছাড়িয়া দিল। একদল ইংরেজ সৈন্য তাঁহাকে বাধা দিতে আসিয়া পরাজিত হইল। ইহাতে তাঁহার উৎসাহ বৃদ্ধি পাইল। কর্ণাট জয়ের জন্য কয়েক দল সৈন্য বড় মহলে সমবেত হইতে আদিষ্ট হইল। এমন সময় সহসা অন্যত্র ঝড় উঠায় এই বিপ্লব সংঘটনের পথে বাধা পড়িল।

দলওয়াই হায়দর

সংসারে কেহ কাহারও ভাল দেখিতে পারে না। একজন বড় হইতে গেলে দশজন তাহাকে গলা টিপিয়া মারিতে চায়। হিংসা-বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা ন্যুনাধিক পরিমাণে মানব চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। হায়দরের দ্রুত ও অপ্রত্যাশিত উন্নতিতে দরবারের অন্যান্য কর্মচারী হিংসায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে বিরন্না চেত্তি, অনিয়াস শাস্ত্রী এবং রাজকোষের ভেঙ্কট পাতিয়া ও প্রধান ভেঙ্কট পাতিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা হায়দরের বিতাড়ন ও ধ্বংস সাধনের জন্য এক ব্যাপক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। রাজা ও দুধ দেবরাজের বিধবা রাণীও তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলেন। দুই বৎসরের বাকী চৌথ ও তিন লক্ষ টাকা তৃণ-খরচ পাইয়া মারাঠা সেনাপতি ভিসাজি পণ্ডিত ১০০০০ সৈন্য ও দশটি কামান লইয়া তাঁহাদের সাহায্যে আসিতে সম্মত হইলেন। হায়দর মহিশুর অবরোধের ব্যয় বাবদ চারটি জেলা দাবী করিলে খন্দেরাও নাকি তাহার প্রতিবাদ করেন। তখন হইতেই তাঁহাদের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় বলিয়া কাহারও কাহারও অভিমত। তাহা হইলে হায়দর অবশ্যই তাঁহার নূতন দেওয়ানী লাভে বাধা দান করিতেন। ইহা ষড়যন্ত্রে যোগদানের বৈধতা প্রতিপন্ন করার ওজর বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক; ষড়যন্ত্রকারীরা কেবল তাঁহাকে দলে ভিড়াইতেই সমর্থ হইলেন না, ষড়যন্ত্রের নেতৃত্ব গ্রহণেও প্রলুব্ধ করিলেন। নিছক স্বার্থপরতা—হায়দরের শূন্য পদী অধিকারের আকাঙ্খা ছাড়া এই বিশ্বাসঘাতকতার আর কোনই ব্যক্তিগত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যেভাবে দল গঠিত হয়, তাহাতে ব্যাপারটাকে অনেকটা সাম্প্রদায়িক বলিয়াই মনে হয়; অবশ্য তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক।

তখন বর্ষাকাল; পানিপূর্ণ বলিয়া নদী অতিক্রম করা সহজসাধ্য ছিল না। বৈদেশিক আক্রমণের সম্ভাবনা না থাকায় হায়দরের

অধিকাংশ সৈন্য মখ্দুমের অধীনে ফরাসীদের সাহায্যার্থ ১৬ই সেপ্টেম্বর তিয়াগড় ত্যাগ করে; ইসমাঈল সাহেব ও পর্তুগীজ পিস্কোটো আর একদল সৈন্য লইয়া আনকলে আর্কট অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন। হায়দরের সঙ্গে তখন মাত্র নিজস্ব ৪০০ অশ্বারোহী, প্রায় ১৫০০ নিয়মিত পদাতিক ও ১০০০ নিরস্ত্র পেয়াদা ছিল। ১২ই আগষ্ট তাঁহার ধ্বংস সাধনের তারিখ নির্দিষ্ট হইল। তিনি ইহার কোনই খবর রাখিতেন না। মারাঠারা সে রাত্রি পৌঁছিতে পারিল না। তথাপি খন্দে রাও প্রত্যুষে দুর্গ-প্রাকার হইতে তাঁহার উপর অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত আক্রমণে হতভম্ব হইয়া হায়দর নগরের বাহিরে—বর্তমান দারিয়া দওলতবাগে—সরিয়া গেলেন। নদীর উত্তর তীরস্থ অশ্বারোহী ও পদাতিকেরা খন্দে রাওর হস্তে নিহত হইল। কিন্তু মারাঠাদের আগমন পর্যন্ত শেষ আক্রমণ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় হায়দর সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইলেন। দিবাভাগে কোনরূপে কালহরণ করিয়া রাত্রিকালে পলায়ন করা স্থিরীকৃত হইল। এজন্য তিনি ঝুড়ি-নৌকা-সহ নদীর সমস্ত মাঝিকে ধৃত করিলেন। পরিজনবর্গকে শত্রুর দয়ার উপর ফেলিয়া রাখিয়া মাত্র ২০০/৩০০ উৎকৃস্ট অশ্বারোহী ও কয়েক বস্তা জহরতাদি সঙ্গে লইয়া মধ্য রাত্রে তিনি নদী উত্তীর্ণ হইলেন। সৌভাগ্যবশতঃ উত্তর পাড়ের ঘাট অরক্ষিত থাকায় তাঁহাকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল না। কেবল ম্যানুয়েল আলভোস নিহত হইলেন, অন্যান্য ইউরোপীয় চিরাচরিত নিয়মে শত্রুপক্ষে যোগদান করিল।

হায়দর দ্রুতগতিতে আনেকলে পেঁাছিয়া ইসমাঈল সাহেবকে বাঙ্গালোরে পাঠাইলেন। কিল্লাদার কবীর বেগের মতিগতি নির্ধা-রণই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি প্রভুভক্ত আছেন শুনিয়াই হায়দর আনেকল-বাহিনী লইয়া বাঙ্গালোরে ছুটিলেন। ১৩ই আগষ্ট সন্ধ্যায় তিনি উর্ধ্বশ্বাসে সেখানে পেঁাছিলেন। আর একটু পরে আসিলেই রাজাদেশে তাঁহার জন্য দ্বার রূদ্ধ হইয়া যাইত। এ সময় তিনি বিশ

ঘণ্টায় ৯৮ মাইল পথ অতিক্রম করেন; ৭৫ মাইল না যাওয়া পর্যন্ত তিনি ঘোড়া বদল করেন নাই। এই অদম্য তেজ ও তৎপরতাই তাঁহার প্রাণরক্ষার হেতু ও সফলতার মূল।

হায়দরের তখন ভীষণ সংকট। তাঁহার প্রায় যাবতীয় ধন-সম্পদ ও গোলাবারুদ, এমন কি পরিবার পর্যন্ত শত্রুর হস্তগত, আনেকল, দিন্দিগুল, বাঙ্গালোর ও বড় মহল ছাড়া আর সমস্ত রাজ্যই তাঁহার হস্তচ্যুত। অথচ ভিসাজি পণ্ডিত সেদিনই খন্দেরাওর সহিত যোগদান করেন। এমতাবস্থায় মখ্‌দুমের প্রত্যাগমন পর্যন্ত বাঙ্গালোরে আত্মরক্ষা করা ছাড়া তাঁহার গত্যন্তর ছিল না। স্থানীয় বণিকগণকে অনেক বুঝাইয়া ও খোশামদ করিয়া তিনি চার লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণে সমর্থ হইলেন। অবশ্য তিনি পরে এই টাকা শোধ করেন। মহাজনদের সহিত তাঁহার সদ্ভাব বরাবরই অক্ষুণ্ণ ছিল।

ষড়যন্ত্রকারীরা জানিতেন, মখ্‌দুমই হায়দরের একমাত্র আশা-ভরসা। কাজেই তাঁহারা তাঁহাদের সম্মিলনে বাধা দানের ব্যবস্থা করিলেন। প্রভুর দুরবস্থার সংবাদ পাইয়া মখ্‌দুম তিয়াগড় ও কৃষ্ণ-গিরির পথে দ্রুতপদে আনেকলে হাজির হইলেন। সেখানে পেঁছা মাত্রই মারাঠারা মৌমাছির ন্যায় তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। বাধ্য হইয়া তাঁহাকে আনচেত্তিতে সরিয়া যাইতে হইল।

বিপদের দিনে সিরার বিগত নওয়াব দিলওয়ার খাঁর জামাতা মীর ফয়জুল্লাহ্‌ হায়দরের সহিত যোগদান করেন। তাঁহার অধীনে তিনি মখ্‌দুমের উদ্ধারার্থ ৩৩০ জন অশ্বারোহী, ১৪০০ পদাতিক, গোলাবারুদসহ ২৫০ কুলী, রসদপত্র সহ ৪০০ লোক, ৫০০ শ্রমিক ও বারটি উষ্ট্র-বোঝাই টাকা পাঠাইলেন। তীব্র গোলাবৃষ্টির-মধ্যে ফয়জুল্লাহ্‌ মারাঠা-বাহিনী ভেদ করিয়া মখ্‌দুমের আনচেত্তি গমনের পরদিন কেল্লামঙ্গলে পেঁাছিলেন। এখানে মারাঠারা তাঁহাকে যুদ্ধ দানে বাধ্য করিল। তাঁহার ৯০০ পদাতিক ও ১৩০ জন অশ্বারোহী হত, আহত বা বন্দী হইল। কিন্তু যুদ্ধ-বৃত্তি অপেক্ষা চৌর্যবৃত্তিই ছিল মারাঠা-চরিত্রে অধিকতর প্রবল। তাহারা লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া

বিবাদে মত্ত হইলে কিছু বন্দী পলাইয়া গিয়া মূল বাহিনীর সহিত যোগদানে সমর্থ হইল।

সাহায্যকারী বাহিনীকে পরাজিত করিয়া মারাঠারা মখদুমকে অবরোধ করিল। হায়দরের পতন আবার আসন্ন বলিয়া মনে হইল। কিন্তু পূর্ব হইতেই তিনি মারাঠাদের সহিত সন্ধির কথাবার্তা চালাইতে ছিলেন। এখন তাহাদিগকে অকস্মাৎ অত্যন্ত শান্তিকামী বলিয়া মনে হইল। পাঁচ লক্ষ টাকা ও বড় মহল পাইলে তাহারা স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিতে স্বীকার করিল। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ রহস্য-জনক মনে হইলেও হায়দর এই সুযোগ উপেক্ষা করিলেন না। ফরাসী সেনাপতি লীলী তখন পন্ডীচেরীতে অবরুদ্ধ। মারাঠারা তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত ছিল। কিন্তু ইংরেজ ও মুহম্মদ আলীর নিকট হইতে ১০ লক্ষ ও হায়দরের নিকট হইতে তিন লক্ষ টাকা পাইয়া তাহারা পুণায় ফিরিয়া গেল।

উত্তরাঞ্চলে মারাঠারা তখন এক অতি ভীষণ বিপদের সম্মুখীন। এজন্য ভিসাজি পুণায় আহুত হন। কিন্তু তিনি প্রকৃত ব্যাপার গোপন রাখিয়া যথাসাধ্য সুবিধাজনক শর্ত আদায় করিয়া লন। ১৪ই জানুয়ারী (১৭৬১) আহম্মদ শাহ্ আবদালীর হস্তে পানিপথে মারাঠা-শক্তি পর্যুদস্ত হইয়া গেল। একই দিনে পন্ডিচেরী স্যার আয়ার কূটের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। আলইন ও হিউগেলের নেতৃত্বে ৩০০ ফরাসী আসিয়া হায়দরের সৈন্যদলে ভর্তি হইল। পানিপথের দুর্যোগের সংবাদ পাইয়া তিনি মারাঠাদিগকে বড় মহল ছাড়িয়া দিতে সম্পূর্ণ অস্বীকৃত হইলেন।

বহিঃশত্রু বিদায় লইলে গৃহশত্রুর পালা আসিল। মারাঠাদের প্রস্থানের পর মখ্দুম হায়দরের সহিত যোগদান করিলেন। ফলে খন্দে রাওর অপেক্ষা তাঁহার সৈন্য সংখ্যা অধিক হইল। কিন্তু আসন্ন সংগ্রামে সালেম ও কয়ম্বাতোরের সম্পদের উপর নির্ভর না করিয়া তাঁহার উপায় ছিল না। কাজেই এই জেলা দুইটি জয়ের জন্য তাঁহাকে একদল সৈন্য পাঠাইতে হইল। তিনি আবার সংখ্যা-লঘিষ্ঠ হইলেন। খন্দে রাও তখন সোসিলায়। কাজেই প্রেরিত

বাহিনীকে রক্ষা করার জন্য হায়দর এখানে কাবেরী নদী অতিক্রম করিলেন। কর্ণেল উইল্‌ক্‌সের মতে খন্দে রাও এ সময়ে তাঁহাকে নঞ্জেনগরে দারুণভাবে পরাজিত করে; কিন্তু হায়দর অনেকটা সুশৃ-ঋলার সহিত প্রত্যাবর্তনে সমর্থ হন। সমসাময়িক ফরাসী, ইংরেজী, পর্তুগীজ, এমন কি মারাঠা দলীলপত্রেও এরূপ কোন যুদ্ধের উল্লেখ নাই। সুতরাং ইহা অবিশ্বাস্য। তথাপি ডক্টর নরেন্দ্র সিং এরূপ পরাজয় 'অত্যন্ত সম্ভবপর' বলিয়া মনে করেন। ইহা ভিন্ন তিনি হায়দরের হঠাৎ নন্দরাজের দ্বারস্থ হওয়ার আর কোনও কারণ খুঁজিয়া পান না। কিন্তু নিজের সংখ্যালঘিষ্ঠতার দরুণ ভাবী পরাজয়ের ও না-হক্‌ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা নিবারণের জন্য এরূপ চাতুরীর আশ্রয় নেওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক নহে কি? প্রকৃত-পক্ষে ইহাই অধিকতর সম্ভবপর। হায়দর দেখিলেন, যুদ্ধে জয়-লাভের সম্ভাবনা নাই; উপরন্তু তাঁহার ক্ষুদ্র বাহিনী এভাবে আরও ক্ষীণতর হইলে সর্বনাশ। তজ্জন্য তিনি কৌশলে কার্যোদ্ধারের চেষ্টা করিলেন। নন্দরাজার দ্বারস্থ হওয়া আদৌ আকস্মিক ব্যাপার নহে। তাঁহাদের মধ্যে পূর্ব হইতেই পত্র-বিনিময় চলিতেছিল।* এখন তিনি স্বয়ং কোনুরে গিয়া নন্দরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার দীনতা-হীনতা ও অনুশোচনায় সন্তুষ্ট হইয়া এবং তাঁহার সাহায্যে নিজের হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা দেখিয়া পদচ্যুত মন্ত্রী হায়দরের সহিত মিলিত হইলেন। তিনি সর্বাধিকারী ও হায়দর দলওয়াইর পদ গ্রহণ করিলেন। হায়দর নূতন মিত্রের নিকট ১৫০০ সৈন্য ও তিনটি কামান পাইলেন। সর্বোপরি পাইলেন তিনি নন্দরাজের নামের মর্যাদা। কাজেই এই সম্মিলন ছিল আসলে স্বার্থ-সমন্বয়, 'প্রতারণা' নহে।

মিত্র-বাহিনী কুত্তে মূলবন্দিতে একত্র হইল। খন্দে রাও ছয়টি কামান, ৫০ জন ইউরোপীয়, ৩০০০ অশ্বারোহী ও ৪০০০ ইউরো-

---

* Nand Raja, who had always held a secret corrres-pondence with Hyder, quitted his exile and joined him. — M. M, D. L. T. History of Haidar Shah (Sanders, Cones Co. 1848), 44.

পীয় বন্দুকধারী সিপাহী লইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। কিন্তু ইহাদের অধিকাংশই ছিল পলাতক; পক্ষান্তরে হায়দরের সৈন্যেরা ছিল তাঁহার বিপদের সঙ্গী। কাজেই তিনি তাহাদের সাহায্যের উপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করিতে পারিতেন। তথাপি সংখ্যাল্পতার দরুণ এবারও তিনি কৌশলের আশ্রয় লওয়াই ভাল মনে করিলেন। তাঁহার অবলম্বিত চাতুরী নিতান্ত সহজ হইলেও খুবই ফলপ্রদ বলিয়া প্রমাণিত হইল। কয়েক জন সেনাপতির উপর খন্দে রাও-এর বিশ্বাস ছিল না। হায়দর তাঁহাদের নামে কয়েকখানা পত্রোত্তর প্রস্তুত করিলেন। তাঁহারা সে রাত্রে খন্দে রাওকে হত্যা করিলে তিনি তাঁহাদিগকে প্রভূত পুরস্কার দিবেন, ইহাই ছিল পত্রগুলির সার মর্ম। পত্র বাহক ইচ্ছা করিয়াই শিবির-রক্ষকদের হাতে ধরা দিল। বিশ্বাসঘাতক নিজের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার গন্ধ পাইয়া গোপনে শ্রীরঙ্গপত্তমে পালাইয়া গেলেন। তাঁহার আকস্মিক ও অহেতুক পলায়ন-বার্তা অবগত হইয়া সৈন্যেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। নেতৃহীন বাহিনী সহজেই হায়দরের হাতে পরাজিত হইল। সকাল ৭টার মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল; মাত্র কয়েকজন দ্রুতগামী অশ্বারোহী পলায়নে সমর্থ হইল। আর প্রায় সকলেই ধরা পড়িল। তাঁহাদের শিবির, রসদপত্র, রণ-সম্ভার সমস্তই বিজেতার হস্তগত হইল। হায়দর অধিকাংশ সৈন্যকে স্বীয় বাহিনীতে ভর্তি করিয়া লইলেন।

খন্দে রাওর পলাতক সৈন্যদের অধিকাংশ মহিশূর দ্বারের নিকটে সমবেত হইল। হায়দরের চার পল্টন সৈন্য নৈশ্য আক্রমণে তাহাদিগকে যথাসাধ্য ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া ফিরিয়া আসিল। আপাততঃ তিনি দীর্ঘ অবরোধে সৈন্যদিগকে নিরুদ্যম করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার লক্ষ্য ছিল খন্দে রাও-এর অধিকৃত দক্ষিণাঞ্চলের দিকে। অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই সাদগুদ, এরোড, পার্লনি, ধরপুর শঙ্করীদুর্গ প্রভৃতি স্থান তাঁহার দখলে আসিল। অতঃপর রাজধানী অবরোধের জন্য যোগাড়যন্ত্র চলিল। সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে হায়দর কয়েক দিন নিষ্কর্মার ন্যায় কাবেরী

নদীর অপর তীরে বসিয়া রহিলেন। মে মাসের প্রথমে একদিন তিনি সহসা নদী উত্তীর্ণ হইয়া রাজাকে সংবাদ দিলেন, "সরকারে আমার অনেক টাকা পাওনা আছে। তাহা পরিশোধের পর মেহেরবানী হইলে মহারাজ আমাকে চাকরীতে রাখিবেন, নতুবা আমি অন্যত্র চলিয়া যাইব।" এই বিনীত আরজের অর্থ বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইল না। বৈদেশিক কর্মচারী ও গোমস্তারা, হায়দর ও নন্দরাজের পক্ষভুক্ত লোকেরা; এমন কি কোন কোন ষড়যন্ত্র-কারী পর্যন্ত হায়দরের সহিত রাজার পুনর্মিলনের অত্যন্ত পক্ষপাতি হইয়া পড়িলেন। তাড়াতাড়ী শর্তস্থির করাইবার জন্য হায়দর প্রাসাদের উপর কয়েকটি গোলা ছুঁড়িলেন ঃ জানানা মহলের উপর গোলা পড়ায় মহিলারা ভীষণ চিৎকার আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহাদের চাপে নিরুপায় রাজা আত্মসমর্পনে বাধ্য হইলেন। শর্তানুসারে তিনি তিন লক্ষ ও নন্দরাজা এক লক্ষ টাকা আয়ের জায়গীর পাইলেন। কুঙ্গল তালুক প্রধান ভেঙ্কৎ পাতিয়ার ভাগে পড়িল। বাকী রাজ্য পরিচালনার ভার হায়দরের হাতে আসিল। নন্দরাজাকে দলওয়াইর পদ প্রদান করিবেন না বলিয়া তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইল। তবে হায়দর তাঁহার প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী ভূতপূর্ব মন্ত্রীকে মহিশূরে বাস করার অনুমতি দিলেন। কাজেই তাঁহার অবস্থার পূর্বাপেক্ষা একটু উন্নতি হইল। রাজা খন্দে রাওকে হায়দরের হাতে অর্পণ করিলেন; তবে তিনি তাঁহাকে উৎপীড়ন না করিতে অনুরুদ্ধ হইলেন। হায়দর উত্তর দিলেন, তিনি তাঁহাকে হেরেমের প্রিয় পক্ষীর ন্যায় আদর যত্নে রাখিবেন। কার্যতও তিনি তাহাই করিলেন। তাঁহার সাহায্যে অন্যান্য অপরাধীর দন্ড বিধান সম্পন্ন হইলে তিনি তাঁহাকে একটি লোহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া বাঙ্গালোরে প্রেরণ করিলেন। বৈদেশিক শত্রুকে আহ্বান করিয়া জন্মভূমির বিরুদ্ধে লেলাইয়া দেওয়ার অপরাধে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার প্রতি প্রাণদন্ডের বিধান দিলেন। কিন্তু হায়দর তাঁহাকে হত্যা করিলেন না; তোতা পাখীর ন্যায় দুধ ভাত খাইয়া বৎসরাধিক কাল পরে তাঁহার মৃত্যু হইল।

এই ষড়যন্ত্র ছিল হায়দরের পক্ষে 'শাপে বর'। তাঁহাকে ধূলিসাৎ করার জন্য ইহার সৃষ্টি; অথচ ইহাই তাঁহাকে প্রকৃতপক্ষে রাজ-সিংহাসনে তুলিয়া দিল। এখন হইতে তিনি মহিশূরের নির্বিরোধ প্রভু হইলেন। সাহস ও ভাগ্যের এমনি জোর। হায়দর মহিশূরকে ন্যায়তঃ 'খোদাদাদ' বা খোদা-দত্ত রাজ্য বলিয়া অভিহিত করিতেন। ইংরেজের বিরোধিতা করিতে না হইলে ভারতের অধিকাংশ স্থানই যে তাঁহার ও তৎপুত্রের হস্তগত হইত, কোন সন্দেহ নাই।

নওয়াব হায়দর

সালাবৎ জঙ্গ অযোগ্য নরপতি ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা বসালৎ জঙ্গ কিছুকাল তাঁহার দেওয়ানের পদ অলংকৃত করেন। কিন্তু ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অন্যতম ভ্রাতা আলী খাঁর ষড়যন্ত্রে পদচ্যুত হইয়া তিনি আদোনীতে পলাইয়া গেলেন। সালাবৎ জঙ্গ আলী খাঁর ক্রীড়নক হইয়া পড়িলেন। ১৮ই জুলাই (১৭৬১) তিনি কারারুদ্ধ ও ১৫ মাস পরে নিহত হইলেন। ভ্রাতৃ-ঘাতক আলী খান হায়দরাবাদের সিংহাসনে বসিলেন।

আদোনীর নওয়াব হিসাবে বসালৎ জঙ্গ দক্ষিণাঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্য গঠন করিতে চাহিলেন। মারাঠাদের দৃষ্টি তখন উত্তরে নিবদ্ধ থাকায় তাঁহার সুবিধা হইল। সুবাদারের একজন প্রতিনিধি পূর্বে সিরা শাসন করিতেন। মারাঠারা চারি বৎসর পূর্বে উহা অধিকার করিয়া লয়। কিন্তু বসালৎ উহা পুনরুদ্ধার করিতে মনস্থ করিলেন; কিন্তু কিছুদিন অবরোধ চালাইবার পর তিনি বুঝিতে পারিলেন, সিরা অধিকার তাঁহার কার্য নয়! অতঃপর অস্কোটা অবরুদ্ধ হইল। মকুন্দ শ্রীপতের অধীনে দুর্গে মাত্র ৭০০ পেয়াদা ছিল। তথাপি দুই মাস অবরোধের পরও উহার পতনের কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। এদিকে আলী খাঁর রাজ্যলাভে তাঁহার পক্ষে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইল। তজ্জন্য উপদেষ্টারা তাঁহাকে হায়দর আলীর সহিত যোগদানের পরামর্শ দিলেন। অস্কোটা বাঙ্গালোর হইতে মাত্র ১৮ মাইল দূরে। কাজেই সতর্ক হায়দর বসালতের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিতেছিলেন। তাঁহার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তিনি ফয়জুল্লার মারফতে প্রস্তাব করিলেন, তাঁহাকে সিরার নওয়াবী দিলে তিনি তিন লক্ষ টাকা নজর দিতে প্রস্তুত আছেন। বসালৎ ইহাতে সানন্দে সম্মত হইলেন। অবিলম্বে হায়দর নওয়াবী সনদ ও খান্‌বাহাদুর উপাধি পাইলেন।

হায়দর জানিতেন, তিনি মারাঠাদের হাত হইতে সিরা উদ্ধার করিতে পারিবেন। কাজেই বসালতের এবম্বিধ ইজারা দানের ক্ষমতা আছে কিনা, তাহা লইয়া তিনি মাথা ঘামাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। অবিলম্বে তাঁহার সৈন্যেরা আদোনী বাহিনীর সহিত মিলিত হইল। হায়দরের রণ-নৈপুণ্যে এবার যুদ্ধের গতি বদলাইয়া গেল। অল্প কয়েক দিন অবরোধের পর অস্কোটা আত্ম-সমর্পণ করিল। কিল্লাদার ধন-সম্পত্তি সহ পুনায় প্রেরিত হইলেন।

অতঃপর হায়দর দুধ (বড়) বালাপুর যাত্রা করিলেন। আব্বাস কুলি খান্ ছিলেন ইহার জায়গীরদার। প্রতিশোধের ভয়ে তিনি পরিজন ও অত্যাবশ্যক মালপত্র লইয়া আর্কটে পলাইয়া গেলেন। দুর্গটি বিনা বাধায় হায়দরের হস্তগত হইল। অতঃপর মিত্রদ্বয় সিরা অধিকারে যাত্রা করিলেন। ইউরোপীয় গোলন্দাজদের দ্বারা পরিচালিত কামানের সাহায্যে ইহা দখলে আনিতে তাঁহাদিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। দুর্গ-নিম্নে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া তাহারা তাহাতে বারুদ ঢালিয়া আগুন লাগাইয়া দিল। ফলে দুইটি বুরুজ উড়িয়া গেল। এক মাস পরে রক্ষী-সৈন্যেরা আত্মসমর্পণ করিল। সিরা ছিল মারাঠাদের কর্ণাট অভিযানের ভান্ডার। কাজেই এখানে বিপুল রসদপত্র ও রণ-সম্ভার হায়দরের হস্তগত হইল। শর্তানুসারে এগুলি বসালতের ভাগে পড়ার কথা। কিন্তু তাঁহার দুর্গে প্রবেশের পূর্বেই হায়দর সমস্ত ভারী কামান ও উৎকৃষ্ট রণ-সম্ভার মৃত্তিকা-নিম্নে প্রোথিত করিয়া ফেলিলেন। চার, পাঁচটি ভাঙা কামান ও কিছু অব্যবহার্য গোলাবারুদ মাত্র বাহিরে রহিল। এইরূপে বোকা বনিয়া ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের প্রথমে বসালৎ স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেলেন। বিদায়কালে হায়দর তাঁহাকে বহু অশ্ব, হস্তী ও অর্থ উপহার দিলেন।

এই কয়মাস হায়দর নামেই নওয়াব ছিলেন। এবারে তিনি সত্যই নওয়াব হইলেন। দিল্লীর বাদশাহ তাঁহার পদবী স্বীকার করিয়া স্বর্ণ ও গজদন্ত নির্মিত শিবিকা ও মাহ্-ই-মুরাতেব বা মণিমুক্তাশোভিত মৎস্যমুন্ডসহ এক দূত পাঠাইলেন। এইরূপে

সাধারণ ভদ্রলোকের অবস্থা হইতে হায়দর ক্রমে ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গের পর্যায়ে উন্নীত হইলেন। বংশের উপর ব্যক্তিত্ব আবার জয়ী হইল।

সিরার অধীন অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল; এ সকল সামন্ত রাজার উপাধি পলিগার। রাজধানীর পতনেই তাঁহারা বশ্যতা স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন না। কাজেই হায়দরকে তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইল। চিক্ক (ছোট) বালাপুরের পলিগার প্রবল বাধা দান করিলেন। তিন মাসে হায়দরের সহস্র সৈন্য মৃত্যুবরণ করিল। তাঁহার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার জন্য গুত্তির মুরারি রাও তাঁহার সেনাপতি শিব রাও ও খন্দে রাও-এর অধীনে ২৫০০ সৈন্য পাঠাইলেন। চিক্ক বালাপুরের চারি মাইল দূরে থাকিতেই মহিশূর বাহিনী তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিল। মুরারি রাও-এর আর এক চেষ্টাও অনুরূপভাবে ব্যর্থ হইল; তথাপি দুর্গ জয়ে বিপুল ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া হায়দর সন্ধি করিতে প্রস্তুত হইলেন। পলিগার তিন কিস্তিতে সাত লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিলেন। প্রথম কিস্তির দুই লক্ষ টাকা নগদ পাইয়া হায়দর দেওয়ান হল্লীতে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু পলিগারের আদৌ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার ইচ্ছা ছিল না। তিনি মুরারি রাওর ৫০০ মারাঠাকে দুর্গে স্থান দিয়া স্বয়ং দুর্ভেদ্য নন্দীদুর্গে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে প্রতারিত হইয়া হায়দরের ক্রোধের সীমা রহিল না। প্রাণপণে চেস্টা করায় এবার মাত্র ১০ দিন অবরোধের পরেই চিক্ক বালাপুরের পতন ঘটিল। হায়দর সরাসরি চিতল দুর্গ আক্রমণ করিলেন না। তাঁহার আদেশে বাঙ্গালোর, দেওয়ানহল্লী ও চিক্ক বালাপুরের সৈন্যেরা পলিগারের রাজ্য উৎসন্ন করিল ও খাদ্যদ্রব্য আমদানীর পথ বন্ধ করিয়া দিল।

মুরারি রাও যাহাতে সৈন্য ও রসদ প্রেরণ করিতে না পারেন, তজ্জন্য হায়দর স্বয়ং তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। মারাঠারা পরাজিত হইয়া গুত্তিতে পালাইয়া গেল। ফেনকুণ্ডে তাহারা আবার

গুরুতররূপে পরাজিত হইল। কয়েকজন প্রধান কর্মচারী সহ খন্দে-রাও ধরা পড়িলেন। ফেনকুন্ড, কোদিকুন্ড ও মার্জসিরা (মাদক সিরা) হায়দরের দখলে আসিল। সিরার নিরাপত্তার জন্য গুত্তি রাজ্যের যতটুকু গ্রাস করা দরকার, হায়দর আপাততঃ তাহাই অধিকার করিয়া তৃপ্ত রহিলেন। এই রাজ্যাংশের বার্ষিক আয় তিন লক্ষ প্যাগোডা।

চিক্ক বালাপুরের পলিগার অনাহারে মরণাপন্ন হইয়া আত্ম-সমর্পণে বাধ্য হইলেন। তাঁহার ঘৃণ্য প্রতারণা ও দুর্নিবার বাধা দানে ক্রোধান্ধ হইয়া হায়দর তাঁহাকে বন্দী করিয়া বাঙ্গালোরে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার দুই পুত্র ইসলামে দীক্ষিত হওয়ায় কারা-যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইলেন।

বাধা দান নিরর্থক দেখিয়া রায়দুর্গের পলিগার স্বেচ্ছায় বশ্যতা স্বীকার করিলেন। এজন্য হায়দর বরাবরই তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইতেন। এই সদাশয়তা নিরর্থক হইল না। হর্পণ-হল্লীর পলিগার আদেশ প্রাপ্তি মাত্রই আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু চিতলদুর্গের পলিগার তাঁহাকে এড়াইয়া চলার প্রয়াস পাইলেন। হায়দরের অশ্বারোহী সৈন্যেরা তাঁহার রাজ্য লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইলে পলিগারের কান্ডজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। অবাধ্যতার দরুণ নিয়মিত কর ব্যতীত তিন লক্ষ টাকা জরিমানা দিয়া তবে তিনি রেহাই পাইলেন।

———

কানাড়া জয়

দুর্ভাগ্যের ন্যায় সৌভাগ্যও কখনও একাকী আসে না। চিতলদ্রুগ ত্যাগ না করিতেই হায়দরের ক্ষমতা-বৃদ্ধির এক পরম সুযোগ জুটিয়া গেল। একদা পলিগার এক নবাগত যুবককে তাঁহার নিকট আনিয়া বলিলেন, "ইনি কানাড়ার বৈধ রাজা, কিন্তু দুশ্চরিত্রা জননীর চক্রান্তে রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন।" যুবক তাঁহাকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য নওয়াবের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

কানাড়া গোয়ার দক্ষিণে, সিরার পশ্চিমে ও মালাবারের উত্তরে প্রায় ১০,০০০ বর্গ মাইল বিস্তৃত এক বিরাট রাজ্য। ইহার রাজধানী বেদনূর পার্বত্য ভূ-ভাগের মধ্যভাগে অবস্থিত দুর্গাদি দ্বারা সুরক্ষিত শহর। ইহা চতুর্দিকে বহু মাইল ব্যাপী অরণ্যানী পরিবৃত। এই অরণ্য বাঁশ বৃক্ষে পূর্ণ ছিল বলিয়া বেদনূরকে 'বিদারু' বা বাঁশের শহরও বলা হইত। নগরের পরিধি আট মাইল ও লোক-সংখ্যা ৬০,০০০। ইহা ধনবানদের বড় বড় অট্টালিকায় পূর্ণ ছিল। কর্ণেল উইল্ক্স বেদনূরকে "প্রাচ্যের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যকেন্দ্র" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা অতিশয়োক্তি হলেও বৈদেশিক আক্রমণ হইতে নিরাপদ থাকায় চাউলের কারবারে বেদনূরের লোকেরা যে খুব সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। পর্তুগীজেরা ইহাকে 'সোনার দেশ' বলিয়া অবিহিত করিত। সমগ্র মালাবার, এমন কি সুদূর মস্কটের কতকাংশের লোককেও কানাড়ার চাউলের উপর নির্ভর করিতে হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বেদনূরের নায়কেরা মহিশূরের রাজাদের অপেক্ষাও অধিকতর শক্তিশালী ছিলেন।

১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে বশ্বপ্প নায়কের মৃত্যু হইলে তদীয় বিধবা পত্নী বিরম্মাজি তাঁহার পোষ্য-পুত্র চেনা বাস্বায়ারের অভিভাবিকা হইলেন। যুবরাজের বয়স তখন মাত্র নয় বৎসর। তাঁহার ভাগ্য

রহস্যাবৃত। ওর্মি'র মতে রাণী তাঁহাকে হত্যা করিয়া স্বীয় ভ্রাতাকে রাজ্য দানের সংকল্প করেন। তজ্জন্য বালক রাজার বন্ধুরা তাঁহাকে চিতল দুর্গে পাঠাইয়া দেন। পিয়েক্সেটোর মতে হত্যার জন্য তিনি রাজধানীর বাহিরে প্রেরিত হন। কিন্তু জল্লাদেরা করুণা করিয়া তাঁহাকে অরণ্যে ছাড়িয়া দেয়। উইলক্‌স্‌ ও অন্যান্য লেখকের মতে রাণী নিম্বায়া নামক এক ব্যক্তিকে উপপতিরূপে গ্রহণ করেন। চেনা বাস্বায়া ইহার প্রতিবাদ করায় তাঁহারা তাঁহাকে স্নানগারে হত্যার ব্যবস্থা করিয়া অপর একটি বালককে তাঁহার নামে চালাইয়া দেন। যে যুবক হায়দরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন, তিনি বলিলেন, তিনিই আসল চেনা বাস্বায়া। রক্ষাকর্তার গৃহে পাঁচ বৎসর লুকাইয়া থাকিয়া তিনি সাহায্য লাভে বাহির হইয়াছেন।

হায়দর সমসাময়িক ঘটনার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। ইউরোপীয়েরা কিরূপে বাঙ্গালোর ও অন্যান্য স্থানের আধিপত্য লাভ করে, তাহা তাঁহার বেশ ভাল জানা ছিল। কাজেই যুবকটি আসল না নকল, তাহা লইয়া তিনি মাথা ঘামাইতে রাজী ছিলেন না। ইংরেজের পদাঙ্কানুসরণে তিনিও তাঁহাকে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির উপায় রূপে ব্যবহার করিতে মনস্থ করিলেন।

প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হইলেও কানাড়া সিরার নওয়াবীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কাজেই হায়দর রাণীকে তাঁহার দরবারে হাজিরা দিতে অনুরোধ করিয়া দুত পাঠাইলেন। রাণী সাহসের সহিত উত্তর দিলেন, "আমি কোন মনিব মানি না।" পক্ষান্তরে চেনা বাস্বায়া যুদ্ধের ব্যয় বাবদ ৪০ লক্ষ টাকা ও মহিশুর সীমান্ত হইতে পথ-স্বরূপ এক সঙ্কীর্ণ ভুখন্ড সহ মাঙ্গালোর বন্দর দানে স্বীকৃত হইয়া হায়দরের সহিত এক সন্ধি করিলেন। কাজেই তিনি তাঁহাকে সাহায্য দানে সম্মত হইলেন।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে হায়দরী বাহিনী মহানন্দে কানাড়া যাত্রা করিল। শিমোগা অধিকার করিয়া তাহারা চারি লক্ষ টাকা পাইল। অতঃপর তাহারা কুমশির দিকে ছুটিল।

বিগত রাজার প্রধান মন্ত্রী লিঙ্গনা এখানে বন্দী ছিলেন। হায়দর তাঁহাকে মুক্তি দান করিলেন। তিনি কৃতজ্ঞতার বশে দুর্গাদি এড়াইয়া এক গুপ্ত পথে মহিশুর বাহিনীকে রাজধানীতে লইয়া যাইতে স্বীকার করিলেন। হায়দরকে নিবৃত্ত করার জন্য রাণী ১৮ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দিতে চাহিলেন। তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। রাণী তাঁহার উপপতি সহ বেদনুরের ৭০ মাইল দক্ষিণস্থ বল্লাল রায়দ্রুগে পালাইয়া গেলেন। শত্রুদের চক্ষে ধুলা নিক্ষেপ করার জন্য পথে কিছু সৈন্য রাখিয়া হায়দর মুল বাহিনী সহ গুপ্ত পথে সহসা রাজধানীতে হাজির হইলেন। বেদনুরের লোকেরা পূর্বে কখনও ঘোড়া দেখে নাই, নগরে তখন অধিক সৈন্য ছিল না। যাহারা ছিল, এই অদৃষ্টপূর্ব জীব দর্শনে ভয় পাইয়া তাহারা অরণ্যে পলায়ন করিল। রাণীর পুর্ব উপদেশ অনুযায়ী প্রহরীরা প্রাসাদে আগুন লাগাইয়া দিল। হায়দর অগ্নি নির্বাপিত করিয়া সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সৈন্য সমাবেশ করিলেন। হোনাভার; মাঙ্গালোর ও বাস্বরাজ দুর্গ প্রায় বিনা বাধায় তাঁহার হস্তগত হইল।* সৈন্যেরা রাণীকে তাঁহার উপপতিসহ ধরিয়া আনিল। হায়দর সর্বাপেক্ষা সদাশয়তার পরিচয় দিলেন।** রাণী ও তাঁহার উপপতি প্রচুর বৃত্তি পাইলেন। চেনা বাস্বায়া সিংহাসনে বসিলেন।

রাণী ক্ষমতাহীনা হইয়া থাকিতে প্রস্তুত ছিলেন না। হায়দর মাঙ্গালোরের দখল লইতে প্রস্থান করিলে তিনি তাঁহাকে

---

* মতান্তরে রাণী সাভানুরের নওয়াবের সাহায্যে বেদনুরে এক বৎসর ও কওলী গ্রামে আর একমাস বাধা দান করেন। Vide Miles' Haider Ali, 136-8.

** "Haidar used his victory with the greatest moderation."—M. M. D. L. T. "History of Haidar Shah, 85. ডক্টর সিংহ এই ঘটনা ও ইহার পরবর্তী ষড়যন্ত্রের কথা একদম চাপিয়া গিয়াছেন।

উৎসন্ন করার জন্য এক ভীষণ ষড়যন্ত্র পাকাইলেন। তাহার প্ররোচনায় রাজাও মাতার সহিত যোগদান করিলেন। হায়দর ফিরিয়া আসিলে বারুদের সাহায্যে তাঁহার প্রাসাদ উড়াইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। তাঁহার সৌভাগ্যবশতঃ এক ধার্মিক ব্রাহ্মণ এই ষড়যন্ত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বিবেকের তীব্র দংশন সহ্য করিতে না পারিয়াই হউক, কিংবা রাণীর অবৈধ সম্বন্ধ পছন্দ করিতেন না বলিয়াই হউক; তিনি হায়দরকে পূর্বাহ্নেই সতর্ক করিয়া দিলেন। অনুসন্ধানে তাঁহার কথা সত্য প্রমাণিত হওয়ায় ষড়যন্ত্রকারীরা ধৃত হইল। প্রায় ৩০০ লোকের (ওর্মির মতে সহস্রাধিক) ফাঁসী হইয়া গেল। কিন্তু দলের চাঁইগুলি রক্ষা পাইল। হায়দর চেনা বাস্বায়া, সোমশেখর এবং রাণী ও তাঁহার উপপতিকে হত্যা না করিয়া মাদগিরিতে কারারুদ্ধ করিলেন। সমগ্র রাজ্য তাঁহার খাস দখলে আসিল। তিনি প্রায় চার কোটি টাকা মূল্যের লুন্ঠিত দ্রব্য পাইলেন। মণি-মুক্তা পাল্লায় মাপিয়া লইতে হইল। সৈন্যেরা ছয় মাসের বেতন পুরস্কার পাইল। মহিশূরে তিনি রাজার নামেই শাসনকার্য চালাইতেন। এখানে তিনি স্বয়ং রাজা উপাধি গ্রহণ করিলেন। বেদনুর এখন হায়দর নগর নামে পরিচিত হইল। একটি টাকশাল স্থাপন করিয়া তিনি সর্বপ্রথম স্বনামে মুদ্রা প্রচলিত করিলেন। এই মুদ্রা বাহাদুরী প্যাগোডা নামে পরিচিত। বস্তুতঃ, বেদনুর জয়ের ফলে হায়-দরের ক্ষমতা ও গৌরব এত বর্ধিত হইল যে, তিনি ইহাকে তাঁহার ভাবী শ্রেষ্ঠত্বের মূল কারণ বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

হায়দর-নগরে একটি প্রাসাদ ও অস্ত্রাগার নির্মাণ করিয়া হায়দর সেখানে রাজধানী স্থাপন করিতে চাহিলেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন, এই পার্বত্য জনপদে বাস করিতে গেলে মহিশূরে তাঁহার কঠোর আয়াস-লব্ধ প্রাধান্য নাশ অবশ্যম্ভাবী, তদুপরি ইহা মারাঠা আক্রমণের পক্ষেও উন্মুক্ত ছিল। তজ্জন্য তিনি এই সংকল্প ত্যাগ করিলেন। ভেঙ্কট পাতিয়াকে রাজারাম উপাধি দিয়া তাঁহার উপর হায়দর নগরের শাসন-ভার অর্পিত হইল।

দুর্গ-প্রাচীরাদির সংস্কার ও নব-বিজিত রাজ্যরক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া হায়দর বেদনুর ত্যাগ করিলেন।

ডিসেম্বরে ফয়জুল্লাহ্ খান কানাড়ার উত্তরস্থ সুন্দ জয়ে প্রেরিত হইলেন। বেদনুরের ন্যায় ইহাও সুসমৃদ্ধ জনপদ। ফায়ারের মতে শুধু গোলমরিচ-ক্ষেত্র হইতেই বার্ষিক ত্রিশ লক্ষ প্যাগোডা আয় হইত। রাজা সাবাই ইম্মোদি সদাশিব দুর্বল, রণবিমুখ ও অলস প্রকৃতির লোক ছিলেন। পিতার নিকট হইতে তিনি রাজ্যের সঙ্গে তাঁহার ভীরুতা ও দুষ্কার্যেরও উত্তরাধিকারী হন। বিশেষ কোন বাধা না দিয়াই তিনি সমুদ্র-তীরস্থ শিবেশ্বরে পলাইয়া গেলেন। তাঁহার পরিত্যক্ত অর্থে হায়দরের কোষাগার স্ফীত হইয়া উঠিল।

পর্তুগীজেরা রাজাকে আশ্রয় ও বার্ষিক ১২,০০০ মুদ্রা (জেরাফিন) ভাতা দিতে স্বীকার করায় তিনি তাহাদিগকে পশ্চিম ঘাটের নিম্নস্থ রাজ্য ছাড়িয়া দিলেন। তাহারা পোন্দা, কানাকোনা, সঙ্গুলিম, রামোস অন্তরীপ ও পিরো বা সদাশিবগড় (ওপির) অধিকার করিল। পক্ষান্তরে অঙ্কোলা ও শিবেশ্বর সহ করিভার রাজ্য ফয়জুল্লার দখলে আসিল। গোয়ার শাসনকর্তা অন্যান্য স্থান ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করায় তিনি তাহা আক্রমণ করিলেন। অচিরে পিরো হস্তগত ও রামোস অবরুদ্ধ হইল। পর্তুগীজেরা আঞ্জি দ্বীপপুঞ্জ হারাইবার ভয়ে উহা সুরক্ষিত করে। তাহাদের যথেষ্ট সৈন্য ছিল। তদুপরি হায়দরের ফরাসী সৈন্যেরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হইল। এমন কি তাহারা পর্তুগীজের সহিত যোগদান করিবে বলিয়াও ভয় দেখাইতে লাগিল। তাহাদের সাহায্য ভিন্ন রাম দুর্গ জয় অসম্ভব ছিল বলিয়া হায়দর পর্তুগীজদের সহিত সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হইলেন। শর্তানুসারে পিরো তাঁহার দখলে রহিল।

মারাঠাদিগকে সিরা হইতে বিতাড়িত করায় এবং বসালৎ জঙ্গ হইতে নওয়াব উপাধি পাওয়ায় তাঁহাকে যে যুগপৎ পেশোয়া ও নিজামের বিরাগভাজন হইতে হইবে, হায়দর তাহা বেশ জানিতেন। তজ্জন্য তিনি সানুর, কানুল ও কাদাপার পাঠান নওয়াব দিগকে

তাঁহার প্রভাবকক্ষের ভিতরে আনিয়া এক 'রক্ষা-ব্যূহ' গঠন করিতে চাহিলেন। কিন্তু বিনা রক্তপাতে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না।

সানুর বা সাভানুর, মহিশূর ও মহারাষ্ট্র এবং সুন্দ ও সিরার মধ্যস্থলে অবস্থিত মারাঠাদের একটি আশ্রিত মিত্র রাজ্য। আবদুল হাকিম খান ছিলেন ইহার নওয়াব। হায়দর প্রথমে (১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে) তাঁহাকে যুক্তি-বলে স্বপক্ষে আনয়নের প্রয়াস পাইলেন। ইহা ব্যর্থ হওয়ায় তাঁহার সৈন্যরা সাভানুর লুন্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। নওয়াব পরাজিত হইয়া হায়দরকে বহু উষ্ট্র, অশ্ব ও হস্তী ব্যতীত কয়েক লক্ষ টাকা মূল্যের শাল, অস্ত্রশস্ত্র; রেশমীবস্ত্র প্রভৃতি দানে বাধ্য হইলেন। তাঁহার দুর্দশা দর্শনে ভয় পাইয়া হর্পণহল্লী, চিতলদুর্গ ও রায়দুর্গের পলিগারেরা বাকী কর শোধ করিলেন।

এখানেই হায়দরের গতিরুদ্ধ হইল না। ফয়জুল্লাহ্ খান মারাঠাদের হাত হইতে সুদৃঢ় ধরওয়ার বেঙ্কপুর ও কয়েকটি ক্ষুদ্র দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। সাভানুরের ন্যায় এগুলিও তুঙ্গ-ভদ্রার উত্তরে। ফলে হায়দরের সাম্রাজ্য প্রায় কৃষ্ণা নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণে কেবল মুরারি রাওই রহিলেন তাঁহার শান্তির একমাত্র কন্টক।

কুটনীতি-ক্ষেত্রেও হায়দরের জয় হইল। প্রচুর নজর পাইয়া নিজামের ক্রোধ পানি হইয়া গেল। চাঁন সাহেবের পুত্র রেজা আলী খান ওরফে রাজা সাহেব পূর্বে ফরাসীদের অধীনে চাকরী করিতেন। কাজেই ইউরোপীয় যুদ্ধ-প্রণালীতে তাহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। এখন তিনি মহিশূর বাহিনীতে প্রবেশ করিলেন। হায়দর তাঁহার সাহায্যে সৈন্য-সংস্কার করিয়া ভাবী ঝড়ের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

———

মারাঠা আক্রমণ

পেশোয়া মাধব রাও উদ্যোগী নরপতি ছিলেন। তাঁহার আমলে মারাঠারা পানিপথের দুর্যোগের প্রভাব কাটাইয়া আবার দক্ষিণ ভারতে তাহাদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারে চেষ্টিত হয়। ইতি-মধ্যে (১৭৬১-৪) হায়দর কেবল মহিশূরে প্রাধান্য স্থাপনেই সমর্থ হন নাই, সিরা, কানাড়া, সুন্দ প্রভৃতি রাজ্য জয় করিয়া তিনি একটি নাতি-ক্ষুদ্র সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলেন। তুঙ্গভদ্রা সীমান্তে সন্তুষ্ট না হইয়া এমন কি তিনি মারাঠা অধিকারেও হানা দেন। পক্ষান্তরে নিজাম মারাঠাদিগকে দওলতাবাদ প্রত্যার্পণে বাধ্য করিয়া (১৭৬২) পর বৎসর পুণা ভস্মীভূত করেন। মাধব রাও এ অপমান নীরবে হজম করিতে পারিলেন না। হৃত জনপদ পুনরধিকারের জন্য তিনি বিপুল রণ-সজ্জা আরম্ভ করিলেন।

প্রথমে গোপাল রাওর অধীনে ৬০,০০০ সৈন্য প্রেরিত হইল। ফয়জুল্লাহ্ খান তাহা হইতে কম সংখ্যক বাহিনী (৪০,০০০) লইয়াও তাহাদিগকে গুরুতররূপে পরাজিত করিলেন। এবার রণ-ক্ষেত্রে স্বয়ং মাধব রাওর আবির্ভাব ঘটিল। এপ্রিলের মধ্যভাগে সাভানূরে পৌঁছিলে আবদুল হাকিম খান প্রায় ২০০০ অশ্বারোহী ও ১০০০ পদাতিক লইয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। অতঃপর তিনি তুঙ্গভদ্রাতীরের দিকে অগ্রসর হইলেন। এদিকে হায়দর ৩৫,০০০ সৈন্য লইয়া হরিহরে পৌঁছিলেন। ৩রা মে রত্তিহল্লীতে তাঁহাদের মধ্যে এক যুদ্ধ হইল। প্রাতঃকালে গোপাল রাও ৪০০০ সৈন্য লইয়া শিবিরের বাহিরে আসি-লেন। তাহাদিগকে সংখ্যাল্প দেখিয়া হায়দর তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। পাঁচ মাইল পর্যন্ত অগ্রসর হইলে সহসা অর্ধলক্ষ মারাঠা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। হায়দর তৎ-ক্ষণাৎ ফয়জুল্লাহ্ খানকে ভারী কামান আনিতে সংবাদ পাঠাইলেন। মারাঠারা সাড়ে চারি ঘণ্টা পর্যন্ত অগ্নিবৃষ্টি করিল। হায়দরের

সঙ্গে চল্লিশটি কামান ছিল। কিন্তু সেগুলি ক্ষুদ্র বলিয়া তিনি সুবিধা করিতে পারিলেন না। ফয়জুল্লাহ্ মারাঠা-ব্যূহ ভেদ করিয়া প্রভুর সহিত যোগদানে সমর্থ হইলেও তাঁহার সঙ্গে মাত্র তিন হাজার সৈন্য ছিল কাজেই কৌশলপূর্ণ সেনাপতিত্ব সত্ত্বেও হায়দর বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। তাঁহার সহস্রাধিক সৈন্য নিহত ও প্রায় সম-সংখ্যক লোক আহত হইল। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মারাঠারা কামান সরাইয়া নিলে তবে তিনি তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত করিতে সমর্থ হইলেন।

হায়দর চতুর্দিকে কামান বসাইয়া শিবির সুরক্ষিত করিলেন। মারাঠাদের সঙ্গে তাঁহার আরও দুইটি যুদ্ধ হইল; কিন্তু কোন পক্ষই তাহাতে বিশেষ সুবিধা করিতে পারিল না। বর্ষাগমে তিনি খাত ও পর্বত বেষ্টিত আনাবৃত্তি দুর্গে প্রস্থান করিলেন। গিরি-পথে প্রহরা স্থাপন করায় মারাঠারা সেখানে প্রবেশ করিতে পারিল না। তাহারা নানা দলে বিভক্ত হইয়া সাভানুর ও অন্যান্য দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। পেশোয়া স্বয়ং নুরিদ্রায় সরিয়া গেলেন।

বর্ষান্তে হায়দর বেঙ্কপুর ও সাভানুরের মধ্যস্থল পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। মারাঠাদিগকে যুদ্ধে প্রলুব্ধ করার বৃথা চেষ্টা করিয়া তিনি আবার আনাবৃত্তিতে ফিরিয়া গেলেন। পেশোয়া এখন নির্বিবাদে মাদহোল অধিকার করিয়া ধরওয়ার অবরোধ করিলেন। কিল্লাদার ছিলেন ফয়জুল্লারই ভ্রাতা। তিনি ৯০০০ সৈন্য ও সাতটি কামান লইয়া দুর্গ হইতে ১৫ ক্রোশ দূরে আসিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি আক্রমণে বিরত হওয়ায় নভেম্বরের প্রথমে ধরওয়ারের পতন ঘটিল। ফলে ওয়ার্দার উত্তরস্থ সমগ্র জনপদ মারাঠাদের হাতে চলিয়া গেল।

মাধব রাও এখন আনাবৃত্তি আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। ১৩ই নভেম্বর প্রায় ৬ মাইল দূরে তাঁহার তাঁবু পড়িল। কয়েক দিন খণ্ডযুদ্ধের পর ১লা ডিসেম্বর মারাঠারা হায়দরকে আবার ফাঁদে ফেলিতে সমর্থ হইল। এক অরণ্য-প্রান্তে মহিশূর বাহিনীর একটি ফাঁড়ি ছিল। নিকটবর্তী পাহাড়ে আটটি কামান বসাইয়া মারা-

ঠারা উহার উপর অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিল। কেবল মারাঠা অশ্বারোহীরাই সেদিন শিবিরের বাহিরে আসিয়াছিল। হায়দর জানিতেন, তাহারা অধিক সংখ্যায় অরণ্যে ঢুকিতে পারে না। কাজেই তিনি কামানগুলি দখলের জন্য ইসমাইল খাঁর অধীনে কিছু সৈন্য পাঠাইলেন। কামান হস্তগত হইলে হাজী মুহম্মদ ঐ পাহাড় আক্রমণে আদিষ্ট হইলেন। এমন সময় মারাঠা অশ্বারোহীরা ইসমাইল খাঁর ঘাড়ে পড়িল। হায়দর তাঁহার সাহায্যে ২০০০ সৈন্য পাঠাইলেন। কিন্তু তাহা কোন কাজে আসিল না। ইসমাইল নিহত ও তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য খণ্ড-বিখণ্ড হইল। হায়দর স্বয়ং দুই স্থানে আহত হইলেন। ছয়টি কামান শত্রুপক্ষের হস্তগত হইল।

এই যুদ্ধের পর সন্ধির কথাবার্তা উঠিল, কিন্তু নানা কারণে তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল। ২৬শে ডিসেম্বর হায়দর মারাঠা শিবির আক্রমণ করিলেন। উহা একটি নদী দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। তিনি তাহাদিগকে শুধু এই নদী-তীর হইতে হটাইয়া দিতে সমর্থ হইলেন। দুই পক্ষে আরও কিছুকাল ক্ষীণভাবে যুদ্ধ চলিল। পর বৎসরের ১১ই ফেব্রুয়ারী মারাঠারা শিবির ভাঙিয়া বেদনূরের দিকে যাত্রা করিল। হায়দর শিকারপুরে সরিয়া গেলেন। এখানে কয়েকটি যুদ্ধের পর তিনি অনন্তপুরে ও তথা হইতে বেদনূর গমনে বাধ্য হইলেন। হোন্নালি বিনা বাধায় পেশোয়ার হাতে আসিল। তিন দিন অবরোধের পর কুমশির পতন ঘটিল। ফয়জুল্লাহ্ তাঁহাকে অনন্তপুরে বাধা দান করিলেন। কিন্তু ২৬শে ফেব্রুয়ারী তিনি বেদনূরের তোরণদ্বারের বহির্ভাগস্থ মোরান গড়িতে সরিয়া গেলেন। সেখানে পরিখা খনন করা হইল এবং আবক্ষউচ্চ প্রাচীর নির্মিত হইল। হায়দর এখন ২৮ লক্ষ টাকা দিতে, গোপাল রাওর ভ্রাতাকে মুক্তি দান করিতে, মুরারি রাও ও আবদুল হাকিম খাঁর রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে এবং বেঙ্কপুর তালুক ছাড়িয়া দিতে স্বীকার করায় মারাঠারা দেশে ফিরিয়া গেল। এই সন্ধির ফলে হায়দরের সাম্রাজ্যসীমা আবার তুঙ্গভদ্রা-তীরে সংকুচিত হইয়া আসিল।

মালাবার জয়

হায়দরের ভাগ্য-বিপর্যয়ে নব-বিজিত জনপদে এক বিদ্রোহ ঘটিল। কিন্তু দুর্গ-রক্ষীরা তাঁহার পক্ষে থাকায় তদীয় শ্যালক মীর আলী রেজা খান্ তৎপরতার সহিত বিদ্রোহ দমন করিয়া ফেলিলেন। এদিকে হায়দর বেল্লারী, রায়দুর্গ, হর্পণহল্লী প্রভৃতি স্থানের পলিগারদের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিয়া শূন্য কোষাগার পূর্ণ করার ব্যবস্থা করিলেন। বৎসরের অবশিষ্ট অংশ শাসন-সৌষ্ঠবে ব্যয়িত হইল; কিন্তু ক্ষতিপূরণের দিকেই তাঁহার নজর ছিল অধিক। মালাবার হইতে এক অপ্রত্যাশিত নিমন্ত্রণ আসিয়া তাঁহার বিশেষ সুবিধা করিয়া দিল।

মালাবার জয় সম্ভবতঃ হায়দরের শ্রেষ্ঠ সামরিক বিজয়। সমুদ্র তীরের দুই-এক মাইল পর হইতেই ইহা ইষ্টক-বর্ণ গিরি-শ্রেণীর আকারে পশ্চিম ঘাট পর্বত-মালার দিকে ক্রমোচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম ঘাট গড়ে ৫০০০ ফুট উচ্চ; ইহা সমুদ্র হইতে প্রায় ২০ মাইল দূরে। পাহাড়ের মধ্যবর্তী ভূমি ধান্য-ক্ষেত্র ও নারিকেল-উদ্যানে সমাচ্ছন্ন; কিন্তু উহাদের ঢালু স্থান অতি গভীর খাদ ও নিবিড় অরণ্যে পূর্ণ। অধিকাংশ নদীরই মোহনা হইতে মাত্র কয়েক মাইল দূর পর্যন্ত নৌকা চলিত, স্থলপথে গমনাগমন অত্যন্ত কঠিন ছিল। চক্রযানের ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল বলিলেই হয়। ঘোড়া ত দেখাই যাইত না, বলদও ব্যবহৃত হইত না। ধান্য-ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া লোকের যাতায়াতের ফলে যে দাগ পড়িত, পথ বলিতে তাহাই বুঝাইত। জুন হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃষ্টি লাগিয়াই থাকিত; প্রথম চারি মাসে এত অধিক বৃষ্টিপাত হইত যে, ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীগুলি প্লাবিত হইয়া ধান্যক্ষেত্রসমূহ প্রশান্ত হ্রদে পরিণত হইত। পশ্চিম ঘাটের ঢালু জায়গায় বৎসরে ৩০০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত অসাধারণ ব্যাপার নহে। যুদ্ধ চালনার প্রকৃষ্ট সময় অল্প বলিয়া বিদ্রোহীরা বৎসরের অধিকাংশ সময়েই নিরুদ্বেগে

কাটাইতে পারিত। এ সকল নৈসর্গিক বিঘ্নের দরুণ মালাবার অভিযান অত্যন্ত কঠিন ছিল। হায়দর কখনও কূর্গ বা মালাবার আয়নাদ জয় করেন নাই; কাজেই পেরম্বদি ঘাট বা পেরিয়া গিরিসঙ্কট দিয়া মালাবার প্রবেশের উপায় ছিল না।

সৌভাগ্যবশতঃ মালাবারের রাজনৈতিক অবস্থা তখন বৈদেশিক আক্রমণের অনুকূল ছিল। এ জন্যই হায়দর প্রাকৃতিক বাধা উল্লঙ্ঘনে সমর্থ হন। মালাবারের প্রাচীন নাম কেরল, ভাষা মলয়ালম্। এক সময়ে ইহা চের রাজ্যের অধীন ছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে। ৮২৫ খৃষ্টাব্দে সর্বশেষ চের শাসনকর্তা মুসলমান হইয়া মক্কায় চলিয়া যায়। যাত্রাকালে তিনি সর্দারদের মধ্যে রাজ্য ভাগ করিয়া দেন। উত্তর মালাবার বিভিন্ন প্রতিহিংসা-পরায়ণ রাজ-বংশের মধ্যে বিভক্ত ছিল। কলাত্তিরিরা চিরক্কলে (কারিকল) এবং কাদাত্তানাদ সর্দার মাহি ও কোত্তা নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগে রাজত্ব করিতেন। কাদাত্তানাদেরা ফরাসীদের প্রভাবাধীন ছিলেন। কোত্তায়াম তালুক পুরানাদ বা কোত্তায়াম রাজা ও ইরুভালিনাদ নাম্বিয়ারদের মধ্যে বিভক্ত ছিল। কালিকটের জামোরিন ছিলেন দক্ষিণ মালাবারে সর্বেসর্বা। দেশের সামরিক জায়গীরদারদের উপাধি ছিল নায়ার। অধিবাসীরা প্রধানতঃ হিন্দু। রাজন্যবর্গের মধ্যে কেবল কান্নানোরের আলী রাজাই ছিলেন মুসলমান। তিনি নামতঃ কারিকলের সর্দারের অধীন ছিলেন। স্থানীয় মুসলিম অধিবাসীদের নাম মোপ্‌লা। আলী রাজা একজন অতি ধনবান ও প্রতিপত্তিশালী মোপ্‌লার সন্তান। কান্নানোরের রাজকন্যার সহিত তাঁহার প্রণয় জন্মে। ধর্ম-বিরুদ্ধ হইলেও রাজা স্বীয় দুহিতাকে তাঁহার প্রেমাস্পদের করে অর্পণ করেন। মিলন সুখের হওয়ায় তিনি মৃত্যুকালে জামাতাকেই রাজ্য দিয়া যান।

মোপ্‌লা বা মাপিল্ল শব্দ কাহারও মতে মহা (প্রধান) ও পিল্ল (সন্তান), মতান্তরে মা ও পিল্ল শব্দের অপভ্রংশ। আবার কেহ কেহ ইহাকে মক্কা ও পিল্ল শব্দের সংক্ষিপ্ত আকার বলিয়া মনে করেন। তাহা হইলে ইহার অর্থ হয় 'মক্কার সন্তান' বা

"মক্কাবাসী'। যে সকল আরব বণিক মালাবারে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন, তাঁহারা নায়ার রমণী বিবাহ করিতেন। মোপ্‌লারা এই মিশ্রণের ফল। স্থানীয় অধিবাসীদের সহিত ইহাদের আকৃতি-প্রকৃতির মিল নাই। পক্ষান্তরে মস্কটের আরবদের সহিত ইহাদের সৌসাদৃশ্য অনেক অধিক। কাজেই শব্দটি মস্কট ও পিল্ল শব্দের সংক্ষিপ্ত আকার হওয়াই অধিক স্বাভাবিক ও সম্ভবপর।

বাণিজ্যের কল্যাণে মোপ্‌লারা প্রভূত ধনশালী হইয়া উঠে। তাহাদের ধন-সম্পদ নায়ারদের ঈর্ষার উদ্রেক করিল। ব্যয়-বাহুল্যের দরুণ তাহারা অনেক সময় মোপ্‌লাদের শরণাপন্ন হইত, কিন্তু চুক্তিমত ঋণ শোধ করিত না; বরং প্রায়ই ভয় দেখাইয়া ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করিত। এমতাবস্থায় মোপ্‌লারা খোদার নামে হায়দরের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আলী রাজার নেতৃত্বে একদল দূত প্রেরণ করিল। কানাড়ারাজ তখন সুন্দ জয় করিয়া মাঙ্গালোরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। মোপলাদের করুণ আবেদন তাঁহার মর্ম স্পর্শ করিল। তিনি তাহাদিগকে রক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। দূতেরা মূল্যবান উপহারে সন্তুষ্ট হইয়া বিদায় লইলেন।

আপাততঃ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি হায়দরের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। নৌ-বহরই ছিল ইংরেজ, ফরাসী ও পর্তুগীজদের শক্তির উৎস। এমন কি পেশোয়ারও একটি ক্ষুদ্র নৌ-বহর ছিল। অনোব, মাঙ্গালোর, ভাটকল, সদাশিবগড় প্রভৃতি চমৎকার বন্দর সহ সমুদ্রতট হাতে থাকায় হায়দরও একটি নৌ-বহর গঠনে মনোযোগী হইলেন। নতুবা উপকুলে তাঁহাকে এ সকল সামুদ্রিক শক্তি ও জলদস্যুদের মরজির উপর নির্ভর করিতে হইত। তাঁহার উদ্যোগে পশ্চিম উপকূলে একটা জাহাজ নির্মাণের কারখানা স্থাপিত হইল। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের শেষে তিনি বিভিন্ন আকারের শতাধিক রণ-পোতের মালিক হইলেন; এতদ্ব্যতীত তাঁহার বহু মালটানা জাহাজও ছিল।

আলী রাজার অনেক অর্ণব-যান থাকায় তাঁহাকে 'সাগরপতি' বলা হইত। হায়দর তাঁহাকে নিজের নৌ-সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন।

আলী রাজা শীঘ্রই মালদ্বীপপুঞ্জ দখলে আনিলেন। রাজা বন্দী হইয়া হায়দর নগরে আনীত হইলেন। আলী রাজা তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করায় হায়দর আলী তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন। রাজার নিকট ক্ষমা চাহিয়া তিনি তাঁহাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিলেন। তাঁহার বাসের জন্য একটি প্রাসাদ প্রদত্ত হইল, পদ-মর্যাদানুযায়ী ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি প্রচুর বৃত্তি পাইলেন। হায়দরের মহত্ব দেখিয়া লোকে অবাক হইয়া গেল।*

এদিকে হায়দরের আশ্রয় লাভে সাহসী হইয়া মোপলারা অস্ত্র-বলে প্রাপ্য আদায় করিবে বলিয়া ঘোষণা করিল। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নায়ারেরা এক নির্দিষ্ট তারিখে ছয় হাজারেরও অধিক মহাজনকে তরবারি-মুখে নিক্ষেপ করিল। অবশিষ্ট হতভাগ্যেরা কান্নানোর ও অন্যান্য স্থানে পলাইয়া গেল।**

তাহাদের আকুল আহ্বানে হায়দরকে এবার বাধ্য হইয়াই মালাবারে ছুটিতে হইল। মারাঠাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য বাসব পাতনায় ৩০০০ অশ্বারোহী, ৪,০০০ নিয়মিত পদাতিক ও ১০,০০০ পেয়াদা রহিল। ৪৫০ জন ইউরোপীয় ও ১০,০০০ অশ্বারোহী সহ ৪০,০০০ সৈন্য তাঁহার সঙ্গে চলিল (জানুয়ারী, ১৭৬৬)। মাঙ্গালোরে তিনি চারিদিন বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। এখান হইতে সৈন্যেরা স্থল-পথে চলিল ও রসদপত্রাদি লইয়া নৌবহর সমুদ্র-পথে অগ্রসর হইল। স্টেনেট নামক জনৈক ইংরেজ ও লুৎফে আলী বেগ ছিলেন যুগ্ম নৌ-সেনাপতি। মালাবার অভিযানে মহিশূরী নৌ-বহরের সহায়তাই সর্বাপেক্ষা অধিক। কালিকট পর্যন্ত গমনের পর অধিকাংশ জাহাজ মাঙ্গালোরে ফিরিয়া গেল, কেবল ক্ষুদ্রতর জাহাজগুলি মালাবারে রহিল। এগুলিই ছিল স্থল-সৈন্যদের নদী অতিক্রমের ও মালপত্র স্থানান্তরের প্রধান উপায়।

---

* M. M. D. L. T. 98.

** ডক্টর সিংহ এই নিদারুণ মর্মান্তিক ব্যাপারটিও বেমালুম চাপিয়া গিয়াছেন।

মঙ্গেশ্বর, কমলা ও দেল্লি শৈলের পথে মহিশুর-বাহিনী দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইল। ১৭৫৬—৭ খৃষ্টাব্দে হায়দর জামোরিনের বিরুদ্ধে পালঘাটের রাজার সাহায্যার্থে সৈন্য প্রেরণ করিলে জামোরিন তাঁহাকে বার লক্ষ টাকা দানে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু তিনি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন নাই। কোলাত্তিরি পরিবারের অসন্তুষ্ট লোকেরা এক সময় বেদনুর-রাজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। হায়দর এ বাবতেও দুই লক্ষ প্যাগোডা দাবী করিলেন। সর্বোপরি নির্দোষ সংখ্যা-নঘিষ্ঠ মোপ্লাদের হত্যাকারীগণকে শাস্তি দানের জন্যই রাজন্যবর্গ বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইলেন। উত্তর আসিল: তিনি আর একপদ অগ্রসর হইলে তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হইবে। এই উদ্ধত জওয়াব পাইয়া হায়দর তাহাদিগকে শাস্তিদানে ও দাবী পূরণে বাধ্য করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। বেনিয়াপতমে পেঁাছিলে রক্ষী-সৈন্যেরা তাঁহাকে বাধা দান করিল। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫০০। হায়দর গোলা বৃষ্টি আরম্ভ করিলে একদিন পরেই তাহারা দুর্গ ছাড়িয়া পলাইয়া গেল।

মহিশুর বাহিনী নৌকাযোগে নদী উত্তীর্ণ হইলে নায়ারেরা চিরক্কল খালি করিয়া দিল। ইহা আলী রাজার দখলে আসিল। অতঃপর হায়দর কোত্তায়াম অধিকারে ধাবিত হইলেন। কান্নানোরে পেঁাছিলে বার হাজারেরও অধিক মোপ্লা তাঁহার সহিত যোগদান করিল। সুসজ্জিত না হইলেও তাহারা নায়ারদের অপেক্ষা অধিকতর সাহসী ছিল; প্রতিহিংসার বশে তাহারা একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। সম্মিলিত বাহিনী দ্রুতপদে সম্মুখে ছুটিয়া চলিল। পথে পড়িল আঞ্জারাকান্দি নদী। ইহার তীর অতি উচ্চ বলিয়া অশ্ব ও কামান পার করা কঠিন হইয়া পড়িল। তদুপরি ৩০,০০০ (মতান্তরে লক্ষাধিক) নায়ার দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় অপর তীরে দন্ডায়মান ছিল। কিন্তু হায়দরের ছাব্বিশটি কামান হইতে গোলাবৃষ্টি আরম্ভ হইলে ভয়ে তাহাদের প্রাণ উড়িয়া গেল। প্রায় ১,০০০ নায়ার নিহত হইল; কিছু অরণ্য এবং অবশিষ্ট মাহি ও তেলিচেরিতে পলায়ন করিল।

ফয়জুল্লার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গুল মুহম্মদ খান নায়ারদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। নায়ারেরা ক্রমাগত তিনটি আক্রমণ প্রতিহত করিলে লালা মিয়ার অধীনে সাহায্যকারী সৈন্য আসিল। ৫০০ উৎকৃষ্ট সৈন্য একটি ঝোপে লুক্কায়িত রাখিয়া মহিশূরীরা পলায়নের ভান করিল। নায়ারেরা স্বভাবতঃই তাহাদের পিছনে ছুটিল, কিন্তু ঝোপের নিকটে গিয়াই মহিশূরীরা ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের সমবেত আক্রমণে ৮৩২ জন নায়ার নিহত ও প্রায় সম-সংখ্যক লোক আহত হইল। গুল মুহম্মদের মাত্র ১০০ সৈন্য মারা পড়িল (মার্চ ১৬)।

এইরূপে উত্তর মালাবার করতলগত করিয়া হায়দর উন্মুক্ত জনপদ লুণ্ঠন করিতে করিতে সটান কালিকটের দিকে ধাবিত হইলেন। ভূতপূর্ব জামোরিন তখন মৃত (১৮৫৮)। নূতন জামোরিন কোচিন দখলের চেষ্টা করিতে গিয়া ত্রিবাঙ্কুরের রাজা মার্তন্ড বর্মের সহিত বিবাদে জড়িত হইয়া পড়েন। পরিণামে তাঁহাকে তদীয় উত্তরাধিকারী রাম বর্মের সহিত সন্ধি করিতে হয় (১৭৬২)।

এমতাবস্থায় জামোরিনের পক্ষে প্রবল বাধাদান সম্ভবপর ছিল না। নায়ারেরা বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াও পরাজিত হইল। তাহাদের কেহ কেহ স্বগৃহে আগুন লাগাইয়া পুড়িয়া মরিল; কেহ কেহ পরিবারবর্গকে কূপে নিক্ষেপ করিয়া তদুপরি খড় চাপা দিল; তৎপরে তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া নিজেরাও তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ভেংকৎ রাও একদল অশ্বারোহী লইয়া জামোরিনকে ঘিরিয়া ফেলিলে তিনি আত্মসমর্পণে বাধ্য হইলেন। কালিকট হায়দরের অধীনে আসিল। বৃদ্ধ জামোরিন তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন। সদাশয় বিজেতা তাঁহাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া রত্নাদি দিয়া তৎপ্রতি দয়া ও সম্মান দেখাইলেন। চারি লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ও নিয়মিত বার্ষিক কর দানের অঙ্গীকারে তিনি রাজ্যলাভের প্রতিশ্রুতি পাইলেন।

কিন্তু জামোরিনের ভাগিনেয় ও যুবরাজ বহু-সংখ্যক নায়ার লইয়া মহিশূর বাহিনীকে বাধা দিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষে

অনেক সংঘর্ষ হইল। সেনাপতি হাফিজুল্লাহ্ খান এক যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। তাঁহার ২০০ সৈন্য মারা পড়িল; দুইজন কাপ্তানও নিহত হইলেন; তন্মধ্যে একজন ইউরোপীয়। হায়দর তাঁহাকে ডাকিয়া নিয়া তীব্র ভৎসনা করিলেন। মনোদুঃখে হতভাগ্য সেনাপতির মৃত্যু হইল। জামোরিন ভাগিনেয়কে বাধা-দানে নিবৃত্ত করাইতে পারিলেন না; প্রতিশ্রুত অর্থ সংগ্রহ করাও তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠিল না। তদুপরি যুবরাজ এবং কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরের রাজাদের নিকট হইতে এক ভৎসনা-পূর্ণ পত্র পাইয়া জীবনে তাঁহার ধিক্কার জন্মিল। চার-পাঁচ জন পাঠান অনুচরের সাহায্যে কাপড় তৈল-সিক্ত করিয়া তদ্দ্বারা প্রাসাদে আগুন লাগাইয়া তিনি তাহাতে পুড়িয়া মরিলেন।

এই করুণ ব্যাপারে ব্যথিত হইয়া হায়দর যুবরাজ ও তাঁহার সমর্থকগণকে শাস্তি দানে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা তিন জনে মিলিয়া এক বিশাল বাহিনী সংগ্রহ করেন। কিন্তু হায়দর পন্নি-য়ানির নিকট উপস্থিত হইলে এই পরাক্রান্ত সৈন্যদল কোথায় গায়েব হইয়া গেল। কোচিন ও পালঘাটের রাজারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। যুবরাজ উনিশটি হাতী ও জামোরিনের পরিবার সহ ক্র্যাঙ্গানোরের এক প্যাগোডায় আশ্রয় লইলেন। এপ্রিলের প্রথমার্ধ অতীত হইতে না হইতেই দক্ষিণ মালাবার জয় সম্পূর্ণ হইয়া গেল।

হায়দর কালিকটে ফিরিয়া রাজ্য শাসনের সুব্যবস্থা করিলেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি ঘাঁটি নির্মাণ করিলেন। সেখানে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য ও রণ-সম্ভার সঞ্চিত হইল। আলী রাজার উপরে শান্তিরক্ষার ভার পড়িল। এজন্য তিনি ৩,০০০ নিয়মিত পদাতিক পাইলেন। মোপ্লারাও তাঁহাকে সাহায্য করিতে আদিষ্ট হইল। মদন্নাকে মালাবারের বে-সামরিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া হায়দর কয়ম্বাতোরে চলিয়া গেলেন।

এখানে মাত্র ২৫ দিন বিশ্রাম গ্রহনের পরেই মালাবার হইতে বিদ্রোহের খবর আসিল। যুদ্ধপ্রিয় নায়ারেরা এত সহজে পোষ

মানিবার লোক ছিল না। মদন্নার রাজস্ব-নীতি স্থানীয় অধিবাসী-দের মনঃপুত হইল না। জামোরিনের ভাগিনেয় * ১০০০ সৈন্য লইয়া ক্র্যাঙ্গানোর ত্যাগ করিলেন। তাঁহার সৈন্য-সংখ্যা চার-পাচ হাজারে উঠিল। পন্নিয়ানির ৪/৫ মাইল পশ্চিমে তাঁহার আড্ডা পড়িল।

কালিকটের উত্তরে কোত্তায়াম, কলাত্তিরি ও কলাত্তানাদ সর্দা-রেরা প্রায় ২৫,০০০ সৈন্য সংগ্রহ করেন। আলী রাজা কালিকট হইতে বিদ্রোহ দমনে বাহির হইলেন। বিদ্রোহীরা তাঁহাকে ভূত্য ও পন্নিয়ানি নদীর সঙ্গম-স্থলে আটকাইয়া ফেলিল। তাঁহার অগ্রসর বা প্রত্যাবর্তনের উপায় রহিল না। নদীর জল ফুলিয়া উঠায় হায়দর নির্মিত দুর্গগুলির পক্ষেও সাহায্য লাভের সম্ভাবনা ছিল না। প্রায় ২০০ লোকের একদল রক্ষী বিদ্রোহীদের হস্তে প্রায় সমূলে বিনষ্ট হইল। পাঁচ জন ফরাসীকে তাহারা হত্যা করিল, দুইজন রমণীকে একেবারে ছিঁড়িয়া ফেলিল। পন্নিয়ানির গোমস্তা জনৈক পর্তুগীজ নাবিকের মারফতে প্রভুকে এই ব্যাপক বিদ্রোহের সংবাদ পাঠাইলেন। একখানা বাঁশের নৌকা ছিল বেচারার সম্বল। শত্রুর ভয়ে কেবল রাত্রিতেই তাহাকে পথ চলিতে হইত।

তখন পূর্ণ বর্ষাকাল; পার্বত্য স্রোতস্বতীসমূহ কাণায় কাণায় পূর্ণ, ধান্যক্ষেত্রগুলি কৃত্রিম হ্রদে পরিণত। এই প্রাকৃতিক বাধা সত্ত্বেও হায়দর যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। সে এক অপরূপ রণ সজ্জা। পদাতিকেরা কম্বল ছাড়া আর কিছুই সঙ্গে লইতে পারিল না।

---

* নায়ারেরা কয়েক ভাই মিলিয়া এক পত্নী গ্রহন করিত। কাজেই তাহাদের পিতা কে, বলা অসম্ভব ছিল। তজ্জন্য তাহারা মাতুলের নামে অর্থাৎ কাহারও ভাগিনেয় বলিয়া পরিচয় দিত এবং মাতুলের সম্পত্তির ওয়ারিস হইত। হায়দর ও টিপু সুলতানের সংস্কারের কল্যাণে এ প্রথা অনেকটা উঠিয়া গেলেও নাপিত প্রভৃতি কয়েক সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও ইহা বর্তমান আছে।

অশ্বারোহীরা ঘোড়ার জিন লাগাইবারও অনুমতি পাইল না; হায়দরের নিজের ঘোড়ায়ও জিন ছিল না। মোটের উপর, প্রত্যেকেই নিতান্ত অপরিহার্য সাজসজ্জা লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিল। গোলা-বারুদ ও রসদপত্র হস্তীর পিঠে চাপাইয়া ৩০০ ইউরোপীয়, ৩০০০ অশ্বারোহী, ১০,০০০ পদাতিক ও বারটি কামান লইয়া হায়দর মালাবারে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সৈন্যগণকে ভীষণ বারিপাতের জন্য প্রায়ই সাঁতরাইয়া নদী পার হইতে হইত। তদুপরি নায়ারেরা পুটিয়ানগদিতে পরিখা কাটিয়া আবক্ষ-উচ্চ প্রাচীর উঠাইয়া, খুঁটি গাড়িয়া ও কামান বসাইয়া তাহাদের শিবির সুরক্ষিত করিয়াছিল। মহিশূর বাহিনীর প্রথম আক্রমণ তাহারা ব্যর্থ করিয়া দিল। কিন্তু চমৎকার অনিয়মিত যোদ্ধা হইলেও নিয়মিত যুদ্ধে সুশিক্ষিত সৈন্যের মুকাবিলা করার মত যোগ্যতা তাহাদের ছিল না। তদুপরি মালাবারে অশ্ব ছিল না বলিয়া তাহারা এই অদৃষ্টপূর্ব 'ভীষণ জীব'কে অত্যন্ত ভীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করিত। ৫০০ সিপাহী অপেক্ষা ৫ জন অশ্বারোহীকে তাহারা অধিক ভয় করিত। অনেক সময় একজন মাত্র অশ্বারোহী দেখিলেই একশত নায়ার পলাইয়া যাইত। হায়দর ভারতের বিভিন্ন জাতির লোকের বিশেষত্ব প্রকৃষ্টরূপে অবগত ছিলেন। জয় লাভের জন্য তিনি প্রধানতঃ অশ্বারোহীদের উপরই নির্ভর করিলেন। পরিণামে তাঁহার অনুমানই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল। নায়ারেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া অরণ্যে পলাইয়া গেল।

জনৈক ফরাসী এই যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করায় হায়দর তাঁহাকে বাহাদুর উপাধি দিয়া গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। প্রত্যেক সৈন্য ৩০ টাকা এবং মাহুতেরা ৬ টাকা হিসাবে পুরস্কার পাইল। মাঙ্গোরিতে হায়দরের আস্তানা পড়িল। জীবিত বা মৃত প্রত্যেক যুদ্ধক্ষম নায়ারের মস্তকের জন্য ৩ টাকা হইতে ৫ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার ঘোষিত হইল। মদন্না ও রাজা সাহেব দুই দল সৈন্য লইয়া নায়ার-প্রধান অঞ্চল উৎসন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিদ্রোহীদের কিছু নিহত

হইল, কিছু ধরা পড়িল। হায়দর ১৫,০০০ নায়ারকে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে চালান দিলেন। হৃতসম্পত্তি পুনরুদ্ধারের আশায় কিছু লোক মুসলমান হইয়া গেল। যাহারা অরণ্য হইতে ফিরিয়া আসিল, তাহারা ক্ষমা পাইল। মালাবার ও কয়ম্বাতোরের মধ্যে সংযোগ রক্ষার জন্য পালঘাটে একটি দুর্গ উঠিল। সেখানে রাজা সাহেবের ও কয়ম্বাতোরে মদন্নার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। মাত্র এক মাসের মধ্যে এই বিদ্রোহানল নির্বাপিত হইয়া গেল; হায়দরের শাসন এখন পূর্বাপেক্ষা দৃঢ়তর হইল।

মালাবারের পর হায়দর ত্রিবাঙ্কুর জয় করিতে চাহিলেন। ওলন্দাজদেরও মালাবার জয়ের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ত্রিবাঙ্কুরের মার্তণ্ড বর্ম কোলাচোল তাহাদের এ স্বপ্ন ভাঙিয়া দেন (১৭৪১)। তবে কোচিন ও ক্র্যাঙ্গানোরে তাহাদের কুঠি, দুর্গ ও নৌ-বহর ছিল। স্থানীয় রাজা ও সর্দারেরা তাহাদের একান্ত অনুগত ছিলেন। মালাবার-বিজেতার প্রতি এখন তাহারা 'জো-হুজুর'-নীতি অবলম্বন করিল। ইংরেজের বিরুদ্ধে তাহাদের সাহায্য কিছু কাজে লাগিতে পারিত; কাজেই হায়দর না-হক তাহাদিগকে চটাইতে চাহিলেন না। তিনি ওলন্দাজ দূতকে বলিলেন, কোচিনের রাজা মীমাংসার জন্য দূত পাঠাইলে তিনি তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিবেন না। কিন্তু ত্রিবাঙ্কুর সম্বন্ধে তিনি কোন আপত্তি শুনিতেই প্রস্তুত ছিলেন না। গোলমরিচের জন্য পর্তুগীজেরা সেখানে অনেক টাকা দাদন দেয়। ব্যাপার বুঝিয়া এখন তাহারা এই টাকার নিরাপত্তা ছাড়া আর কিছুরই আলোচনা করিতে আগ্রহ দেখাইল না।

ব্রাহ্মণ কর্মচারী, ভাড়াটিয়া সৈন্য ও ফ্লোমিং ডি লেনয়ের ন্যায় বৈদেশিকের সাহায্যে স্বরাজ্যকে মালাবার উপকূলের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করিলেও মার্তণ্ড বর্মের স্বদেশ-প্রেম বা রাজনৈতিক জ্ঞানের প্রশংসা করা যায় না। শত্রুদের বিরুদ্ধে তিনি একবার কর্ণাটের শাসন-কর্তার ও আবার ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে ডুপ্লের সাহায্য প্রার্থনা করেন। দ্রুত জয়লাভ না করিলে ত্রিবাঙ্কুর হয়ত তখন তাঁহার মিত্রদেরই হস্তগত হইত। বর্তমান বিপদও তিনি এভাবেই

ডাকিয়া আনেন। হায়দর যখন দিন্দিগুলের ফওজদার তখন উত্তর ত্রিবাঙ্কুরের সর্দারেরা বিদ্রোহী হন। কিছুতেই তাঁহা-দিগকে দমন করিতে না পারিয়া রাজা হায়দরের সাহায্য ভিক্ষা করেন। তিনি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সর্দারেরা আনুগত্য স্বীকার করায় বাঁকিয়া বসিলেন। হায়দর ক্ষতি-পূরণ চাহিলে মাতণ্ড বর্ম তাহাতেও অস্বীকৃত হইলেন; তজ্জন্য তিনি রাজার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া রহিলেন। তদুপরি বিদ্রোহী ও পলাতক নায়ারেরা ত্রিবাঙ্কুরে আশ্রয় পাইত। সেখান হইতে বাহির হইয়া তাঁহারা তাঁহার রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি করিতে যাইত। তাহা ছাড়া ত্রিবাঙ্কুর পদানত না হইলে কখনও কেহ মালাবারে নিরাপদে রাজত্ব করিতে পারিতেন না।* কাজেই হায়দর ইহা জয়ে কৃতসংকল্প হইলেন। নূতন রাজা রাম বর্মের নিকট তিনি দুইলক্ষ ডুকাট ও দশটি হস্তী দাবী করিলেন। রাজা তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া তাড়াতাড়ি ত্রিবাঙ্কুরের প্রাচীরের নির্মাণ-কার্য শেষ করিয়া ফেলিলেন; গভীর পরিখা ও ঘন বাঁশ ঝোপ বেষ্টিত এই প্রাচীরটি রাজ্যের উত্তর সীমায় অবস্থিত ছিল। ইংরেজ ও মুহম্মদ আলীর সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও হায়দর ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। এমন সময় এক উদ্বেগ-জনক সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে স্বরাজ্যে ছুটিতে হইল। ফলে ত্রিবাঙ্কুরের বিপদ কাটিয়া গেল।

---

* Dr. Singha. 263.

ইঙ্গ-মহিশূর বিরোধ

১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে রাজা চিক্ক কৃষ্ণরাজ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে হায়দর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নন্দরাজকে পিতৃপদে অভিষিক্ত করিলেন; কিন্তু পর বৎসর রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, নবীন ভূপতি প্রভুত্ব বিস্তারে অভিলাষী। ভাবী বিপদ নিবারণের জন্য তিনি রাজার খাস তালুক বাজেয়াপ্ত ও প্রাসাদ অধিকার করিয়া তাঁহার সমুদয় পারিবারিক ব্যাপারের কর্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। এখন হইতে হায়দরই প্রকৃতপক্ষে মহিশূরের রাজা হইলেন, নাম-কা-ওয়াস্তে রাজা প্রাসাদে নজরবন্দী হইয়া রহিলেন।

হায়দর যখন মালাবার জয়ে ব্যস্ত, পেশোয়া তখন তাঁহার সর্বনাশের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। বিগত সন্ধির সময় তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণস্থ হরিহর ও বাসবপাতনা দাবী হইতেই তাঁহার বদ-মতলব ধরা পড়ে। সকলেই বুঝিতে পারে যে, সুযোগ পাওয়া মাত্রই তিনি আবার মহিশূর আক্রমণ করিবেন। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের প্রথমে হায়দর ও জানোজি ভোঁসলার বিরুদ্ধে পেশোয়ার সহিত নিজামের এক গুপ্ত সন্ধি হইল। ইহার ফলে ভোঁসলা তাঁহার রাক্ষস-ভবনে বিশ্বাসঘাতকতা-লব্ধ রাজ্যের অধিকাংশ উদ্গীরণে বাধ্য হইলেন। নিজাম পেশোয়া হইতে বার্ষিক ১৫ লক্ষ টাকা আয়ের রাজ্যাংশ পাইলেন। 'দৃঢ় শান্তি ও মিত্রতা' প্রতিষ্ঠার অজুহাতে প্রদত্ত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল নিজামকে হায়দরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামাইবার উৎকোচ।

অচিরে হায়দরের আর এক শত্রু তাঁহাদের দলে ভিড়িল। ইংরেজদের সহিত তাঁহার শত্রুতার কারণ অনেক ও পুরাতন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের কথা; হায়দর মহিশূরের একচ্ছত্র প্রভু। লালী পণ্ডিচেরীতে অবরুদ্ধ হইয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তদনুসারে ১০০০ সৈন্য প্রেরিত হইল। তাহাদের অধিকাংশ পণ্ডিচেরীতে প্রবেশ করিল, অপরাংশ তিয়াগড়ে থাকিয়া রসদ সংগ্রহ করিয়া

১৮ই জুলাই পণ্ডিচেরীতে পৌঁছিল। মেজর মুর বাধা দিতে আসিয়া ভীষণভাবে পরাজিত হইলেন; ৩৫ জন ইংরেজ আহত ও নিহত হইল। ফরাসীরা শেষ পর্যন্ত জয়ী হইলে হায়দর মাদুরা, তিনেভেলী এবং কর্ণাটের আরও কয়েকটি স্থান লাভের আশা করিতে পারিতেন। কিন্তু খন্দে রাওর দুর্ভাগ্যজনক বিদ্রোহ সমস্ত মাটি করিয়া দিল।

হায়দর যাহাতে ফরাসীদিগকে বিশেষরূপে সাহায্য করিতে না পারেন, তজ্জন্য ইতিমধ্যে ইউসুফ খান তাঞ্জোর হইতে মহিশূর আক্রমণে আদিষ্ট হইলেন; পক্ষান্তরে কাপ্তান রিচার্ড স্মিথ ত্রিচিনোপল্লীর রক্ষীসৈন্যদের সাহায্যে করুর অধিকার করিয়া লইলেন। ইংরেজেরা এমন কি একদল মারাঠা অশ্বারোহী সংগ্রহেরও পরিকল্পনা করে; কেবল অর্থাভাবেই এ সংকল্প পরিত্যক্ত হয়।

এমন সময় খন্দে রাও ও মহিশূর-রাজের নিকট হইতে মৈত্রী প্রস্তাব আসিল। মারাঠাদের সাহায্যে বঞ্চিত হইয়া তাঁহারা ইংরেজের সহায়তা লাভার্থ আরও অধীর হইয়া উঠিলেন। কোম্পানীরও তাহাতে অনিচ্ছা ছিল না। একবার ইংরেজরা লক্ষ প্যাগোডা লইয়া তাঁহাদিগকে করুর ছাড়িয়া দিতেও প্রস্তুত হয়।

স্মিথ এই মৈত্রী সমর্থন করিলেন, কর্ণাটের নওয়াবও হায়দরকে দমন করিবার জন্য তাহাদের সাহায্যে একদল সৈন্য পাঠাইতে বলিলেন। কিন্তু ডিরেক্টর-সভা এত দূরে সৈন্য প্রেরণ বিপজ্জনক বলিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করায় ষড়যন্ত্রকারীরা ইংরেজের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইলেন। কিন্তু এই ব্যাপারে হায়দরের মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল। ইংরেজেরা যে তাঁহার সর্বাপেক্ষা সংকটময় মুহূর্তে তদীয় ভীষণতম শত্রুবৃন্দের সহিত যোগদানে উদ্যত হয়, কিছুতেই তিনি তাহা ভুলিতে পারিলেন না। এ সময় কোম্পানীর তরফ হইতে তাঁহার নিকট যে সকল পত্র আসিল, তিনি তাহার একখানারও উত্তর দিলেন না।

মাদ্রাজ সরকারের শত্রুতার ফলে হায়দরের ফরাসী-প্রীতি আরও বৃদ্ধি পাইল। চেভালিয়ার ডুমায় কর্ণেল ও মোন ডি লা

টুরের নেতৃত্বে সাত-আট জন ফরাসী কর্মচারী তাঁহার সহিত যোগদানের জন্য মাঙ্গালোরে আসিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, বোম্বাই-এর ইংরেজদের সহিত তখন তাঁহার বেশ সদ্ভাব ছিল। তাহাদিগকে তিনি স্বরাজ্যে গোলমরিচ ক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার দান করেন। প্রতিদানে পেশোয়ার প্রথম অভিযানে (১৭৬৪-৫) তাহারা তাঁহাকে কিছু কামান-বন্দুক ও গোলাবারুদ দিয়া সাহায্য করে; হায়দর ও মুহম্মদ আলীর শত্রুতা মিটাইয়া দেওয়ার জন্যও বোম্বাই হইতে মাদ্রাজে পত্র লিখিত হয়।

কর্ণাটের নওয়াবের সহিত দলওয়াইর শত্রুতা ইঙ্গ-মহিশূর বিরোধের জন্য অনেকটা দায়ী। তাঁহারা পরস্পরকে ভীষণ ঘৃণা করিতেন। তাহা ছাড়া রাজ্য লইয়াও গোলমাল ছিল। ১৬৮২-১৭৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কর‍ুর পাল্‌নি, দিন্দিগুল, বিরুপাক্ষী, পল্লপাত, কোদুমুদি ও উত্তমপলায়ম জেলা ত্রিচিনোপল্লীর অধীন ছিল। রাণী মীনাক্ষীর রাজত্বের শেষভাগে মহিশূরীরা কর‍ুর ও কোদুমুদি কাড়িয়া লয়। চাঁদ সাহেব এগুলি পুনরাধিকার করেন। তিনি ধৃত ও নিহত হইলে দিন্দিগুলের ফওজদার অনেক টাকা পাইয়া জিলাগুলি মহিশূরকে ছাড়িয়া দেন। মুহম্মদ আলী এ সকল জনপদে তাঁহার স্বত্ব আছে বলিয়া মনে করিতেন। হায়দর যখন কৃতজ্ঞতা ও স্বার্থের খাতিরে ফরাসীদিগকে সাহায্য প্রেরণ করেন (১৭৬০), তখন কর‍ুর স্মিথের ও মালপদ্দি হায়দরের দখলে আসে। হায়দর স্থান দুইটি বিনিময়ের প্রস্তাব করেন, কিন্তু ইংরেজেরা তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া কর‍ুর মুহম্মদ আলীকে ফিরাইয়া দেয়। হায়দর কাদাপা জয়ে প্রবৃত্ত হইলে কর্নাটের নওয়াব তাহাও দাবী করিয়া বসেন। তিনি ইংরেজদিগকে বরাবরই হায়দরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেন।

এতদ্ব্যতীত শত্রুতার আরও কারণ ছিল। ইংরেজেরা ভেলোরে ছাউনি ফেলিলে হায়দর স্বভাবতঃই সন্ত্রস্ত ও বিরক্ত হন। পক্ষান্তরে চাঁদ সাহেবের পুত্র রাজা সাহেব ও মুহম্মদ আলীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাহফুজ খান তাঁহার দরবারে আশ্রয় লাভ করেন। উভয়েই

কর্ণাটের নওয়াবের মারাত্মক শত্রু। তজ্জন্য তিনিও হায়দরের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ইংরেজেরা কূটনীতিতে আনাড়িপনা না দেখাইলে যুদ্ধ বাধিত না। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল বোম্বাই সরকার মাদ্রাজের গভর্ণরকে লিখিলেন, হায়দর মালাবার অভিযানের সময় ইংরেজদের কয়েকটি মিত্র রাজ্য আক্রমণ করায় তাহাদের মধ্যে শত্রুতা আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। মাদ্রাজ সরকার তখন এক রাজনৈতিক দস্যুতায় লিপ্ত। উত্তর সরকার প্রদেশের গণ্টুর জেলা ছিল বসালতের জায়গীর। ইংরেজেরা এখন বাকী চারটি জেলাও ইজারা লইতে চাহিল। নিজাম তাহাতে অসম্মত হইলে তাহারা এগুলি বলপূর্বক অধিকার করিল (মে, ১৭৬৬)। নিজাম ক্রুদ্ধ হইয়া মারাঠাদের সাহায্যে তাহাদিগকে ধ্বংস করার ধমক দিলেন। হায়দর আলীকেও তিনি কর্ণাট আক্রমণে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। আতঙ্কে অস্থির হইয়া মাদ্রাজ সরকার মহিশূর-রাজের সহিত মৈত্রী স্থাপনে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজামকে শান্ত করার জন্যও চেষ্টা চলিল। কাজেই বোম্বাই সরকার মহিশূরের সহিত সদ্ভাব বজায় রাখিতে নির্দেশ পাইলেন।

জুলাই মাসে হায়দরের নিকট হইতে সন্ধি প্রস্তাব লইয়া মাদ্রাজে দূত আসিল। তাহার দরকার ছিল তখন আসন্ন নিজাম-মারাঠা অভিযানের বিরুদ্ধে একটা আত্মরক্ষামূলক মিত্রতার। কাজেই তিনি উকীলকে স্পষ্ট লিখিলেন, "গভর্ণরকে বলিও, আমার ন্যায় ইংরেজেরও বিরাট বাহিনী আছে। উভয়ে মিলিত হইলে মোগল ও মারাঠারা কিছুই করিতে পারিবে না। তাহাদের (ইংরেজদের) দরকার হইলে আমার সৈন্য তাহাদের সাহায্যে যাইবে, আমার দরকার হইলে তাহাদের সৈন্য আমার সাহায্যে আসিবে। সপারিষদ গভর্নরের যদি ইহাই অভিমত হয়, তবে পত্রযোগে এরূপ ব্যাপারের ব্যবস্থা করা যায় না বলিয়া তুমি সভ্যসংগতকের মোহরযুক্ত পত্রসহ কোন উপযুক্ত ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া আসিও।"

মাদ্রাজ সরকার একজনের স্থলে দুইজন ভদ্রলোক (মুহম্মদ আলী খান ও পরিষদের সভ্য মিঃ বুরচিয়ার) পাঠাইলেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে 'আত্মরক্ষামূলক সন্ধি' স্থাপনের ক্ষমতা দিলেন না। হায়দরের প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাঁহার সৈন্য-সংখ্যা ও রণসম্ভারের বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করার জন্যই তাহাদের বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া হইল। ১১ই জুলাই বোম্বাই সরকার সন্ধি পত্রের এক খসড়া পাঠাইলেন। তাহাতে তাঁহার পররাজ্য বিশেষতঃ কর্ণাটও ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণের বিরুদ্ধে একটি শর্ত ছিল। হায়দর ইহা এড়াইয়া দরকার হইলে কোম্পানীকে দশ-পনর হাজার সৈন্য সাহায্য করার ও গরজের সময় অনুরূপ সাহায্য পাওয়ার দাবী করিলেন। ইংরেজেরা উত্তর দিল, "এদেশের শান্তিতে কুলাইলে আমরা তাঁহাকে সাহায্য দানে প্রস্তুত থাকিব।"

এত প্রতারণা-পূর্ণ উত্তর পাইয়া হায়দর কোম্পানীর দূতদের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই কয়ম্বাতোরে চলিয়া গেলেন; এমন কি ইংরেজের কোন পত্রের উত্তর দেওয়াও তিনি দরকার মনে করিলেন না। এভাবে প্রকাশ্যে উপেক্ষিত ও অপমানিত হইয়া পরিষদের সভ্য মিঃ বুরচিয়ার আগস্টের প্রথমে মাদ্রাজে ফিরিয়া গেলেন। হায়দরকে জব্দ করার জন্য কুখ্যাত লর্ড ক্লাইভ মাদ্রাজ সরকারকে এক চমৎকার পরামর্শ দিলেন। নিজামের সহিত পূর্ব হইতেই তাঁহাদের আলোচনা চলিতেছিল। এখন তাঁহারা তৎপ্রতি আরও ঝুঁকিয়া পড়িলেন। নিজাম দেখিলেন, মারাঠারা যেরূপ ধূর্ত ও প্রবল, তাহাতে তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া হায়দরের সাম্রাজ্য জয় করিলে তাহারাই সিংহের ভাগ লইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে ইংরেজের সঙ্গে জুটিলে তিনি ন্যায্য অংশ আদায় করিতে পারিবেন। ১২ই নভেম্বর (১৭৬৬) ইংরেজেরা উত্তর সরকারের জন্য বার্ষিক সাত লক্ষ টাকা কর দিতে এবং "যখনই দরকার হইবে, তখনই তাঁহার প্রত্যেকটি ন্যায্য ব্যাপারের মীমাংসার জন্য একদল সৈন্য সাহায্য" করিতে স্বীকার করিয়া নিজামের সহিত এক সন্ধি করিল। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি হায়দরের বিরুদ্ধে ডিসেম্বরের মধ্যে সৈন্য সাহায্য

চাহিলেন। মাদ্রাজ সরকার যথাসত্বর সৈন্য পাঠাইবেন বলিয়া তাঁহাকে ভরসা দিলেন।

ইংরেজ ও নিজামের সম্মিলিত আক্রমণের আশঙ্কায় হায়দর পত্রসহ আবার মাদ্রাজে দূত পাঠাইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবিত শর্ত ইঙ্গ-নিজাম সন্ধির বিরোধী বলিয়া মাদ্রাজ সরকার তাহাতে সম্মত হইলেন না। বাধ্য হইয়া হায়দরকে একাই ইংরেজ, নিজাম, মারাঠা ও মুহম্মদ আলীর সমবায়ে গঠিত বিরাট রাষ্ট্র-সংঘের সম্মুখীন হইতে হইল। ইঙ্গ-নিজাম সন্ধি ও মারাঠা আক্রমণের সংবাদই ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ স্থগিত রাখিয়া তাঁহার স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তনের হেতু।

প্রথম মহিশূর যুদ্ধ

"খাওয়ার আগ, দরবারের শেষ।" প্রথমে আক্রমণ করিতে পারিলে লুটপাটের সুবিধা। কাজেই মারাঠারা মিত্রদের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই যুদ্ধে নামিল। হায়দর করিম খাঁর মারফতে তাহাদিগকে যুদ্ধে নিবৃত্ত রাখার জন্য ১২ লক্ষ টাকা দানের প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু পেশোয়া ৭৫ লক্ষ টাকা, সুন্দ রাজ্য ও মারাঠাদের নিকট হইতে বিজিত সমগ্র জনপদ দাবী করায় আলোচনা ফাঁসিয়া গেল (ডিসেম্বর, ১৭৬৬)।

মারাঠারা জানুয়ারীতে (১৭৬৭) কৃষ্ণা অতিক্রম করিল। আবদুল হাকিম তাহাদের সহিত যোগদানে বাধ্য হইলেন। মুরারি রাওর জন্যও লোক প্রেরিত হইল। হায়দর যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি সিয়া, বেদনূর ও বাঙ্গালোর সুরক্ষিত করিয়া স্বয়ং শ্রীরঙ্গপত্তমে রহিলেন। শত্রুদিগকে হাতে না মারিয়া ভাতে মারার চেষ্টা করাই তাহার নিকট বাঞ্ছনীয় মনে হইল। তাঁহার সৈন্যরা পথিপার্শ্বস্থ সমস্ত কূপের পানি বিষাক্ত করিল, জলাশয়গুলির বাঁধ ভাঙিয়া দিল। শস্যাদি দগ্ধ বা প্রোথিত করিল, কৃষকদিগকেও স্থানান্তরে তাড়াইয়া দিল। ফলে মারাঠাদের গমন-পথের নিকট-বর্তী জনপথ এক নাতি-বৃহৎ মরুভূমিতে পরিণত হইল।

কিন্তু মারাঠারা ছিল পঙ্গপালের মত। তাহারা ১৫ মাইল স্থান জুড়িয়া অগ্রসর হইল। কাজেই এই অসম্পূর্ণ মরু-প্রান্তরে তাহাদের কষ্ট হইলেও গতি রুদ্ধ হইল না। তাহারা ঘরের চাল, বৃক্ষ-শাখা ও বৃক্ষমূল হইতে পশু খাদ্য সংগ্রহ করিল, শুষ্ক নদীতল খুঁড়িয়া জল বাহির করিল। এই চমৎকার উদ্ভাবনী-শক্তির দরুন হায়দরের কৌশল ব্যর্থ হইয়া গেল। এক মাসের মধ্যেই পেশোয়া কাঞ্চন, গুত্তি, গোদওয়াল, বেল্লারী, সিদনুর, আদোনী, কার্নুল, কনক-গিরি, চিতলদ্রুগ, দেবদ্রুগ ও রায়দ্রুগ হইতে নগদ মুনশি-গিরির খরচ ব্যতীত ২৫ লক্ষ টাকার হুন্ডি পাইলেন।

ফেব্রুয়ারীতে মারাঠারা সিরায় হাজির হইল। হায়দরের শ্যালক মীর আলী রেজা খান ছিলেন ইহার ফওজদার। এই দুর্গে ১২,০০০ সুনির্বাচিত সৈন্য ও বিপুল খাদ্যদ্রব্য ছিল। তথাপি তিনি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রাচীরাভ্যন্তরে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার ৪০/৫০ জন সৈন্য নিহত, ৩০০ আহত এবং ২০০ অশ্ব ও সাতটির মধ্যে পাঁচটি কামানই মারাঠাদের হস্তগত হইল। গোপাল রাও পাটবর্ধন তাঁহার সহিত আলোচনা চালাইলেন। ফলে দশ-বার দিন পরে তিনি গরমকুন্ড জেলার জায়গীর পাইয়া পেশোয়াকে দুর্গ ছড়িয়া দিলেন। মারাঠা শিবিরে মীর রেজা ভীষণ অস্বস্তি বোধ করিতেন। চেনা রায়দ্রুগে অবস্থানকালে একরাত্রে কয়েক জন পিন্ডারী মুরারি রাওর লোকদের সহিত মিশিয়া তাঁহার শিবির লুন্ঠন করিল। তাহারা এমন কি তাঁহার জানানা মহলেও ঢুকিয়া পড়িল। এই সংবাদে পেশোয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। ৪০/৫০ জন দস্যুর হস্ত কর্তিত হইল। মীর রেজা অশ্ব, পোষাক, বাসন, অলঙ্কার ও আসবাব-পত্র ব্যতীত প্রায় লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাইলেন। মুরারি রাওর সহিত তাঁহার সদ্ভাব না থাকায় এই দস্যুতার জন্য তৎপ্রতি তাঁহার সন্দেহ রহিয়া গেল।

মার্চের প্রথমে পেশোয়া মাদগিরি আক্রমণ করিলেন। দ্বিতীয় দিনে দুর্গ-প্রাচীর বিধ্বস্ত হইলে রক্ষীরা আত্ম-সমর্পণ করিল। বেদনূরের রাজা ও রাজ-মাতা এখানেই বন্দী ছিলেন। তাঁহারা এখন মুক্তি পাইলেন। ক্রমে চেনারায়দ্রুগ, মাদকসিরা, দুদ বালাপুর, চিক্ক-বালাপুর, দেওয়ানহল্লী, অস্কোটা ও কোলার পেশোয়ার হাতে আসিল।

মারাঠাদের অগ্রগতি ও নিজামের যুদ্ধযাত্রার সংবাদে ভীত হইয়া হায়দর শান্তি স্থাপনে ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। জানুয়ারীতে তিনি এজন্য ১২ ও পরে ২১ লক্ষ টাকা দিতে চাহেন। এখন তিনি এমন কি মারাঠাদের সহযোগিতায় ইংরেজ ও মুহম্মদ আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রারও প্রস্তাব করিলেন। ইহাকে ফাঁকী দানের চেষ্টা মনে করিয়া মাধব রাও উত্তর দিলেন, নিজাম ও ইংরেজ তাঁহার বন্ধু; তিনি স্বয়ং বাঙ্গালোর ও নিজাম শ্রীরঙ্গপত্তম দখলে আনিবেন।

হায়দর নিরুপায় হইয়া আপ্পাজি রামকে মারাঠা-শিবিরে প্রেরণ করিলেন। প্রকৃতপক্ষে সন্ধি স্থাপনে পেশোয়ার আগ্রহও কম ছিল না। নিজাম আসিয়া তাঁহার মুখের গ্রাসে ভাগ বসাইবার পূর্বে তিনি যাহা পারেন, তাহাই আদায় করিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িতে চাইলেন। তাঁহার দাবী এখন ৪০ লক্ষে নামিয়া আসিল। শেষ পর্যন্ত তিনি ৩৩ লক্ষ টাকা গ্রহণে সম্মত হইলেন। এতদ্ব্যতীত মাদগিরি, চেনারায় দুর্গ, দুদ বালাপুর, অস্কোটা এবং আরও দুইটি পরগণা মারাঠাদের দখলে রহিল। হায়দর অন্যান্য বিজিত জনপদ ফিরিয়া পাইলেন। মার্চের শেষে তিনি অর্ধেক টাকা প্রদান করিলেন; বাকী অর্ধেকের জন্য কোলার জেলা জামিন রইল। মে মাসের প্রথমে ইহাও শোধ করিলে মারাঠারা হৃষ্টচিত্তে কোলার ছাড়িয়া দিয়া স্বরাজ্যে চলিয়া গেল (মে ১১)।

ইতিমধ্যে নন্দরাজা তাঁহার লুপ্ত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য নিজাম ও পেশোয়ার সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তজ্জন্য হায়দর তাঁহাকে শ্রীরঙ্গপত্তম আনাইয়া নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন; তাঁহার জায়গীর সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল।

পেশোয়ার প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই রণক্ষেত্রে নিজাম আলী খাঁর আবির্ভাব ঘটিল। কর্ণেল স্মিথের অধীনে একদল ইংরেজ সৈন্যও তাঁহার সঙ্গে আসিল। এভাবে যুদ্ধবন্ধের কৈফিয়ৎ চাহিলে পেশোয়া উত্তর দিলেন, চৌথ পাইলে যুদ্ধ করা মারাঠা-রীতি নহে। নিজাম ও ইংরেজের দূত লুন্ঠিত দ্রব্যাদির অংশ দাবী করিতে গিয়া বিদ্রূপবাণে জর্জরিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। সুযোগ বুঝিয়া হায়দর তাঁহার কূটনীতি প্রয়োগ করিলেন। মাহ্‌ফুজ খান ৫০,০০০ প্যাগোডা ও কয়েকটি হস্তী উপহার লইয়া নিজামের নিকট প্রেরিত হইলেন। আনওয়ারউদ্দীনের দেওয়ান সোনাপত রাও তখন নিজাম শিবিরে। প্রতিপত্তিশালী আমীর শের-জঙ্গ ও ভীষণ ইংরেজবিরোধী ছিলেন। তাঁহাদের প্রভাবে নিজামের মন পরিবর্তন হইল। বন্ধুরা ইতঃপূর্বেই কোষাগার উজাড় করিয়া নেওয়ায় ও তাহাদের সাফল্যের অংশ লাভে বঞ্চিত হওয়ায় নিরর্থক যুদ্ধের

সৈন্য ক্ষয় করিতে নিজামের ইচ্ছা ছিল না। কয়েকবার দূত প্রেরণের পর হায়দর তাঁহাকে স্বপক্ষে আনয়নে সমর্থ হইলেন। তাঁহার কূটনীতিতে কেবল অদম্য রাষ্ট্র-সংঘই ভাঙিয়া গেল না, ঈপ্সিত বন্ধুও জুটিল, পক্ষান্তরে ষড়যন্ত্রকারী ইংরেজেরা একেবারে নিঃসঙ্গ হইয়া পড়িল।

মাদ্রাজ সরকারের আনাড়ী নীতি শুধু নিজামের বেলায়ই ব্যর্থ হইল না, মারাঠাদের ব্যাপারেও উহা তুল্য ফল প্রসব করিল। লেফ্‌টেন্যান্ট উড সন্ধির প্রস্তাব লইয়া পেশোয়ার নিকট প্রেরিত হইলেন সেখানে তিনি নিতান্ত অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহার পাইলেন। মারাঠারা হায়দরের সহিত সন্ধি করিয়া মহিশূর ত্যাগ করিল। অপমানিত বৃটিশ দূত ক্ষুব্ধ চিত্তে মাদ্রাজে ফিরিয়া গেলেন।

মাদ্রাজের মূর্খ ইংরেজেরা কপট বন্ধুদের সাহায্যে 'মহিশূর রাজ্যকে পূর্ব সীমানায় সংকুচিত ও কর্ণাটের শান্তিভঙ্গকারী লোকটির রাজ্য লিপ্সা সংযত করিতে চাহিয়াছিল। তাহাদের রণ-সজ্জা, এমনকি রসদ-পত্র সংগ্রহ সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই হায়দর তাহাদের সমস্ত ফন্দি ব্যর্থ করিয়া দিলেন। নিজাম কর্তৃক পরিত্যক্ত ও মারাঠাদের হাতে লাঞ্ছিত হইয়া তাহারা নিতান্ত হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িল।*

এমন কি ডিরেক্টর-সভা ও মাদ্রাজ সরকারকে বিদ্রূপ করিয়া লিখিলেন, "মারাঠাদিগকে সংযত রাখার জন্য হায়দরের শক্তি প্রয়োজন বলিয়া ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুনের পত্রে আপনারা তাঁহার সহিত শত্রুতায় লিপ্ত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। বৎসর না ঘুরিতেই হায়দরের ক্ষমতা নিজামের সহিত মিলনের হেতু বলিয়া নির্দেশিত হইতেছে. আর উহার সঙ্কোচ সাধন আপনাদের নীতির প্রধান প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।... আপনারা অযৌক্তিক ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে দেশীয় শক্তিগুলি

---

* Their hollow alliances and diplomatic counter plots were foiled completely by Haidar who made them look ridiculous.—Singha, 100.

নিজেদের মধ্যে শক্তি-সাম্য গঠন করিত না; তাহাদের বিবাদের ফলে আপনারা শান্তিতে থাকিতে পারিতেন।" সাত সমুদ্র, তের নদীর ওপার হইতে কর্তৃপক্ষ যাহা দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মূর্খ কর্মচারীরা ঘটনা-স্থলে থাকিয়াও তাহা বুঝিতে পারে নাই।

বৃটিশ নীতি অন্যায় হইলেও তাহারাই প্রথমে শত্রুতা আরম্ভ করিল। কর্ণাটের নওয়াব বড় মহলের মালিক, এই ছুতায় তাহারা এই সুসমৃদ্ধ জনপদ আক্রমণ করিয়া বসিল। একজন মেজর কতিপয় ইউরোপীয় সৈন্য ও দুই ব্যাটেলিয়ান সিপাহী লইয়া অরক্ষিত জনপদ লুন্ঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু কোন দৃঢ় দুর্গ অধিকার বা দেশ দখলে রাখলে রাখার মত জনবল ইংরেজদের ছিল না। ত্রিপাতুল, ভনিয়াম্বাদী, কাবেরীপতম প্রভৃতি নাতি-সুরক্ষিত স্থান সহজেই তাহাদের হাতে আসিল (মে, ১৭৬৭)। কিন্তু ৩রা জুন (বড় মহলের রাজধানী) কৃষ্ণগিরি দখল করিতে আসিয়া আক্রমণকারীদের প্রায় সকলেই বিনষ্ট হইল।

নিজামের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলে স্মিথ সীমান্তের সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার অধীনে মাত্র ৬০০ ইংরেজ সৈন্য ও ছয় ব্যাটেলিয়ান সিপাহী ছিল। হায়দরের ছিল ২১০ জন ইউরোপীয়, ১০০০ চমৎকার মোগল অশ্বারোহী, ১২,০০০ অন্যান্য অশ্বারোহী ৯০০০ বন্দুকধারী সিপাহী, ৪০০০ অন্যান্য সিপাহী ও ৪০০০ গোলন্দাজ। তন্মধ্যে ১২,০০০ পদাতিক বাস্তবিকই উৎকৃষ্ট। নিজামের অধীনে ২৫/৩০ হাজার অশ্বারোহী ও ১০,০০০ পদাতিক ছিল। তাঁহার কামানের সংখ্যা ছিল ৬০ ও হায়দরের ৪৯। কাজেই কর্ণেল উডের অধীনে একটি বৃহত্তর বাহিনী থাকা সত্ত্বেও ইংরেজের পক্ষে জয়লাভ সম্ভবপর ছিল না।

আগষ্টের মধ্যভাগে স্মিথ মালপত্তির ১১ মাইল দক্ষিণে শিবির সরাইয়া নিলেন। হায়দর প্রথমে রসদপত্র আমদানীর পথ বন্ধ করিয়া ইংরেজদিগকে উত্যক্ত করিতে লাগিলেন। তাহাদের গুপ্তচর বিভাগ এতই অপদার্থ ছিল যে, ২৫শে আগষ্টের পূর্বে স্মিথ

নিজাম ও হায়দরের গতিবিধি সম্পর্কে কোনই সঠিক খবর জানিতে পারিলেন না। ইংরেজেরা তাহাদের গবাদি পশু চরিতে পাঠাইয়াছিল। একদিন মখ্‌দুম সাহেব উহাদের অধিকাংশই তাড়াইয়া লইয়া গেলেন। একদল ইংরেজ অশ্বারোহী বাধা দিতে আসিল। কিন্তু তাহাতে তাহারা বিতাড়িত ও তাহাদের এক তৃতীয়াংশ নিহত হইল। মখ্‌দুমের ৪০০০ অশ্বারোহী চতুর্দিকস্থ জনপদ লুন্ঠন করিতে লাগিল। এমন কি তাহাদের একদল সিঙ্গারপেত্তা গিরি-সঙ্কট দিয়া কর্ণাটে ঢুকিয়া পড়িল। এ সংবাদে স্মিথের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

২৮শে আগষ্ট (১৭৬৭) হায়দর কাবেরীপতম্ অবরোধ করিলেন। সৈন্য-সংখ্যা পর্যাপ্ত নহে বলিয়া স্মিথ তাঁহাকে বাধা দানের চেষ্টা করিতে পারিলেন না। অবরুদ্ধ নাগরিকগণকে ভাগ্যের উপর ছাড়িয়া দিয়া তিনি ত্রিনোমালাই যাত্রা করিলেন। পরদিন কাবেরীপতমের পতন ঘটিল। ৩০শে আগষ্ট স্মিথ অরণ্যপথে সিঙ্গার পেত্তার দিকে অগ্রসর হইলেন। হায়দরের অশ্বারোহীরা তাঁহার অনুসরণ করিল, কিন্তু চোখের আড়ালে রহিল। ৩১শে আগষ্ট প্রাতে ইংরেজেরা গিরি-সঙ্কটে প্রবেশ করিল। অমনি তাহারা তাহাদের ঘাড়ে পড়িল কিন্তু দ্রুত গোলাবৃষ্টির পর সরিয়া গেল। জনৈক ইংরেজ সৈনিক লিখিয়াছেন, "আমরা দড়ির ন্যায় দীর্ঘ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, কেহ বা হামাগুড়ি দিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম। এমতাবস্থায় জগতের কোন অশ্বারোহীদল যে এত নিবিড় অরণ্যে পদাতিক বাহিনী আক্রমণ করিতে পারে, তাহা আমার বিশ্বাস হইতে চাহে নাই।"

নিজামের নির্বন্ধাতিশয্যে ২রা সেপ্টেম্বর হায়দর সম্মুখ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে মনস্থ করিলেন। চ্যাঙ্গামার নিকট রাস্তার পাশে একটি গ্রাম ও পাহাড় ছিল। তিনি সেখানে ইংরেজদের গতিরোধ করাইয়া স্বয়ং তাহাদের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণের সঙ্কল্প করিলেন। নিজামের সেনাপতি রাজা রামচন্দ্র রাও ৫০০০ অশ্বারোহী ও কিছু পদাতিক লইয়া স্থানটি দখলে আনিতে প্রেরিত

হইলেন। কিন্তু কাপ্তান কস্‌বীর সৈন্যেরা তাঁহাকে বন্দুক হাতে আক্রমণ করিয়া সেখান হইতে তাড়াইয়া দিল। হায়দর তাঁহার উৎকৃষ্ট সৈন্য লইয়া পাহাড় পুনরাধিকারের চেষ্টা করিলেন। একবার তাঁহারা বাস্তবিকই গ্রাম দখল করিলেন। কিন্তু কাপ্তান বেইলীর সিপাহীরা তাহাদিগকে হাঁকাইয়া দিল। অপরাহ্ণ ১টা হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইয়া হায়দর রণক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। তাঁহার পায়ে একটি সামান্য আঘাত লাগিল। ইংরেজ পক্ষে ৬ জন ইউরোপীয়ান ও ১২৫ জন সিপাহী আহত বা নিহত হইল। পক্ষান্তরে নিজাম ও হায়দরের হতাহতের সংখ্যা নাকি ২৫০০।

চ্যাঙ্গামার যুদ্ধ নিতান্ত অ-চুড়ান্ত ব্যাপার। বৃটিশ প্রধান সেনাপতির সম্মুখ দিয়াই হায়দরের অশ্বারোহীরা বিভিন্ন গিরি-সঙ্কটের পথে কর্ণাটে প্রবেশ করিল। লেফ্‌টেন্যান্ট হিচক তাহাদের সহিত যোগদান করিলেন। পক্ষান্তরে স্মিথের রণ-নৈপুণ্য সম্পর্কে হায়দরের অতি উচ্চ ধারণা জন্মিল। ইহা পরে কোম্পানীর অত্যন্ত কাজে লাগে।

ইংরেজরা পরদিন প্রাতে যাত্রারম্ভ করিল। হায়দরের সৈন্যেরা দূরে থাকিয়া তাহাদের মালপত্র লুণ্ঠন করিতে লাগিল। একদল অশ্বারোহী মেজর বঞ্জৌরের অনুসরণ করিল। পথে পড়িল এক নদী। উহার তীর যেমন খাড়া, তেমনি অতি বন্ধুর ও ঝোপ-জঙ্গলে পূর্ণ। হায়দরের অশ্বারোহীরা এখানে ইংরেজদের ভিতর ঢুকিয়া প্রচুর মালপত্র লুণ্ঠন করিল। তাহারা এমনকি তাহাদের ঢাকবাহী বলদগুলি পর্যন্ত কাড়িয়া লইল। বেচারারা উর্ধ্বশ্বাসে ২৭ মাইল ছুটিয়া অপরাহ্নে ৪ টায় ত্রিনোমালাইয়ে পৌঁছিল। পথে তাহারা কোথাও বিশ্রাম বা পানি পান করিল না, পশুগুলির ভারও নামাইল না।

৫ই সেপ্টেম্বর (১৭৬৭) মিত্র বাহিনী ইংরেজদের পশ্চাদনু-সরণ করিল। ত্রিনোমালাইর ছয় মাইল দূরে তাহাদের তাঁবু পড়িল। ৮ই সেপ্টেম্বর উড সদলবলে স্মিথের সহিত যোগদান করিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, হায়দর তাঁহাদের সম্মিলনে বাধা-

দানের কোনই চেষ্টা করিলেন না। ফলে ইংরেজের সৈন্যসংখ্যা ৬৮৩০ জনে উঠিল; তম্মধ্যে ১০৩০ জন অশ্বারোহী। তাহাদের ১৬টি কামানও ছিল। তাহারা একবার ৮ মাইল উত্তরস্থ কলসপক্কমে গিয়া ১৪ই সেপ্টেম্বর ফিরিয়া আসিল। মিত্রবাহিনী চতুর্দিকস্থ জনপদ উৎসন্ন করায় তাহাদের খাদ্যাভাব ঘটিল! কাজেই তাহারা দুই দিন পরে আবার কলসপক্কমে গমন করিল। সেখানে তাহারা মৃত্তিকা-ভাণ্ডারে কিছু শস্য পাইল।

হায়দরের বীর-পুত্র টিপু গাজী খান নামক জনৈক প্রবীন কর্মচারীর পরিচালনায় ৫০০০ অশ্বারোহী লইয়া ২১শে সেপ্টেম্বর ইংরেজ বাহিনীর সম্মুখে হাজির হইলেন। এসময় তাঁহার বয়স মাত্র সতর বৎসর। ফিটজেরাল্ড কামান দাগিয়া মহিশূরীদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। লুণ্ঠন করিতে করিতে তাহারা মাদ্রাজের নিকটস্থ সেণ্ট টমাস শৈলে পৌঁছিল। গভর্ণর, সপুত্রক মুহম্মদ আলী, কর্ণেল কল ও পরিষদের প্রায় সমস্ত সভ্য তখন শহরের বাহিরের কোম্পানীর বাগে। তাঁহাদের সকলেরই ধরা পড়ার উপক্রম হইল। সৌভাগ্যবশতঃ বাগানের বিপরীত দিকে একখানা ক্ষুদ্র পোত ছিল। তাঁহারা তাহাতে উঠিয়া পলাইয়া গেলেন। তাঁহাদের বাগান-বাড়ীগুলি লুণ্ঠিত হইল। মাদ্রাজের লোকেরা আতঙ্কে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। এমন কি, শহরের পতন ঘটিয়াছে বলিয়াও জনরব উঠিল। ফলে কোম্পানীর শেয়ারের দাম ২৭৫ হইতে ২২২ টাকায় নামিয়া আসিল। মহিশূর বাহিনী লুণ্ঠনে না মাতিয়া সভ্যগণকে ধৃত করিলে ইংরেজেরা এ সময়ই যুদ্ধ বন্ধ করিতে বাধ্য হইত।

২৪শে সেপ্টেম্বর বৃটিশ বাহিনী আবার ত্রিনোমালাইয়ে প্রত্যাবর্তন করিল। তাহাদের এ সকল যাত্রা ও প্রতি-যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল মিত্রবাহিনীকে শিবিরের বাহিরে আসিতে প্রলুব্ধ করা। কিন্তু তাহাদের মতলব সিদ্ধ হইল না। ২৫শে সেপ্টেম্বর তাহারা শত্রুপক্ষের নিকট আসিল। কিন্তু স্থানটি আক্রমণের উপযোগী বিবেচিত হইল না। মহিশূর বাহিনী শিবির ভাঙ্গিয়া তিন মাইল দক্ষিণে উচ্চ

পাহাড়ে ঢুকিয়া পড়িল। নৈশ আক্রমণের ভয়ে দৃঢ় উপদুর্গ উঠাইয়া তাহারা তাহাদের ছাউনি সুরক্ষিত করিল।

এই দুর্ভেদ্য আশ্রয় ত্যাগ না করিলে হায়দর ইংরেজদিগকে ভাতে মারিতে পারিতেন। কিন্তু নিজামের প্ররোচনায় এবারও তাঁহার মতিভ্রম ঘটিল। ২৬শে সেপ্টেম্বর ইংরেজেরা বিস্ময়-পুলকে দেখিল, মিত্রবাহিনী ষোলটি বৃহৎ কামান লইয়া একটি জলাভূমি সম্মুখে রাখিয়া তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহারা অচিরে গোলা বৃষ্টি আরম্ভ করায় ইংরেজেরা মনে করিল হাতাহাতি যুদ্ধ না করিয়া তাহাদিগকে শিবির হইতে বিতাড়িত করাই মিত্রবাহিনীর উদ্দেশ্য। স্মিথের কামান ক্ষুদ্রতর ছিল বলিয়া তিনি গোলাবৃষ্টির প্রত্যুত্তর দিতে পারিলেন না। উভয় শিবিরের মধ্যে ছিল একটি উচচ পাহাড়। কাপ্তান কুক ইহা অধিকারে আদিষ্ট হইলেন। ইংরেজরা ইহার ডান দিক ঘুরিয়া অগ্রসর হইল। পক্ষান্তরে তাহারা প্রত্যাবর্তন করিতেছে ভাবিয়া মহিশুরীরা বাম দিক ঘুরিয়া ছুটিল। পাহাড়ের আড়ালে থাকায় তাহারা শত্রুদের গতি-প্রকৃতি বুঝিতে পারে নাই। এখন তাহাদিগকে অগ্র-সর হইতে দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইয়া গেল। তাহাদের এক-দল সিপাহী সম্মুখস্থ কয়েকটি বিক্ষিপ্ত শৈল দখলে আনিল। আর একদল পাহাড়ে উঠিতে গিয়া বিতাড়িত হইল। শৈলগুলিও আবার ইংরেজের দখলে চলিয়া গেল। তাহাদের মূল বাহিনী আরও দক্ষিণ পাশের প্রান্তরের দিকে অগ্রসর হইল। অশ্বারোহীরা ইংরেজদিগকে ঘিরিয়া এক প্রকার অর্ধবৃত্ত গঠন করিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ইংরেজদের গোলাবৃস্টিতে বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত তাহারা কিংকর্তব্য বিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। শেষ বেলায় একদল অশ্বারোহী ইংরেজদের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণের চেষ্টা করিল। কিন্তু মেজর ফিটজেরাল্ড পশ্চাদ্ভাগ হইতে ঘুরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিলে তাহারা ঘোড়া ছুটাইয়া চম্পট দিল। রাত্রের গাঢ় অন্ধকারে স্মিথ রণক্ষেত্র অধিকার করিলেন। মিত্রবাহিনী তাহাদের সুরক্ষিত শিবিরে প্রত্যা-বর্তন করিল।

নিজাম তৎক্ষণাৎ সিঙ্গারপেত্তার দিকে অগ্রসর হইলেন। হায়দর তাঁহার উৎকৃষ্ট সৈন্যগণকে উপদুর্গে স্থাপন করিয়া স্বয়ং তাহাদের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিলেন। মিত্র সৈন্যরা সারারাত ধরিয়া মালপত্র অপসারণ করিল। ইংরেজেরা এক মাইল দূর হইতে মশালের আলোতে তাহা টের পাইয়া তাহাতে বাধা দানে ছুটিল। কিন্তু তাহারা মধ্যবর্তী জলাভূমিতে আটকাইয়া গেল। এক চর খবর দিল, অনেক দূর না ঘুরিয়া সেখানে যাওয়া যাইবে না। পরদিন এ সংবাদ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় তাহাদের আফসোসের সীমা রইল না। মিত্রপক্ষ বহন করিতে না পারায় ৪১টি কামান ফেলিয়া যায়; স্মিথকে এগুলি লইয়া সন্তুস্ট থাকিতে হইল। ডি লা টুরের মতে ইংরেজেরা মাত্র তাহাদের একটি হাত কামান পুনরুদ্ধার করিল। উড ও ফিটজেরাল্ড টিপুর প্রত্যাবর্তনে বাধা দানে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু চটপটে শাহাজাদা তাঁহাদের উপস্থিতির পূর্বেই সদলবলে সরিয়া পড়িলেন।

ত্রিনোমালাইর ব্যর্থতায় হায়দর একটা বড় আঘাত পাইলেন, কিন্তু ইংরেজরাও ইহাতে চূড়ান্ত জয়ের অধিকারী হইল না; ইহার ফলে আপাততঃ হায়দরের মাদ্রাজ আক্রমণ স্থগিত রহিল মাত্র। কিন্তু এই অকৃতকার্যতার কূটনৈতিক ফলই হইল সর্বাপেক্ষা মারাত্মক। নিজামের বিশ্বস্ততায় হায়দরের ন্যায়তঃ সন্দেহ জন্মিল। একে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাইতে লাগিলেন। ফলে তাহাদের মধ্যে ভাঙন ধরিল। মাহফুজ খান এ সময় দক্ষিণাঞ্চলের পলিগারদের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ বপন করিতে ছিলেন। ২রা অক্টোবর রাত্রে মাদুরার শাসনকর্তা কর্ণেল বাক তাঁহাকে ধরিয়া নিয়া মুহম্মদ আলীর হস্তে অর্পণ করিলেন।

শীঘ্রই ভীষণ বারিপাত আরম্ভ হইল। হায়দর একমাস কাল কল্লিমোদুতে অপেক্ষা করিয়া শত্রুপক্ষের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিলেন। তাহারা তিন দলে বিভক্ত হইয়া ত্রিনোমালাই কঞ্জেভেরাম ও ত্রিচিনোপল্লীতে আশ্রয় লইল। কিন্তু হায়দরের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গড়া। ইংরেজেরা প্রাচ্যে কঠোর শ্রমী শত্রুর

সাক্ষাৎ পায় নাই। বর্ষার মধ্যেও তিনি কাবেরীপতমে সৈন্য বন্টন সমাবেশে বিরত হইলেন না। প্রত্যহ অন্ততঃ ৬০০ গো-যান বাঙ্গালোর ও কাবেরীপতমের মধ্যে যাতায়াত করিতে লাগিল। ইংরেজদের সৈন্য বন্টন সম্পূর্ণ হওয়া মাত্রই তিনি বড় মহলে আপতিত হইলেন। ৫ই নভেম্বর তিরুপাতুর ও ৭ই নভেম্বর ভনিয়াম্বাদি তাঁহার দখলে আসিল। লেফ্‌টেন্যান্ট ডেভিস ও রবিনসন সহ ভনিয়াম্বাদির সমস্ত সিপাহী বন্দী হইল। হায়দর প্রায় সকলের সঙ্গেই বেশ সদয় ব্যবহার করিলেন। সেনাপতি তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করায় মুক্তি পাইলেন। সিপাহীদের কিয়দংশ তাঁহার অধীনে চাকরী গ্রহণ করিল; তাঁহার সৈন্যগণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কয়েক-জনকে তিনি সঙ্গে লইয়া গেলেন। অবশিষ্ট লোক কারারুদ্ধ হইল।

১৫ই সেপ্টেম্বর হায়দর আম্বুর অবরোধ করিলেন। ইহা এক বিশুদ্ধ স্ফটিক পর্বতের শিখরদেশে অবস্থিত। মাত্র গোপনে হামাগুড়ি দিয়া অতি কষ্টে উপরে উঠা যাইত। কাপ্তান ক্যাল-ভার্ট কিল্লাদার মুখলিস খাঁকে কৌশলে বন্দী করিয়া ইহা হস্ত-গত করেন। হায়দর এখানে প্রবল বাধা পাইলেন। তিনি সাতাশটি কামান আনাইয়া নয় জায়গায় পাতিয়া প্রাচীরের দুই স্থান ভগ্ন করিতে সমর্থ হইলেন; কিন্তু কিছুতেই নিকটবর্তী হইতে পারি-লেন না। ক্যালভার্ট সহজেই ভগ্নস্থান ভরাট করিয়া ফেলিলেন। অচিরে দুর্গে খাদ্যাভাব ঘটিল। ইউরোপীয়েরা আত্মসমর্পণের জন্য তাঁহাকে চাপিয়া ধরিল। তিনি অনেক বুঝাইয়া তাহাদিগকে শান্ত করিলেন। এমতাবস্থায় ইংরেজ বাহিনী আর ছাউনিতে আরাম করিতে পারিল না। সাজসজ্জা নিতান্ত শোচনীয় হইলেও তাহারা ২রা ও ৩রা ডিসেম্বর ভেলোর ত্যাগ করিল। সমগ্র কর্ণাট হইতে স্মিথ এক সপ্তাহের অধিক খোরাকী যোগাড় করিতে পারিলেন না। তাহাই ৬০০ বলদের পিঠে চাপাইয়া ৭ই ডিসেম্বর তিনি আম্বুরে পৌঁছিলেন। তাঁহার আগমনে হায়দর অবরোধ উঠাইয়া ভানিয়াম্বাদি চলিয়া গেলেন।

প্রত্যাবর্তনে হায়দর যথেষ্ট কৌশলের পরিচয় দিলেন। নিজামের অপেক্ষাকৃত বিশৃঙ্খল বাহিনী অগ্রে পাঠাইয়া তিনি স্বয়ং পশ্চাতে রহিলেন। ইংরেজেরা পরদিন প্রত্যুষে ৩টায় রওয়ানা হইয়া ৯টার সময় তাঁহার সন্ধান পাইল। তিনি খুব সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান করিতে ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে ছিল নদী, পশ্চাতে দুর্গ, বামে ভনিয়াম্বাদি শহর ও দক্ষিণে শৈলশ্রেণী। নদীটি খুব গভীর না হইলেও উহার তীর খাড়া। ইংরেজদের বামে গভীর খাল ও ধানক্ষেত এবং দক্ষিণে বড় বড় খাতপূর্ণ ঝোপ-জঙ্গল থাকায় তাহাদিগকে সটান সম্মুখে অগ্রসর হইতে হইল। অপর তীরে হায়দরের কামান তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিল। আনাড়ী গোলন্দাজেরা শত্রুপক্ষের বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারিল না। একদল ইংরেজ সৈন্য বাম পার্শ্বের কামানরাজি আক্রমণ করিল; কিন্তু হায়দর তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। ইংরেজেরা অপর তীর অধিকার করায় মহিশূর বাহিনী দুর্গ ও পেত্তায় সরিয়া গেল। নদীতে অবতরণকালে ইংরেজদের মধ্যে ভীষণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল। হায়দরের অশ্বারোহীরা কর্তব্য পালন করিলে তাহাদিগকে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিত। কিন্তু তাহারা শুধু দুর্গ ও পেত্তাহ হইতে অগ্নিবৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত রহিল। হায়দরের ইউরোপীয় অশ্বারোহীদের সহিত পূর্ব হইতেই ইংরেজদের ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। ম'সিয়ে ডি আমন্টের নেতৃত্বে ৫০ জন ফরাসী তাহাদের সহিত যোগদান করিল। হায়দর অগত্যা অদ্ভুত তৎপরতার সহিত পশ্চাতে সরিয়া গেলেন। স্মিথ বিস্মিত হইয়া বলেন, "তাহারা এত তাড়াতাড়ি প্রত্যাবর্তন করিতে পারে যে, পর্বত বা অপর কিছুই তাহাদের গতিরোধ করিতে পারে না। আমরা তাহাদের নিকট হইতে একটি কামানও পাইলাম না। শত্রুদিগকে সেদিকে ধাওয়া করিবার উপক্রম করিতে দেখিয়াই হায়দর তাহাতে বাধা দানের জন্য পশ্চাদ্ভাগের ১০,০০০ অশ্বারোহীকে আদেশ দান করেন। এমতাবস্থায় কোন সৈন্যদলই তাহাদিগকে ভেদ বা বিশৃঙ্খলভাবে তাহাদের অনুসরণ করিতে সাহসী হয় না।"

ইংরেজেরা তিরুপাতুর অধিকার করিয়া কাবেরীপতম্ যাত্রা করিল। ২০শে ডিসেম্বর কর্ণেল উড তাহাদের সহিত যোগদান করিলেন। ফলে বিশটি কামান ব্যতীত বৃটিশ সৈন্য সংখ্যা হইল এখন ১৫০০ ইউরোপীয় পদাতিক, ৯ ব্যাটালিয়ান সিপাহী ও ২০০০ ভারতীয় অশ্বারোহী। হায়দরের অবস্থান ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। পরিখা কণ্টকাকীর্ণ বেড়া ও আবক্ষ-উচচ বস্ত্র দ্বারা সুরক্ষিত মহিশূরী উপদুর্গ আক্রমণ করিয়া সফলতা লাভের কোনই সম্ভাবনা ছিল না। নিকটবর্তী তিনটি পাহাড়ের সমাবেশে দুর্গ ও পেত্তার আত্মরক্ষা-শক্তি অত্যন্ত বর্ধিত হয়। হায়দরের কয়েকজন অসন্তুষ্ট কর্মচারী ইংরেজের অধীনে চাকরী গ্রহণের জন্য দরখাস্ত করেন। তাঁহাদের যোগদানের সম্ভাবনায় স্মিথ সেখানে বসিয়া রহিলেন। রসদ লইয়া একদল লোক আসারও কথা ছিল। কয়েক দল সিপাহী ও দুইটি কামান লইয়া মেজর ফিটজেরাল্ড তাঁহাদিগকে আগু বাড়াইয়া আনিতে প্রেরিত হন। ২৬শে ডিসেম্বর হায়দর তাঁহার গতিরোধে যাত্রা করিলেন। ৪০০০ অশ্বারোহী, ১০০০ পদাতিক ও দুইটি কামান লইয়া অসি হস্তে তিনি এত দ্রুত উডের শিবির ভেদ করিলেন যে, ইংরেজ সেনাপতি এমন কি, তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণেও সমর্থ হইলেন না।

ফিটজেরাল্ড সময় মত সংবাদ পাইয়া সমস্ত শস্য ও বলদ একটি কর্দমময় দুর্গে রাখিয়া হায়দরের সম্মুখীন হইলেন। কিন্তু মহিশূরীদের কামানের লক্ষ স্থির না থাকায় তাহারা ইংরেজের গোলাবৃষ্টির মুখে টিকিতে পারিল না। হায়দর তাহাদিগকে একত্র করিয়া আবার আক্রমণ করিলেন। কিন্তু গোলার আঘাতে তাঁহার অশ্ব নিহত হইলে ও পাগড়ী উড়িয়া গেলে তিনি প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হইলেন।

কাবেরীপতমের দুর্গরাজি অজেয় হইলেও শত্রু-শিবিরের বিবাদ, মতানৈক্য ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়তায় স্মিথ অত্যন্ত উপকৃত হইলেন। ১৪ই ডিসেম্বর হায়দরের ভারী কামান ও মালপত্র টিপুর নেতৃত্বে বাঙ্গালোরে প্রেরিত হয়। ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে নিজাম সসৈন্যে

উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করেন। এই অকৃতকার্যতার পর হায়দরও তাঁহার পথ ধরিলেন। শুধু ধৈর্যের অভাবে একটি চমৎকার সুযোগ নষ্ট হইয়া গেল। দুই দিন পর্যন্ত ইংরেজেরা অনাহারে ছিল। ফিটজেরাল্ড মাত্র 8 দিন খাবার আনয়ন করেন। কাজেই কেবল হায়দরের প্রস্থানেই তাহারা নিরাপদে খাদ্যান্বেষণে বাহির হইতে পারিল।

এই অভিযানের ব্যর্থতার ফলে নিজাম ও হায়দরের বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইল। ইংরেজেরাও নিজামের আতঙ্ক উৎপাদনের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিল। কর্ণেল হার্ট 'দাক্ষিণাত্যের চাবি' হাম্মামেত অধিকার করিলেন। বাংলার ইংরেজরা এমন কি তাঁহাকে পদচ্যুত করারও প্রস্তাব করিল। বাদশাহ শাহ্ আলম এজন্য তাহাদিগকে সাদা চেক দিতে প্রস্তুত হইলেন। বাংলা সরকার হায়দরাবাদ আক্রমণের জন্য কর্ণেল পীচের অধীনে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। তাহারা ওয়ারাঙ্গল অধিকার করিয়া হায়দরাবাদের রাস্তায় শিবির স্থাপন করিলে রাজধানীর নিরাপত্তার জন্য নিজামের রীতিমত ভয় হইল। ডিসেম্বরের প্রথমেই তিনি গোপনে স্মিথের নিকট সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কাবেরী-পতমে থাকিতে এ বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে বহু পত্র বিনিময় হয়। মাদ্রাজ সরকার তাঁহাকে হায়দরের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া ইংরেজের সঙ্গে যোগদান বা হায়দরাবাদে প্রস্থান করিতে উপদেশ দেন। ইহাই তাঁহার কাবেরীপতম ত্যাগের হেতু। হায়দরের তোষামোদ, প্রতিশ্রুতি বা ভয় প্রদর্শন কিছুই কাজে আসিল না। রুকনুদ্দৌলা ও রাজা রামচন্দ্র রায় পরদিনই সন্ধিশর্ত আলোচনার জন্য মাদ্রাজে প্রেরিত হইলেন। ১০,০০০ অশ্বারোহী না পাওয়া পর্যন্ত এই আলোচনা চালু রাখা হইবে বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে হায়দরের নিকটও দূত ছুটিল।

ইংরেজেরা হায়দরের শক্তিনাশের এমন সুবর্ণ সুযোগ উপেক্ষা করিতে পারিল না। অনেক আলোচনার পর ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের সন্ধিকে ভিত্তি করিয়া নিজামের সহিত মুহম্মদ আলী ও মাদ্রাজ

সরকারের এক সন্ধি হইল (ফেব্রুয়ারী ২৩, ১৭৬৮)। এতদ্দ্বারা নিজাম মুহম্মদ আলীর স্বত্ব ও উপাধি স্বীকার করিয়া লইলেন। পক্ষান্তরে হায়দর 'বিদ্রোহী ও পরস্বাপহারক' বলিয়া ঘোষিত হইলেন। আসফজাহ তাঁহার স্ব-দত্ত বা পর-দত্ত সমস্ত সনদ, পদবী ও ক্ষমতা কাড়িয়া লইলেন। এভাবে ঔদ্ধত্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া মিত্রগণ তাঁহার রাজ্য বণ্টনের ভার গ্রহণ করিলেন। নিজাম বার্ষিক সাত লক্ষ টাকা খাজনায় মহিশূরের অন্তর্ভুক্ত কর্ণাটিক বালাঘাট কোম্পানীকে ইজারা দিলেন। বসালৎ জঙ্গের মৃত্যু হইলে বা তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ বা কোন ক্ষতিজনক কার্য করিলে নিজাম তাহাদিগকে গণ্টুর ছাড়িয়া দিতেও সম্মত হইলেন। প্রতিদানে ইংরেজরা যতবার দরকার হইবে, ততবার তাঁহাকে দুই ব্যাটালিয়ান সিপাহী ও ছয়টি কামান দ্বারা সাহায্য করিতে স্বীকার করিল। সমগ্র মহিশূর লুন্ঠন করাই ছিল এই শর্তের উদ্দেশ্য। মারাঠাদের সহিত এই সন্ধির কোন সম্পর্ক ছিল না। তথাপি তাহাদের জন্যও কল্পিত লাভের বখরা বরাদ্দ রহিল। হাতেম তাইজির দল এভাবে বিজিত জনপদে তাহাদের চৌথ আদায়ের অধিকার স্বীকার করিয়া লইলেন। 'কালনেমীর লঙ্কা-ভাগ' আর কাহাকে বলে? তবে নিজাম তাঁহার সমস্ত জনপদ ফিরিয়া পাইলেন। ইহাই হইল তাঁহার একমাত্র নগদ লাভ।

এই সন্ধির ফলে নিজাম এখন হইতে যুদ্ধ বিরত হইলেন। বীরকেশরী হায়দর তাহাতে ভগ্নোৎসাহ না হইয়া একাই ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। নিজামের দলত্যাগে কুটনীতির দিক দিয়া অসুবিধায় পড়িলেও যুদ্ধ চালনায় বরং তাঁহার সুবিধাই হইল। এখন হইতে তিনি অবাধে কার্যপ্রণালী স্থির করার অধিকার পাইলেন।

হায়দরের অনুপস্থিতিতে স্থানীয় ইংরেজ কুঠিয়ালদের প্ররোচনা ও সাহায্যে নায়ারেরা আবার বিদ্রোহী হইল। বোম্বাই সরকার এ সুযোগে মালাবার দখলের জন্য ওয়াটসনের নেতৃত্বে একটি নৌ-বহর এবং মেজর গেভিনের অধীনে ৪০০ ইউরোপীয় ও ৮০০

সিপাহী পাঠাইলেন। এ দিকে মাদ্রাজের ইংরেজরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন দুর্গ হইতে তাঁহার সৈন্যগণকে বিতাড়িত করিতে বাহির হইল। সাময়িকভাবে সামান্য বিপদ উপেক্ষা করিয়া বৃহত্তর বিপদের সম্মুখীন হওয়াই ছিল হায়দরের অবধারিত নীতি। মখ্‌দুম সাহেব ৩০০০ অশ্বারোহী ও কিছু অনিয়মিত সৈন্য লইয়া স্মিথকে উত্যক্ত করার ভার পাইলেন। উহাকে জ্বালাতন করার জন্য আর এক দল সৈন্য নির্দিষ্ট হইল। টিপুকে বাঙ্গালোরে পাঠাইয়া হায়দর স্বয়ং বাঙ্গালোরে হাজির হইলেন (জানুয়ারী ২০/১৭৬৮)। দুর্গের সংস্কারের পর ফয়জুল্লাহ খাঁর উপর ইহার রক্ষার ভার ন্যস্ত করিয়া মূল বাহিনীসহ তিনি পশ্চিমে ছুটিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বিদেশীরা দাগাবাজি ও নেমকহারামির জন্য ঈর্ষাহীন কুখ্যাতি লাভ করে। তাহাদিগকে বিশ্বাস করার উপায় ছিল না বলিয়াই স্টেনেটের সঙ্গে আলী রাজাকে যুগ্ম নৌ-সেনাপতি নিযুক্ত করার ব্যবস্থা হয়। হায়দরের সন্দেহ এখন সত্য প্রমাণিত হইল। ইংরেজদের সহিত স্টেনেটের পূর্বেই একটি চুক্তি হয়। বৃটিশ নৌ-বহর অনোরের অদূরে উপস্থিত হওয়া মাত্রই তিনি ক্ষুদ্র-বৃহৎ ছয়খানা জাহাজ লইয়া তাহাদের সহিত যোগদান করিলেন। অবশিষ্টগুলির অধিকাংশ সহজেই ধরা পড়িল। ফলে হায়দরের নৌ-শক্তির অকাল-মৃত্যু ঘটিল।

মাঙ্গালোরে পর্তুগীজদের একটি সুরক্ষিত কুঠি ছিল। হায়দর মাঙ্গালোর জয়ের পর তাহাদিগকে ইহা ফিরাইয়া দেন। সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও তাহারা বাণিজ্য বিষয়ে নানা অসুবিধা পায়। তথাপি তাহারাও এখন বিশ্বাসঘাতকতা করিল। ইংরেজরা মাঙ্গা-লোরের নদী-মুখস্থিত বাঁধের কামানরাজি দখল করিলে শাসনকর্তা শেখ আলী পর্তুগীজ কাপ্তান কুন্‌হা কস্‌মাওকে ইংরেজদের উপর গোলাবর্ষণের হুকুম দিলেন। নতুবা গ্রেপ্তার করিয়া কুঠির দরজা সীলমোহর করা হইবে বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করা হইল। কিন্তু ফিরিঙ্গির কাপ্তান তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া

বহু ফিরিঙ্গি ও ভারতীয়কে কুঠি রক্ষার জন্য নিয়োজিত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইংরেজদিগকেও সাহায্যের ভরসা দিলেন। কোনখানে তাহারা নিরাপদে অবতরণ করিতে পারিবে, তাহাদিগকে সে সংবাদও প্রেরিত হইল। তাঁহার কৃপায় তাহারা কুঠির ভিতর দিয়া দুর্গে প্রবেশের সুযোগ পাইল। ফলে প্রায় বিনা বাধায় মাঙ্গালোরের পতন ঘটিল (ফেব্রুয়ারী, ১৭৬৮)। কুন্‌হা কুস্‌মাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার ফল পাইলেন। ইংরেজরা তাহার সিপাহী ও অনুচর কাড়িয়া নিল, তিনি পর্তুগীজ পতাকা নামাইতেও বাধ্য হইলেন। শেষে তাহারা তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া গোয়ায় পাঠাইল। অনোর, বিশ্বরাজ দুর্গ ও কয়েকটি স্থান তাহাদের দখলে আসিল। কিন্তু তিলিচেরীর ইংরেজরা কান্নানোরের একটি বিক্ষিপ্ত দুর্গ আক্রমণ করিতে গিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিল। এ দিকে টিপু ১০০০ অশ্বারোহী ও ৩০০০ পদাতিক লইয়া মাঙ্গালোরের সম্মুখে হাজির হইলেন। গেভিন তাঁহাকে বাধা দিতে বাহিরে আসিলেন। একটি খণ্ড-যুদ্ধের পর ২১শে মে বাজার টিপুর দখলে আসিল, কিন্তু তিনি দুর্গ-দ্বার হইতে বিতাড়িত হইলেন। কয়েকদিন পরে হায়দর অত্যন্ত কৌশল ও ক্ষিপ্রতার সহিত নিকটে পৌঁছিলেন। ৯ই মে ইংরেজরা খবর পাইল, ৪০০০ পদাতিক ও ২০০০ অশ্বারোহী এবং কয়েকটি কামান লইয়া টিপুর সহিত হায়দর মিলিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত হায়দর স্বয়ং তাঁহার সহিত যোগদান করিতে আসিয়াছেন। দুর্গে তখন ৪০ জন গোলন্দাজ, ২০০ ইউরোপীয় পদাতিক ও ১২০০ সিপাহী ছিল। এই সংবাদে তাহাদের মধ্যে ভীষণ আতঙ্কের সঞ্চার হইল। ১১ই তারিখ রাত্রি তাহারা জাহাজে উঠিয়া সটান তেলিচেরী পলাইয়া গেল। তাহারা এত তাড়াতাড়ি গমন করিল যে, ২৫০/৩০০ বন্দুক ভিন্ন কিছুই সঙ্গে লইতে পারিল না। হাসপাতালে ৮০ জন ইউরোপীয় পদাতিক সহ ২৫০ বা ২৬০ জন রোগী ছিল। তাহারাও সেখানে পড়িয়া রহিল। ইহাদের সকলেই এখন হায়দরের হাতে বন্দী হইল। স্মিথ এই সর্বাপেক্ষা

অ-সৈনিকোচিত ব্যাপারকে ন্যায়তঃ "ইংরেজের পক্ষের চরম অপমানজনক" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

মাঙ্গালোরের পতনে ইংরেজের পরিত্যক্ত সমস্ত কামান, বন্দুক, অর্থ ও রণ-সম্ভার হায়দরের হস্তগত হইল। তাঁহার সৈন্যদের মনোবল ফিরিয়া আসিল। অচিরে ইংরেজরা সমুদ্রে বিতাড়িত এবং অনোর ও বিশ্বরাজদুর্গ পুনরায় তাঁহার কর-কবলিত হইল। এইরূপে মালাবারে ইংরেজদের স্থল-অভিযান শোচনীয়রূপে ব্যর্থ হইয়া গেল।

মাঙ্গালোরের ঘৃণ্য প্রতারণার পরেও পর্তুগীজেরা আবার বিশ্বাসঘাতকতা করিল। পিরো 'অধিকার ও রক্ষার মিথ্যা ছুতায় তাহারা উহা আক্রমণের প্রয়াস পাইল। হায়দর এই ঘোর অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ করিলে তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইল। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে পুনরায় মাঙ্গালোরে কুটি নির্মাণের অনুমতি দিলেন। ইংরেজ-প্রীতির জন্য ৫ জন ফিরিঙ্গি পাদ্রী করারুদ্ধ হন; তাঁহারাও এখন মুক্তি পাইলেন।

বর্ষাগমের পূর্বেই হায়দর মূল বাহিনী বাঙ্গালোরে পাঠাইয়া দিয়া একদল নির্বাচিত সৈন্যসহ উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বেদনূরের জমিদারেরা ইংরেজদিগকে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করেন। হিসাব-নিকাশের অজুহাতে হায়দর তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া গভীরভাবে বলিলেন,—"আমি আপনাদের রাজদ্রোহের সন্ধান পাইয়াছি। এবার মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে আমার পক্ষে সুবিধাজনক কোন শাস্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।" সঙ্গেই সঙ্গেই তিনি জরিমানার এক দীর্ঘ ফিরিস্তি বাহির করিলেন। যাঁহারা ভয়ে দরবারে আসেন নাই, তাঁহাদের নিকট হইতেও অর্থ-দন্ড আদায়ের যথোচিত ব্যবস্থা হইল।

ইহা হায়দরের বিচক্ষণতার উজ্জ্বল প্রমাণ। কোণরূপ নির্যাতন ভোগ করিতে না হওয়ায় জমিদারেরা সন্তুষ্ট হইলেন; পক্ষান্তরে জরিমানার টাকায় হায়দরের অর্থাভাব দূর হইল। বস্তুতঃ সাধারণ লোকে যেখানে শুধু বিপদের বিভীষিকাময়ী মূর্তি দেখিতে

পাইত, এই অসাধারণ, সুবিজ্ঞ পুরুষ প্রত্যেকটি ব্যাপারে তাহা হইতেই সর্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা আদায় করিয়া লইতে পারিতেন।*

ইতিমধ্যে মালাবারের বিদ্রোহী নায়ারেরা হায়দরের অধিকাংশ দারুদুর্গ অধিকার করিয়া লয়। সেনাপতি আসফ খানও তাহাদের হস্তে নিহত হন। তাহাদিগকে জব্দ করার জন্য হায়দর এক চমৎকার উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তাঁহার উপদেশে রাজস্ব-সচিব মদন অধিকাংশ সর্দারকে খবর দিলেন, "আমার প্রভু আপনাদের রাজ্য অধিকার করিয়া ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। আপনারা তাঁহার ক্ষতিপূরণ করিলে রাজ্য ফিরিয়া পাইবেন। যাঁহারা টাকা দিবেন না, তাহাদের রাজ্য ক্ষতিপূরণ দাতাকে প্রদত্ত হইবে।" বলা বাহুল্য, সকলেই মহানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। হায়দরের প্রাদেশিক বাহিনী মালাবারে আটক পড়িয়াছিল। এই কৌশলের ফলে তাহারা নিরাপদ স্থানান্তরে গমনের সুযোগ পাইল। কেবল তাহাই নহে, নায়ারদের স্বেচ্ছাদত্ত বিপুল অর্থে তাহাদের পশু গুলির পৃষ্ঠদেশ কুব্জ হইয়া গেল। 'স্বাধীনতার স্বপ্ন' ক্রয়ের জন্য কেবল জামোরিনই বার লক্ষ টাকা প্রদান করিলেন। অন্যান্য সামন্ত কত টাকা দেন, ইহা হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যায়। হায়দর জানিতেন, উপস্থিত বিপদ কাটিয়া গেলে তিনি সহজেই মালাবার পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন। তজ্জন্য তিনি আপাততঃ উহা সর্বাপেক্ষা লাভজনকভাবে স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া দিলেন। কেবল আলী রাজার রাজ্য এই ব্যবস্থার বাহিরে রহিল। ভাবী আক্রমণের ভিত্তি হিসাবে তিনি পালঘাট ও কান্নানোর নিজের হাতে রাখিলেন।

---

* A sagacity undisturbed by mental compunction enabled this extraordinary man in all cases, extract the greatest possible advantages from incidents. which, to ordinary [minds, would have furnished only food for apprehension.

—Wilks, 11, 16.

এইরূপে হায়দরের প্রবল উদ্যম ও অপূর্ব কৌশলে বিদ্রোহানল নির্বাপিত ও শূন্য কোষাগার পূর্ণ হইল। এখন তিনি মহিশূরে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সাত মাসের অনুপস্থিতিতে ইংরেজদের অনুসৃত নীতির অদূরদর্শিতা চিন্তা করার অবসর পাইলেন।

পূর্ব সীমান্ত হইতে হায়দরের প্রস্থানের ফলে ইংরেজদের ভারী সুবিধা হয়। বড় মহল হইতে দিন্দিগুল পর্যন্ত সমগ্র জনপদ ছিল তাহাদের আক্রমণের লক্ষ্য। কর্ণেল স্মিথ তাঁহার ভারী কামানগুলি উডকে পাঠাইয়া দিয়া কাবেরীপতম যাত্রা করেন। তাঁহার আগমণের পূর্বরাত্রেই রক্ষী সৈন্যরা দুর্গ ছাড়িয়া যায়। ২৩শে ফেব্রুয়ারী তিনি সদলবলে শূন্য দুর্গে প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণগিরিতে মাত্র একমাসের রসদ আছে। শুনিয়া পরদিন উহা অবরুদ্ধ হইল। যাহারা ধরা পড়িল তাহারাও বলিল, দুর্গ দীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। ইংরেজরা প্রত্যহ উহার আত্মসমর্পণের প্রত্যাশা করিতে লাগিল। কিন্তু আশা ছলনাময়ী। কিল্লাদার তাহাদিগকে তীব্র বাধা দান করিলেন। স্মিথ তাঁহাকে দুর্গ ছাড়িয়া দিতে বলিলে তিনি উত্তর দিলেন, "আমার প্রভুর ন্যায় মনিব আর হয় না। আমি নানা বিষয়ে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। এমতাবস্থায় আমার দ্বারা এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা কিরূপে সম্ভব ?"

ইংরেজরা বাঙ্গালোর আক্রমণে অগ্রসর হইলে হায়দর মাঙ্গালোর হইতে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হইলেন। তজ্জন্য তাহাদিগকে কৃষ্ণগিরিতে নিষ্কর্মা বসাইয়া রাখাই ছিল তাঁহার আসল মতলব। কিল্লাদার ২রা মের পূর্বে আত্মসমর্পণ না করায় তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। হায়দর কৃতী সৈন্যগণকে পুরস্কার এবং ভীরু ও বিশ্বাসঘাতকদিগকে কঠোর শাস্তি দিয়া তাঁহার সেনাদলকে সামরিক তেজে উদ্দীপিত করিয়া তোলেন। কাজেই দুর্গত্যাগের পূর্বে কিল্লাদার তাঁহার সমস্ত সৈন্য, অস্ত্র-শস্ত্র একটি কামান ও পতাকাদি সঙ্গে

লইয়া যাওয়ার অনুমতি আদায় করিয়া লইলেন। ভারতীয় কর্ম-চারীর পক্ষে এরূপ দাবী সর্বপ্রথম।*

এদিকে কর্নেল উড সিঙ্গার পেত্তাহ ও ধরম্পুরী অধিকার করিয়া দক্ষিণ দিকে ফিরিলেন। ২৫শে মে নামকল ও ৮ই জুন এরোডের পতন ঘটিল। অতঃপর সত্যমলম জয় করিয়া তিনি গজলহত্তি গিরিসঙ্কট দখলে আনিলেন। ৫ই জুলাই কয়োম্বাতোর ও ৪ঠা আগষ্ট দিন্দিগুল আত্মসমর্পণ করিলে দক্ষিণ দেশ জয় সম্পূর্ণ হইয়া গেল। বাঙ্গালোর আক্রমণ করিলে হায়দর যাহাতে দক্ষিণাঞ্চল হইতে রসদপত্র পাঠাইতে না পারেন তজ্জন্যই এই ব্যবস্থা।

কর্নেল ক্যাম্বেল আর একটি বাহিনী লইয়া ১৬ই জুন ভেঙ্কত-গিরি জয় করিলেন। চাতুরির জোরে ২৩শে জুন সুদৃঢ় মুলবগল তঁাহার হাতে আসিল। জাফর হোসেন নামক এক ব্যক্তি হায়দরের জন্য নুতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বেড়াইত। দুর্ভাগ্যবশতঃ এ সময় মুলবগলে ক্যাম্বেলের নিকট হইতে ঘুষ খাইয়া এই নিমকহারাম কয়েকজন ইংরেজকে নব-সংগৃহীত সৈন্যের পোশাক পরাইয়া দুর্গে আনয়ন করিল। ফলে উহার পতন ঘটিল। ইহা বাঙ্গালোরের সোজা পথে অবস্থিত। কোলার ও ভেঙ্কতগিরির সংযোগ বজায় রাখার নিরাপত্তাও ইহারই উপর নির্ভর করিত। কাজেই মুলবগল ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ইহার পতনে ২৮শে জুন কোলার আত্মসমর্পণ করিল। কিন্তু ঐ রাত্রে কর্নেল কস্‌বী মখ্‌দুম সাহেবকে বগলুরে আক্রমণ করিতে গিয়া ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। স্থানীয় পলিগারের বুদ্ধি ও বিশ্বস্ততায় উহা রক্ষা পাইল।

ইংরেজের বিজয়-গতি প্রায় অব্যাহত বেগে চলিয়াছিল। হায়দর সাহায্যে না আসায় তাহাদিগকে প্রতিহত করার শক্তি কাহারও ছিল না। এরোড, কৃষ্ণগিরি, ধরমপুরী প্রভৃতি কয়েকটি স্থান ব্যতীত

---

*......the first demand of the kind made by an Indian officer.—Dr. Singha.

আর কোথাও তাহারা বাধা পায় নাই বলিলেই হয়। নিরবচিছন্ন কৃতকার্যতা লাভে উৎসাহিত হইয়া তাহারা বাঙ্গালোর অবরোধ ও মহিশুর আক্রমণ করা স্থির করিল (মে ৩১, ১৭৬৭)। স্মিথের সহিত রণ-নীতি লইয়া মাদ্রাজ সরকারের গর্‌মিল হইতেছিল। মিঃ কল ও মেকয় প্রধান সেনাপতির সমবায়ে একটি সমর-পরিষদ গঠনের জন্য ১লা জুন যুদ্ধক্ষেত্রে আসিলেন। মুহম্মদ আলীর উপর বিজিত জনপদের খাজনা আদায়ের ভার ছিল। তাঁহার প্রভাবে আমিলদারেরা যাহাতে প্রচুর খাদ্য দ্রব্য সরবরাহ করে, তজ্জন্য তিনিও এই সঙ্গে রণাঙ্গনে প্রেরিত হইলেন। ইংরেজরা মহাড়ম্বরে তাঁহাকে 'মহিশুরের ফওজদার' নিযুক্ত করিল।

২০শে জুন স্মিথ কৃষ্ণগিরি ত্যাগ করিয়া ৪ঠা জুলাই বুদিকোটায় পেঁৗছিলেন। ১১ই জুলাই হোসুর অবরুদ্ধ হইল। স্মিথ উত্তর ও ক্যাম্বল পূর্ব দিক হইতে সমবেতভাবে আক্রমণ করায় সেইদিনই উহার পতন ঘটিল। পরদিন আনেকল আত্মসমর্পণ করিল। ২৪শে জুলাই ৫ মাইল দক্ষিণে এক চমৎকার উচ্চভূমিতে ইংরেজের শিবির পড়িল। তাহাদের প্ররোচনায় মুরারি রাও ইউনুস খানের অধীনে অস্কোটায় ৩০০ সৈন্য পাঠাইলেন। ৩রা আগস্ট তিনি স্বয়ং ৩০০০ অশ্বারোহী, ২০০০ পদাতিক ও কয়েকটি কামান লইয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন। ইহাতে উৎসাহিত হইলেও সেই দিনই হায়দরের প্রত্যাবর্তন-সংবাদে বৃটিশ-শিবিরে বিষাদের কালো ছায়া নামিয়া আসিল।

২৮শে আগস্ট মহিশুর-নায়ক বাঙ্গালোরে প্রবেশ করিলেন। ২২শে আগস্ট মধ্যরাত্রে তিনি ৬০০০ অশ্বারোহী ও এক ব্যাটালিয়ন সিপাহী লইয়া মুরারি রাওকে আবার আক্রমণের প্রয়াস পাইলেন। সৈন্যেরা হস্তীর সাহায্যে পরিখা ডিঙাইয়া শত্রু-শিবিরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল। কিন্তু মুরারি রাওর কৌশলে হায়দরের অশ্ব তাম্বুর ভিতরে আটক পড়িল। তাঁহার কয়েকটি হস্তী ধৃত ও ১৫০ জন সৈন্য আহত বা নিহত হইল। পুত্র ও কয়েকজন সেনাপতি সহ তিনি স্বয়ং আহত হইলেন।

কর্নেল উড স্মিথের সহিত যোগদান করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া ৮রা সেপ্টেম্বর হায়দর তাঁহাকে বাধা দানে ছুটিলেন। এই সংবাদে স্মিথ তাড়াতাড়ি তাঁহার সমস্ত তাম্বু ও মালপত্র মাহুরে রাখিয়া মহিশুর-নায়কের অনুসরণ করিলেন। হায়দর যেখানে উডের সাক্ষাৎ পাইলেন, সেখানে তিনি মাত্র অল্পক্ষণ পুর্বে উপস্থিত হন। দীর্ঘ পথশ্রমে তাঁহার সৈন্যেরা তখন অত্যন্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত। কাজেই তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করিলে তাহাদের পরাজয় অবধারিত ছিল। কিন্তু তিনি ইতস্ততঃ করায় এই চমৎকার সুযোগ নষ্ট হইয়া গেল।

পরদিন স্মিথ উডের সহিত মিলিত হইলেন। হায়দর তৎক্ষণাৎ শিবির ভাঙিয়া যাত্রারম্ভ করিলেন। ইংরেজরা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিল, কিন্তু তাঁহাদের ভারবাহী পশুগণ যখন এক হাত আগাইত, হায়দরের চমৎকার বলদগুলি তখন দুই হাত আগাইয়া যাইত। কাজেই তাঁহার নাগাল পাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। তাড়াতাড়িতে ইংরেজ বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগে শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গেল। ইহা হায়দরের দৃষ্টি এড়াইল না। পলিগার সৈন্যেরা একটি দীঘির পিছনে ঘুরাফিরা করিতেছিল। হায়দরের অশ্বারোহীরা তৎক্ষণাৎ তাহাদের ঘাড়ে পড়িল। কর্নেল ল্যাং তাহাদের সাহায্যে না আসিলে তাহারা সমূলে বিনষ্ট হইত। ইংরেজদের দুইটি কামানও হায়দরের হস্তগত হইল, কিন্তু তাহারা পরে এগুলি ছিনাইয়া লইল।

হায়দর এখন গরম কুণ্ডের দিকে গায়েব হইয়া গেলেন। কাপ্তেন ল্যাং তাঁহার অনুসরণে বৃথা হয়রান হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। অবশিষ্ট সৈন্য সম্ভবপর হইলে তাঁহার বাঙ্গালোর প্রত্যাবর্তন বন্ধ করিতে যাত্রা করিল। হায়দরের জায়গীরদারেরা তাঁহার অকৃতকার্যতায় উৎসাহিত হইল। তাহাদিগকে দমন করাই ছিল সম্ভবতঃ তাঁহার এই গতি পরিবর্তনের উদ্দেশ্য।

এই সময় যুদ্ধ শেষ করার এক চমৎকার সুযোগ জুটিল। হায়দরের অনুসরণকালে ল্যাং খাদ্যাভাবে পুঙ্গানুরুতে গতি বন্ধ

করিতে বাধ্য হইলেন। স্মিথ আসিয়া তাঁহার শক্তি বৃদ্ধি করিলেন। হায়দরের কর্ণাট প্রবেশে বাধা দেওয়াই হইল এখন তাহাদের লক্ষ্য।

হায়দরের অর্ধেক রাজ্য তখন পরহস্তগত। ইহা পুনরুদ্ধার না করিলে চলিবে না। কিন্তু উপায় কি? নানা কারণে সত্বর বিবাদ মিটাইয়া ফেলাই তাঁহার নিকট ভাল মনে হইল। কাজেই তিনি দশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ও বড় মহল জেলা ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন। এই প্রস্তাব লইয়া ২৩শে সেপ্টেম্বর তাঁহার দুত ইংরেজ শিবিরে আসিলেন। কিন্তু তাহারা অত্যধিক হারে যুদ্ধের সমস্ত ব্যয়, কর্ণাট ও মহিশূরের মধ্যে একটি দুর্গ-শৃঙ্খল এবং উহাদের রক্ষীসৈন্যের ব্যয় নির্বাহার্থ বার্ষিক ৬ লক্ষ টাকা আয়ের রাজ্যাংশ দাবী করিয়া বসিল। ভাগ্যহত হইলেও এরূপ অসম্ভব প্রস্তাবে সম্মত হওয়া হায়দরের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। দূত ব্যর্থকাম হইয়া ৩রা অক্টোবর প্রভুর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। হায়দর মরিয়া হইয়া অস্ত্রবলে দাম্ভিক শত্রুর রণ-পিপাসা নিবারণ করিতে প্রস্তুত হইলেন।

ইংরেজরা এখন বাঙ্গালোর অবরোধের জন্য কোলারে সমবেত হইল। বাঙ্গালোর দুর্গ অতি প্রশংসনীয়রূপে নির্মিত। গভীর পরিখা-বেষ্টিত এই প্রস্তর-দুর্গের প্রাচীরগুলি প্রশস্ত ও কোনস্থ সু-নির্মিত বুরুজগুলি ঘাসের চাপড়া দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। চৌরস ঢালু বাঁধ এবং দুর্গ ও নগরের মধ্যবর্তী ময়দানও ছিল চমৎকার। বাহিরের উপদুর্গ ও প্রধান কোণগুলিতে কামান সজ্জিত থাকায় ইহার শক্তি বৃদ্ধি পায়। ইহাতে যাবতীয় রণ-সম্ভার ও এক বৎসরের রসদ-পত্র সঞ্চিত ছিল। ৩০০০ উৎকৃষ্ট সিপাহী ভিন্ন আরও সাত হাজারের অধিক সৈন্য দুর্গ রক্ষায় নিয়োজিত থাকিত। হায়দর স্বয়ং ৭০০০ অশ্বারোহী, ১০,০০০ সিপাহী ও ২০,০০০ পলিগার সৈন্য লইয়া অবরোধ উঠাইতে প্রস্তুত ছিলেন। "একটি অর্ধ-উপবাসী, কু-সংগৃহীত, অভাবগ্রস্ত, স্বল্প বেতনভোগী, উত্যক্ত বাহিনীর ভীতি-প্রদর্শনে এ সকল লোক পরাভূত হইত না।" কাজেই হায়দর এক বিরাট বাহিনী সহ রণক্ষেত্রে থাকিতে বাঙ্গালোর

আক্রমণ করিয়া সফলতা লাভের সম্ভাবনা নাই বলিয়া সমর-পরিষদ মত প্রকাশ করিলেন। তজ্জন্য এই উদ্ভট সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হইল।

ইংরেজদিগকে শীঘ্রই তাহাদের অবিচার ও অতিলোভের জন্য উপযুক্ত দন্ড ভোগ করিতে হইল। হায়দর জানিতেন, শত্রুরা তাহাদের অধিকৃত জনপদের কোন স্থানই যথোপযুক্তরূপে দখলে রাখার সুব্যবস্থা করিতে পারে নাই। কাজেই তিনি বাঙ্গালোর রক্ষা করিতে পারিলে শত্রুদের গঠিত সংযোগ-শৃঙ্খল সহজেই ধ্বসিয়া পড়িবে, অবরোধকারীরাও অনাহারে মরিতে বাধ্য হইবে। যুদ্ধে সফলতা লাভের জন্য এখন তিনি সর্বশক্তি নিয়োজিত করিলেন। "হতাশ হইয়া স্বাভাবিক, অশিক্ষিত প্রতিভা আত্মপ্রকাশ করিল।" এবার তাঁহার কার্যে পূর্বাপেক্ষা অনেক অধিক উদ্যমের পরিচয় পাওয়া গেল! ফলে ইংরেজাধিকৃত জেলাগুলি পুনরাধিকার করিতে তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। মিঃ কল ইউরোপীয় সার্জেন্ট ও সিপাহীদিগকে অপসারিত করিয়া নওয়াবের কর্মচারীর হস্তে মুলবগলের রক্ষা-ভার ন্যাস্ত করেন। তাঁহার অমনোযোগিতায় হায়দর আকস্মিক আক্রমণে বিনা বাধায় ইহা হস্তগত করিলেন। দারুণ লোভের বশবর্তী হইয়া বলপূর্বক পর-রাজ্য গ্রাস করিতে গিয়া ইংরেজরা অতিসত্বর উপযুক্ত শাস্তি পাইল। মুলবগলে যে সফলতার সূচনা, তাহাই পরিণামে হায়দর আলীকে বিজয়মাল্যে ভূষিত করিল।

মুলবগলের পতনের সংবাদ শুনিয়া কর্ণেল উড তৎক্ষণাৎ ইহার পুনরুদ্ধারে যাত্রা করিলেন। নিম্ন-দুর্গ সহজেই তাহার দখলে আসিল (অক্টোবর, ৩); কিন্তু রাত্রিকালে মঞ্চযোগে পাহাড়ে উঠিতে গিয়া তিনি ক্ষতিগ্রস্ত ও বিতাড়িত হইলেন। পরদিন প্রাতে হায়দর দুর্গে নূতন রসদপত্র ঢুকাইতে চেষ্টা করায় উডের সহিত তাঁহার এক যুদ্ধ বাধিল।

হায়দরের লঘুভার অশ্বারোহীরা প্রথমেই ইংরেজ প্রহরীদলের নিকট হইতে দুইটি কামান কাড়িয়া লইল। প্রাথমিক কৃতকার্য-

তায় তাহারা অত্যন্ত সাহসী হইয়া উঠিল। তাহাদের আক্রমণের ধারায় বিভ্রান্ত হইয়া ইংরেজরা হায়দরের মুল বাহিনীর নিকট উপস্থিত হইল। "তিনি তৎক্ষণাৎ সদলবলে তাহার ঘাড়ে পড়িলেন।" "মহিশূর বাহিনী আর কখনও এত চমৎকার যুদ্ধ করে নাই।" ইংরেজরা একস্থান হইতে অন্যত্র বিতাড়িত হইতে লাগিল। তাহারা যখন পর্যুদস্ত হওয়ার উপক্রম; তখন কাপ্তান ব্রুক গোপনে পশ্চাদ্দিকের এক পাহাড়ে উঠিয়া বিপক্ষের উপর অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিয়া দিলেন; সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সৈন্যেরা 'স্মিথ, স্মিথ' বলিয়া চীৎকার করায় ইংরেজদের মুল বাহিনী আসিয়াছে মনে করিয়া মহিশূরীরা যুদ্ধে বিরত হইল। হায়দর শীঘ্রই প্রকৃত ব্যাপার টের পাইলেন। কিন্তু সৈন্যদের উদ্যম হ্রাস পাওয়ায় তিনি আর সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

এই যুদ্ধে ইংরেজদের প্রায় ২৫০ ও হায়দরের প্রায় ১০০০ সৈন্য হতাহত হইল। তিনি বেশ বুঝিলেন, মুলবগলের ন্যায় আরও কয়েকটি যুদ্ধ করিতে পারিলেই ইংরেজরা তাঁহার সন্ধি ভিক্ষা চাহিতে বাধ্য হইবে। কাজেই তিনি গোলাবারুদ না আসা পর্যন্ত সেখানে বসিয়া রহিলেন। এদিকে স্মিথের নিকটও সংবাদ প্রেরিত হইল। ৭ই নভেম্বরে তিনি কোলার হইতে মুলবগলে আসিলেন কিন্তু তাঁহার আগমনের পুর্বেই হায়দর সেখান হইতে গায়েব হইয়া গেলেন। ইংরেজরা তাঁহার অনুসরণে প্রায় গুত্তি পর্যন্ত অগ্রসর হইল। হায়দর উহা উৎসন্ন করিয়া দিয়া বাঁকা পথে ৫ই নভেম্বর সহসা কোলারে হাজির হইলেন। ইহা অধিকার করা কঠিন দেখিয়া তিনি চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামরাজি দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। সংবাদ পাইয়া স্মিথ অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতের মধ্যে ৮ই নভেম্বর কোলারে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু পুর্বদিনই হায়দর সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন।

ইংরেজ সেনাপতিরা এখন বেশ বুঝিতে পারিলেন, বাঙ্গালোর জয় করা এবং হায়দরকে নিয়মিত যুদ্ধেপ্রবৃত্ত করান, দুই-ই অসম্ভব। স্বীয় অশ্বারোহী সৈন্যদের সাহায্যে শত্রুদিগকে উত্যক্ত করিয়া ও

অনুসরণকারীদিগকে এড়াইয়া হায়দর এখানে, সেখানে সর্বত্র বিচরণ করিতেছিলেন। তাঁহার পুলিশ প্রথা এত উৎকৃষ্ট ও মিত্রপক্ষের এত নিকৃষ্ট ছিল যে, তাহার বেদনূর যাত্রার (জানুয়ারী, ১৭৬৮) তিন মাস পরে (এপ্রিল ৭) স্মিথের সহকর্মীরা তাঁহার গতি-রোধের উপদেশ পান।* প্রয়োজন হইলে হায়দর শত্রু-পক্ষের খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি বন্ধ করার জন্য রাজ্যের যে কোন স্থান উৎসন্ন করিতে কুন্ঠিত হইতেন না। তদুপরি তিনি লড়িতেছিলেন নিজের দেশের জন্য, আর ইংরেজরা যুদ্ধ করিতেছিল মুহম্মদ আলীর নামে। তাঁহার নির্দেশে চলিতে হইত বলিয়া তাহাদের পদে পদে ত্রুটি ঘটিতে লাগিল। তাহাদের সৈন্য, রসদপত্র বা রণসম্ভার কিছুই পর্যাপ্ত ছিল না। কতটুকু রাজ্য অধিকারে রাখার মত লোকবল আছে, তাহা চিন্তা না করিয়াই তাহারা গোগ্রাসে বিস্তৃত জনপদ গিলিয়া বসে।

এ সকল অসুবিধা ও হায়দরের সামরিক প্রতিভা অনুধাবনে অসমর্থ হইয়া মাদ্রাজ সরকার ২রা নভেম্বর স্মিথ, কল, মেকয় ও মুহম্মদ আলী সকলকেই মাদ্রাজে ডাকিয়া পাঠাইলেন। উড ইংরেজ-বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন (নভেম্বর ১৪)।

উড সম্পর্কে মাদ্রাজ সরকারের উচ্চ ধারণা থাকিলেও হায়-দরের ছিল না। স্মিথের প্রস্থানে (নভেম্বর, ১৯) তিনি অধিক-তর সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী হইয়া উঠিলেন। খুঁটি গাড়িয়া যুদ্ধ না করিয়া শত্রুকে অবিশ্রান্তভাবে উত্যক্ত করিয়া ধ্বংস করাই হইল এখন হইতে তাঁহার রণ-নীতি। উড সম্বন্ধে তিনি একটুও ভ্রান্ত ধারণা করেন নাই। তাঁহার আমলে ইংরেজদের কার্য-তৎপরতা প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি যুদ্ধ-হীন যাত্রা ও প্রতিযাত্রার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িল। স্মিথের শিবির ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই হায়দর বিদ্যুদ্বেগে হোসুর অবরোধ করিলেন। ১৮ই নভেম্বর উড ৪০০০ সৈন্য লইয়া প্রায় চারি মাইল দুরবর্তী বগলুরে পৌছিলেন।

---

* Wills, 11, 69.

সেখানে কাপ্তান আলেকজান্ডারের তত্ত্বাবধানে তাঁহার দুইটি ভারী কামান ও সমস্ত ভারী মালপত্র রাখিয়া সেই রাত্রেই তিনি শত্রু শিবির আক্রমণে বাহির হইলেন। কিন্তু তাঁহার মতলব টের পাইয়া হায়দর সেদিন সন্ধ্যায় অবরোধ উঠাইয়া উত্তর-পশ্চিমে সরিয়া গেলেন। উডের অগ্রগামী সৈন্যেরা পরদিন হোসুরে পেঁছামাত্রই তিনি কৌশলে তাঁহার পদাতিকগণকে বৃটিশবাহিনী ও বগলুরের মধ্যে স্থাপন করিয়া বিদ্যুদ্গতিতে বগলুর আক্রমণ করিলেন। আলেকজান্ডার তাঁহাকে বাধা দানে বৃথা চেষ্টা করিয়া দুর্গ-মধ্যে পলাইয়া গেলেন। ২৬০০ বলদ ব্যতীত উডের ভারী কামান, গোলা-বারুদ, রসদপত্র প্রভৃতি প্রায় যাবতীয় যুদ্ধ-সরঞ্জাম হায়দরের হস্তগত হইল। এগুলি সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালোরে পাঠাইয়া উডের আগমনের পূর্বেই তিনি সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন। ২১শে নভেম্বর সন্ধ্যায় উড কোলার যাত্রা করিলেন। পরদিন দ্বিপ্রহরে হায়দর আলিয়ারে অকস্মাৎ তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিয়া দিলেন। সন্ধ্যার পূর্বে কর্নেল কস্‌বীকে গুরুতররূপে আহত এবং দুই জন সেনানায়ক, ৬ জন কর্মচারী, ২০ জন ইংরেজ সৈন্য ও ২০০ সিপাহী হতাহত করিয়া তিনি সহসা পশ্চাতে সরিয়া গেলেন। তাঁহার চাল বুঝিতে না পারিয়া উড রাত্রি ১০টার সময় আবার যাত্রারম্ভ করিলেন; কিন্তু স্থান ত্যাগ না করিতেই হায়দর পুনরায় তাঁহার ঘাড়ে পড়িলেন। উড অতি কষ্টে পরদিবস দ্বিপ্রহর পর্যন্ত আত্মরক্ষা করিলেন। অবশেষে তাঁহার গোলা ফুরাইয়া গেল; ইংরেজদের ধ্বংস আসন্ন বলিয়া বোধ হইল। এ সময় ফিটজে-রাল্‌ড ভেঙ্কতগিরি হইতে আসিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন। তাঁহার নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ পাইয়াই মহিশূরীরা সরিয়া পড়িল। উড এতই আতঙ্কগ্রস্ত হইলেন যে, ফিটজেরাল্‌ডের প্রস্তাব সত্ত্বেও হায়দরের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইলেন না। কৌশলী মহিশূর-রাজ তাঁহাকে লইয়া আরও কিছুদিন খেলা করিলেন। তিনি কোথাও সসৈন্যে বসিয়া থাকিতেন, কিন্তু উড নিকটবর্তী হইলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই শিবির ভাঙিয়া স্থানান্তরে যাত্রা করিতেন। তাঁহার সৈন্যদের সাজসজ্জার ত্রুটিহীনতা ও শত্রুদের

প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনই ছিল ইহার উদ্দেশ্য। ইংরেজরা হতাশ হইয়া অস্কোটায় ও তথা হইতে কোলারে চলিয়া গেল।

এরূপ শোচনীয় ব্যর্থতার ফলে মাদ্রাজ হইতে উডের আহ্বান আসিল। ডিসেম্বরের প্রথমে কর্ণেল ল্যাং তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু এই নবীন সেনাপতিকেও শীঘ্রই স্বীকার করিতে হইল যে, অন্যান্যের ন্যায় তাঁহারও হায়দরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্যতা ছিল না।

প্রতিভাশালী হায়দর এবার শত্রুরাজ্যে গিয়া যুদ্ধ চালাইতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সফল হইল। বাঙ্গালোর অধিকারের জন্য যখন এই ব্যর্থ চেষ্টা চলিয়াছিল, তিনি তখন তাঁহার শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ফয়জুল্লাহ্ খাঁকে নব সংগৃহীত সৈন্য-গণকে শিক্ষাদানের জন্য শ্রীরঙ্গপত্তম প্রেরণ করিলেন। খান্ সাহেব দশটি কামান ও ৭০০০ সুসজ্জিত সৈন্য হইয়া নভেম্বরের প্রথমে রাজধানী হইতে বহির্গত হইলেন। ল্যাং ভেঙ্কতগিরিতে সৈন্য সরাইয়া নেওয়ায় তিনি অবাধে মতলব হাসিলের সুযোগ পাইলেন।

দুইদিন আক্রমণের পর কাবেরীপতম্ ও ২৯শে নভেম্বর গজল-হত্তি গিরি-দুর্গ তাঁহার দখলে আসিল। কাপ্তান ওর্টোনের অধীনে গিরি-সঙ্কটের অন্যান্য সৈন্যদল আতঙ্কে কামান ফেলিয়া সতীমঙ্গলমে পলাইয়া গেল। কয়ম্বাতোরের কিল্লাদার বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইংরেজদিগকে দুর্গ ছাড়িয়া দেয়; তিনি এখন তাহাদেরই বিরুদ্ধে ঘুটি চালিলেন। ২৯শে নভেম্বর অধিকাংশ রক্ষী কুচ-কাওয়াজে বাহির হইলে তিনি নাগরিকদের সাহায্যে অবশিষ্ট সৈন্যগণকে হত্যা করিলেন। ফয়জুল্লাহ্ খান প্রেরিত অশ্বারোহীদের সাহায্যে দুর্গের বহিরস্থ সৈন্যরাও বন্দী হইল। ভেলাই কোঙ্গাটায়ও এরূপ দুর্ঘটনা ঘটায় মিশ্র রক্ষীবাহিনীর ইংরেজ কর্মচারীদের মধ্যে ন্যায়তঃ ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। হায়দর নিকটবর্তী হইতেছেন বলিয়া জনরব উঠায় তাহাদের আতঙ্ক চরমে উঠিল। ফয়জুল্লাহ্ খান ৪০০ সৈন্য সহ কাপ্তান জনসনকে ধরমপুর হইতে ত্রিচিনো-

পল্লীর দ্বারদেশ পর্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া গেলেন। পালঘাটের কিল্লাদার লেফটেন্যান্ট ব্রিয়ান্ট বিশ্বস্ত সিপাহিগণকে লইয়া পল্লী-কোদ ও তাপুর গিরিসংকটের পথে যাত্রা করিল। ৬ই ডিসেম্বর হায়দর সত্যই বড় মহলে প্রবেশ করিলেন। রক্ষী সৈন্যদের অধি-কাংশই ছিল মুহম্মদ আলীর লোক। জেনা ও অরস্টাডের* পরাজয়বার্তা শ্রবণে প্রুশিয়ার রক্ষী সৈন্যরা যেভাবে নেপোলিয়ানের নিকট আত্মসমর্পণ করে, আতঙ্কে অস্থির হইয়া তাহারাও সেরূপ হায়দর আলীর সম্মুখে দুর্গদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিতে লাগিল। প্রথম দিনেই ধরমপুরী, ৭ই ডিসেম্বর টেংরিকোটা, ১২ই ওলামোর, ১৫ই সালেম ও ১৭ই নামকলের পতন ঘটিল। মহিশূরের রাজধানী জয়ের জন্য ইংরেজরা কোলারে বিপুল রণসম্ভার সংগৃহীত করিয়া রাখিয়াছিল। এই দুঃস্বপ্ন ভাঙিয়া যাওয়ায় এখন তাহারা এগুলি ভেলোরে সরাইয়া নিতে বাধ্য হইল।

৪০০০ দেশীয় ও ১০০০ ইউরোপীয় সৈন্য লইয়া ফিটজেরাল্ড দুঃসাহসী মহিশূর-রাজের অনুসরণ করিলেন। কিন্তু হায়দর সর্বদাই কয়েকদিনের পথ আগে থাকিতেন। কাজেই দ্রুতগতি সত্ত্বেও বহুদিন পর্যন্ত হায়দরের অধিকৃত দুর্গ-নগরাদি ভিন্ন আর কিছুই তাঁহার নজরে পড়িল না। অবশেষে তিনি তাঁহার নিকটবর্তী হইলে কৌশলী হায়দর এমনভাবে গতি পরিবর্তন করিলেন যে, ইংরেজ সেনাপতির ধারণা হইল, তিনি ত্রিচিনোপল্লী যাইতেছেন। কিন্তু ফিট-জেরাল্ড সেদিকে যাত্রা করা মাত্রই হায়দর করূর অধিকার (ডিসেম্বর, ১৯) করিয়া এরোডের দিকে তাঁহার বিজয়ীবাহিনী পরিচালনা করিলেন। ইহা করূর অপেক্ষাও অধিকতর সুরক্ষিত ছিল। বারুদের জন্য কাপ্তান নিক্সন এরোড হইতে করুর যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে হায়দরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ

---

* They fell before him with a rapidity. Scarcely surpassed by that which characterised the yielding of the strong places of Prussia after the defeats of Jena and Auerstadt—Malleson, 226.

তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন। নিক্সনের অধীনে ৫০ জন ইউরোপীয় সৈন্য ও ২০০ সিপাহী ছিল। ইহাদের সকলেই নিহত, আহত বা বন্দী হইল। জনৈক কর্মচারীর সদাশয়তায় কেবল লেফটেন্যান্ট গর্হামই অক্ষত রহিলেন। ইংরেজদিগকে ইতঃপূর্বে ভারতে আর কোন যুদ্ধেই এরূপ দুর্যোগ ভোগ করিতে হয় নাই।*

বিজয়োৎফুল্ল হায়দর এখন কাপ্তান ওর্টোনকে এরোডের দুর্গদ্বার উন্মোচনে বাধ্য করিলেন (ডিসেম্বর, ২৫)। সালেম, আতুর প্রভৃতি বড় মহলের দুর্গরাজি রক্ষার ভার নওয়াবের উপর ন্যস্ত ছিল। রক্ষীদের বহু দিনের বেতন বাকী পড়িয়াছিল, দুর্গে যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্যও ছিল না। ইংরেজদের মতে এ সকল কারণই উঁহাদের বিস্ময়কর দ্রুত পতনের হেতু। যদি তাহাই হইত, তবে ২০০ ইউরোপীয় ও দুই ব্যাটালিয়ান সিপাহী থাকিতেও ওর্টোন আত্মসমর্পণ করিলেন কেন? প্রকৃতপক্ষে এই অপূর্ব সফলতা হায়-দরের শ্রেষ্ঠতর সামরিক প্রতিভার ফল।

অত্যল্পকাল পরে কাবেরীপুরও তাঁহার হস্তগত হইল। কাপ্তান রবিনসন ছিলেন এরোডের সহকারী কিল্লাদার। বিগত বর্ষে ভানিয়াম্বাদিতে আত্মসমর্পণের পর হায়দরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করায় তিনি মুক্তিপ্রাপ্ত হন। কিন্তু কাপ্তান তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নাই। এই অমার্জনীয় অপরাধে হায়দর এরোড ও কাবেরীপুরমের রক্ষী সৈন্যদলকে শ্রীরঙ্গ-পত্তমের কারাগারের আতিথ্য গ্রহণার্থ প্রেরণ করিলেন। মাদ্রাজ সরকারই এজন্য দায়ী; রবিন্‌সনকে দুর্গরক্ষায় নিয়োজিত করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের কথার অবিশ্বস্ততা প্রমাণ করেন ও প্রতিশোধ গ্রহণের চিরস্থায়ী হেতু যোগাইয়া দেন।

পূর্ব ও পশ্চিম-ঘাটের দক্ষিণে যে সকল জেলা অধিকার করিতে ইংরেজদের দুই বৎসর লাগিয়াছিল, এইরূপে একটিমাত্র দুঃসাহসিক

---

* An event previously unparalleled in the history of British wars in India.—Malleson, 226.

অভিযানে ফয়জুল্লাহ খাঁর আগমন হইতে প্রায় ছয় সপ্তাহ ও নিজের অবতরণ হইতে মাত্র চারি সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে সেগুলি আবার হায়দরের অধিকারে আসিল। ফলে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের শেষে তিনি সম্পূর্ণ হৃতজনপদের মালিক হইলেন। তদুপরি করুরও তাঁহাদের হাতে আসিল। ইংরেজদের দুই বৎসরের লম্ফঝম্ফ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া গেল। কোলার, ভেঙ্কটগিরি তাহাদের দখলে রহিল। এগুলি অধিকারের ভার প্রাদেশিক বাহিনীর উপর ছাড়িয়া দিয়া এবং ফয়জুল্লাহ খাঁকে মাদুরা ও তিনেভেলী আক্রমণে প্রেরণ করিয়া হায়দর স্বয়ং কাবেরী উত্তীর্ণ হইয়া দ্রুতপদে কর্ণাটে প্রবেশ করিলেন। আরিয়ালুরের নিকটে তাঁহার তাঁবু পড়িল; তাঁহার অশ্বারোহীরা নানা দলে বিভক্ত হইয়া কর্ণাট লুন্ঠন করিতে লাগিল। ফিট্‌জেরাল্ড তখন ত্রিচিনোপল্লীর সম্মুখস্থ মনসুরপেত হইতে তাঁহার গতিবিধি পর্যবেক্ষণে, আর ল্যাং প্রায় শত মাইল দূরে কোলার হইতে ভেলোরে মালপত্র অপসারণে নিরত। ফিট্‌-জেরাল্ড হায়দরকে বাধা দানের জন্য উত্তর-পূর্ব দিকে সরিয়া গেলে তিনি উত্তর হইতে দক্ষিণ তীরে সরিয়া আসিলেন। তাঞ্জোরের রাজার নিকট হইতে চার লক্ষ টাকা আদায় করিয়া তিনি ফিট্‌জেরাল্ডের পরিত্যক্ত ঘাঁটিতে ফিরিয়া গেলেন।

মাদ্রাজ সরকার এখন আবার স্মিথকে সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। নিজের নিরবচ্ছিন্ন বিজয় লাভ সত্ত্বেও হায়দর আপোষে বিবাদ মিটাইতে চাহিলেন, কিন্তু বুরচিয়ার ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। বাহিরে আলোচনার ভাণ করিলেও তিনি গোপনে স্মিথকে আক্রমণের আদেশ দিলেন। এবার হায়দর তাঁহাকেও বোকা বানাইয়া ছাড়িলেন। ২৮শে জানুয়ারী (১৭৬৯) স্মিথ চেতপুটে আসিলেন, হায়দর তখন ত্রিনোমালিতে। কাজেই তিনি সেদিকে ছুটিলেন। সেখানে গিয়া শুনিলেন, হায়দর ত্রিকালোরে গিয়াছেন। কাজেই তিনি আবার চেতপুটে ফিরিয়া চলিলেন। হায়দরকে চূড়ান্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য স্মিথ তাঁহার সমস্ত অপ্রয়োজনীয় বোঝা বর্জন করিলেন। কিন্তু পর্যাপ্ত অশ্বারোহীর

অভাবে তাঁহার পদে পদে ভীষণ অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। মাদ্রাজ সরকারের অনুরোধে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে মুহম্মদ আলী ২000 অশ্বারোহী প্রেরণ করেন। কিন্তু বেতনের অভাবে ইহাদের সকলেই পর বৎসরের প্রথমে আর্কটে ফিরিয়া যায়, ইংরেজরা উত্তর সরকার অধিকার করিলে ইব্রাহিম নামক এক ভাগ্য পরীক্ষার্থীর অধীনে একদল অশ্বারোহী তাহাদের সহিত যোগদান করে। তাহারা কর্ণেল উডের অধীনে স্থাপিত হয়, কিন্তু অচিরে শিবির ত্যাগ করিয়া নিজাম সরকারের চাকুরী গ্রহণ করে। কর্তৃপক্ষ তখন বৃটিশ ও লঘুভার বৈদেশিক অশ্বারোহীর সংখ্যা যথাক্রমে ১00 পর্যন্ত বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত করেন। এতদ্ব্যতীত নওয়াবের নিকট হইতে ৫00 উৎকৃষ্ট অশ্ব লইয়া নির্বাচিত সিপাহীদের মধ্যে বিতরিত হয়; ইহাই এ বিষয়ে তাঁহাদের একমাত্র প্রচেষ্টা।

পক্ষান্তরে হায়দরের ৩000 অশ্বারোহী পুনঃ পুনঃ আক্রমণে বৃটিশবাহিনীর পশ্চাদ্‌ভাগকে নিয়ত হয়রান করিত, তাহাদের গতি-বিধি সম্পর্কেও প্রভুকে সঠিক সংবাদ দিত। হায়দরের বৃথা অনুসরণে ১৯শে ফেব্রুয়ারী স্মিথ চেতপুটে পৌঁছিলেন। এদিকে মহিশূরী অশ্বারোহীরা মাদুরা ও তিনেভেলী প্রদেশ লুন্ঠন ও উৎসন্ন করিয়া ফেলিল। তাঞ্জোর ব্যতীত দক্ষিণ কর্ণাটের কোন স্থানই তাহাদের হাতে রেহাই পাইল না। ভয়ে বিকম্পিত হইয়া মাদ্রাজ সরকার তাহাদের বিগত উন্মত্ততার জন্য অনুশোচনা করিয়া এই মহাযোদ্ধার নিকট সন্ধি ভিক্ষা চাহিয়া পত্র লিখিলেন। প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ পাইয়াও মহানুভব হায়দর রাজনৈতিক বিজ্ঞতার পরিচয় দিলেন। ধৈর্য ও ভদ্রতার সহিত তিনি গভর্নরকে একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী পাঠাইতে বলিলেন। তদনুসারে কাপ্তান ব্রুক মহিশূর শিবিরে প্রেরিত হইলেন। উভয় পক্ষে ৭ দিন যুদ্ধ বন্ধ রহিল, কিন্তু আলোচনা ১২ই মার্চ পর্যন্ত চলিল। হায়দর বৃটিশ দূতকে স্পষ্ট বলিলেন তাঁহার প্রজারা মুহম্মদ আলীর হস্তে লুন্ঠিত ও উৎপীড়িত হইয়াছে; আগস্টের সন্ধি প্রচেষ্টার ব্যর্থতার জন্য তিনিই দায়ী; কাজেই তাঁহাকে মন্ত্রণা-সভা হইতে বাদ দিতে হইবে। কিন্তু তিনি তখনও পরিষদে সর্বেসর্বা ছিলেন বলিয়া

ইংরেজরা ইহাতে সম্মত হইতে পারিল না। তাহারা ৪০ দিনের জন্য যুদ্ধ বন্ধ রাখার বা আলোচনা কালে মহিশূরবাহিনীকে আতুরে ও ইংরেজ বাহিনীর জগদুর্গাওতে অপসারণের প্রস্তাব করিল। হায়দর মাত্র এক সপ্তাহের যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন, তাঁহার সৈন্যেরা বন্দিবাসে ও ইংরেজরা কঞ্জেভেরামে থাকিবে। কিন্তু তাহা হইলে তাঁহার দ্রুতগামী অশ্বারোহীরা ইংরেজদের পূর্বেই আর্কট বা কোদ্দালোকের নিকট হাজির হইতে পারিত বলিয়া তাহারা এই প্রস্তাবে রাজী হইল না। এরূপে আলোচনা ফাঁসিয়া যাওয়ায় ১২ই মার্চ হায়দর দূত সরাইয়া নিয়া ইংরেজদিগকে খবর পাঠাইলেন, "আমি মাদ্রাজের দ্বারে আসিতেছি, সেখানে বসিয়া সপারিষদ গভর্নরের প্রস্তাব শ্রবণ করিব।" দূত হতবুদ্ধি হইয়া মাদ্রাজে ফিরিয়া আসিলেন। ইংরেজরা আতঙ্কে সেন্ট টমাস নদীপথ রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল।

এখন হইতে আবার উভয় পক্ষে অবিশ্রান্ত যাত্রা শুরু হইল। হায়দর একস্থান হইতে আর একস্থানে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইংরেজরা কিছুতেই তাঁহার নাগাল পাইত না; তাহারা বরাবরই অন্ততঃ একদিনের পথ পশ্চাতে থাকিত। অদম্য হায়দর শত্রুপক্ষকে বিভ্রান্ত করার জন্য কয়েকটি গতি পরিবর্তনের পর দক্ষিণ দিকে ছুটিলেন। স্মিথকে বাধ্য হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে হইল। ১৪ই মার্চ তিনি খবর পাইলেন, হায়দর মহিশূরের রাস্তায় বৃটিশ-বাহিনীকে ছাড়াইয়া যাওয়ার চেষ্টায় আছেন। স্মিথ তাড়াতাড়ি ছুটিয়া বন্দিবাসে পেঁ ীছিলেন। সেখানেও কোন সঠিক সংবাদ না পাইয়া তিনি আরও উত্তরে গিয়া চিঙ্গলপুট পর্যন্ত ধাবিত হইলেন (১৬ই মার্চ)। হায়দরের একদল অশ্বারোহী পার্শ্বে থাকায় স্মিথ প্রতারিত হইলেন। তিনি মনে করিলেন, মূল বাহিনী সম্মুখে রহিয়াছে। কাজেই তিনি কঞ্জেভেরামে গমন করিলেন। সেখানে ল্যাং-এর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এখানেও হায়দরের কোন পাত্তা মিলিল না, কাজেই ল্যাংকে আরও পশ্চিমে পাঠাইয়া তিনি বন্দি-বাস যাত্রা করিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, এভাবে অগ্রসর

হইলে একদল না এক দলের সহিত হায়দরের সাক্ষাৎ হইবে অথবা তিনি উভয় দলের মধ্যে পড়িবেন। ২৩শে মার্চ স্মিথ বন্দীবাসে পৌঁছিলেন, কিন্তু ২৬শে মার্চ পর্যন্ত হায়দর নিরুদ্দেশ রহিলেন। ২৭শে মার্চ খবর আসিল, তিনি ইংরেজ বাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্ব অতিক্রম করিয়া তাহাদের ও মাদ্রাজের মধ্যে হাজির হইয়াছেন। এই সংবাদে স্মিথ যত দ্রুত পারিলেন তাঁহার পিছনে ছুটিলেন। ২৯শে মার্চ তিনি কারাঙ্গুলি, ৩০শে চিঙ্গলপুট ও ৩১শে ভান্দালুরে পৌঁছিলেন। এখানে মাদ্রাজ সরকারের আদেশে তাঁহার গতিরুদ্ধ হইল।

শান্তি স্থাপনের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় হায়দরের যে নৈপুণ্যময় উদ্যম বিকশিত হইল, তাহা যেমন সুখদ, তেমনি তাঁহার অপূর্ব দক্ষতার সাক্ষ্য।* মাদ্রাজের ১৪০ মাইল দক্ষিণে গিয়া কামান ও লুণ্ঠিত দ্রব্য আতুরে এবং মূল-বাহিনী পশ্চিম দিকে পাঠাইয়া তিনি ২০০ নির্বাচিত পদাতিক ও ৬০০০ উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী লইয়া পূর্বদিকে ফিরিলেন। সাড়ে তিন দিনে ১৩০ মাইল ছুটিয়া ২৯শে মার্চ তিনি সহসা সেন্ট টমাস শৈলে হাজির হইলেন। সফলতাই এই সাহসিক গতি বিবর্তনের সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ততার প্রমাণ; ইহার ফলে মাদ্রাজ শহর ও শহরতলী হায়দরের পদতলে লুটাইতে লাগিল।** অবশ্য তাঁহার অবস্থান খুবই কঠিন ছিল। ক্যাম্বে, বজৌর ও কয়েকজন পুরাতন কর্মচারী তখন মাদ্রাজে। তাঁহাদের অধীনে ৪০০ ইউরোপীয়; ২০০০ পদাতিক ও কয়েকটি হালকা কামান ছিল; ল্যাং সসৈন্যে আর্কটের রাস্তায় ও স্মিথ তাঁহার শ্রান্তক্লান্ত বাহিনীর পশ্চাতে। কিন্তু সমর-নীতির দিক্ দিয়া যতই ভ্রান্ত হউক না কেন; হায়দরের রাজনৈতিক অনুমান অভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইল।

---

* "Hayder" now evolved a stroke which he executed with great felicity and address."—Mill III 478

** "This daring move was completely justified by its success." F. R. Williams, Great men of India, 237.

নগরে তখন ১৫ দিনের বেশী খাবার ছিল না। আতঙ্কে অস্থির হইয়া গভর্ণর হায়দরের আদেশে সন্ধি-প্রস্তাব লইয়া তাঁহারই নির্দেশিত দূত (মিঃ ডুপ্রে) পাঠাইলেন। এইরূপে হায়দর তাঁহার সুনিপুণ কৌশলে সম্পূর্ণ জয়লাভ করিয়া মাদ্রাজের দ্বারে বসিয়া নিজের ইচ্ছামত শর্তে ইংরেজদিগকে সন্ধি করিতে বাধ্য করিলেন।* তাহাদিগকে পূর্বে আর কোন ভারতীয় রাজার নিকট কখনও এভাবে অপদস্ত হইতে হয় নাই।

৪ঠা এপ্রিল সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরিত হইল। শর্তানুসারে উভয় পক্ষ তৎক্ষণাৎ বন্দী বিনিময় ও বিজিত স্থান প্রত্যর্পণে রাজী হইলেন। কিন্তু করুর জেলা ও দুর্গ হায়দরের দখলে থাকিবে বলিয়া সাব্যস্ত হইল। ইহা পূর্বে মহিশূরের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু ইদানিং মুহম্মদ আলীর অধীনে আসে। কাজেই হায়দর ইহাকেও বিজিত স্থান প্রত্যর্পণের শামিল বলিয়া মনে করিতে পারিতেন; এতদ্ব্যতীত শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইলে উভয় পক্ষ পরস্পরকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। মহিশূর-রাজ অনেক টাকা ক্ষতিপূরণ পাইলেন। উপকূলে ধৃত জাহাজের বিনিময়ে তাঁহাকে কোলারের রণ-সম্ভার প্রদত্ত হইল। মুহম্মদ আলী সন্ধির আওতার বাহিরে রহিলেন। তিনি স্বতন্ত্র পত্র দ্বারা ইহা মানিয়া লইবেন বলিরা স্থিরীকৃত হইল; কিন্তু তিনি কখনও এই প্রতিজ্ঞা পালন করেন নাই।

চাঁদ সাহেবের পরিবার ও বহু নবাগত (ভূতপূর্ব নওয়াবদের বংশধর) মুহম্মদ আলীর বন্দী ছিলেন। হায়দর ইংরেজ বন্দী-দিগকে মুক্তিদান করিবেন না বলিয়া ধমক দেওয়ায় তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার ও ইংরেজদের নাকালের একশেষ হইল। সেণ্ট জর্জ দুর্গের দ্বারে সন্ধি ভিক্ষার জন্য সপারিষদ গভনরের হীনতাজ্ঞাপক ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কিত করাইয়া বিজয়ী

---

*......masterly manoevres by which Hyder Ally dictated Peace to the English at the gates of Madras". Grant Duff, History of the Mahrattas, Vol, 1, 561.

ভূপতি রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই ছবিতে দেখা যায়, পারিষদবর্গ সমভিব্যহারে গভর্ণর হায়দরের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া রহিয়াছেন; তিনি ইংরেজ দূত ডুপ্রের নাক টানিয়া উহাকে হাতীর শুঁড়ের ন্যায় লম্বা করিয়া ফেলিয়াছেন; তাহা হইতে স্বর্ণ-মুদ্রা বাহির হইয়া মৃত্তিকায় গড়াইয়া পড়িতেছে; আর পরাজিত কর্নেল স্মিথ সন্ধিপত্র হাতে লইয়া নিজের তরবারি ভগ্ন করিতেছেন।

এই যুদ্ধ পরিচালনা ও সন্ধিশর্ত নির্ধারণে হায়দর যে উচ্চশ্রেণীর রণ-কৌশল ও জাত-কূটনীতিকের উপযোগী বিচক্ষণতার পরিচয় দেন, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই।*

সেন্ট থোম, আর্নি, কাবেরী পক, পলাশী, কোন্দুর, মস্‌লিপতম, বিদেরা, উধুয়ানালা ও বক্সারের যুদ্ধে দেশীয় সৈন্যের উপর ইউরোপীয় বাহিনীর অসীম শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। জনসাধারণের মনেও এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া যায়। হায়দর আলীই সর্বপ্রথম এ কিংবদন্তী ভাঙিয়া দেন। মুহম্মদ আলীর কপটতা সম্পর্কেও তাঁহার নির্ভুল ধারণা ছিল। এই ঘটনা-বহুল সংগ্রামে তিনি একটিও রাজনৈতিক ভুল করেন নাই; সামরিক ভ্রান্তিগুলিও প্রধানতঃ তাঁহার সৈন্য ও কর্মচারীদের শিক্ষা ও প্রতিভায় ন্যায়সঙ্গত অনাস্থার ফল।** পক্ষান্তরে মাদ্রাজ সরকারের কার্যাবলী যুগপৎ অবিবেচকতা ও অব্যবস্থিত চিত্ততার সংমিশ্রণ। তাঁহাদের ন্যায় "ক্ষমতাপ্রাপ্ত লুণ্ঠনকারীর দলের নিকট আর কীই বা প্রত্যাশা করা যাইতে পারিত?"

---

* "It cannot be denied that, ... the Mysore chief evinced high qualities as a tactician and the sagacity of a born diplomatist". ...Bowring, 58.

** "Hayder commitfed not only one political mistake and that of his military errors. more ought to be ascribed to his just diffidence in the talents and discipline of his officers and troops, than to any misconception of what might be achieved with better instruments",... Wilks, II, 128.

আবার মারাঠা

প্রথম মহিশূর যুদ্ধের সময় নিজাম, হায়দর ও ইংরেজ প্রত্যেকেই পেশোয়াকে দলভুক্ত করার চেষ্টা করেন। হায়দর তাঁহাকে ৩০ লক্ষ টাকা ও সৈনিকপ্রতি মাসে ১৫ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দেন। বোম্বাই ও মাদ্রাজের ইংরেজরা স্বতন্ত্রভাবে দূত পাঠায়। সালসেত ও বেসিন পাইলে তাহারা তাঁহাকে সুন্দ ও বেদনূর জয়ে সাহায্য করিতে স্বীকার করে; পেশোয়া অসম্মত হইলে তাহারা তাঁহার খুল্ল-তাত রঘুবার পক্ষ সমর্থন করার ও জানোজি ভোঁসলার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার ধমক দেয়। কিন্তু গৃহ-বিবাদ ও অর্থা-ভাবের দরুন তিনি যুদ্ধে বিরত থাকিতে বাধ্য হন। তাঁহার সেনা-পতিরা ২৪,০০০ অশ্বারোহী সংগ্রহ করিয়া সিরা ও মাদগিরি পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার আদেশ পাইলেও ইহা ছিল উভয় পক্ষকে বিভ্রান্ত করার ফন্দি মাত্র। তবে হায়দর যে-ভাবে মারাঠা রাজ্য গ্রাস করিতেছিলেন, তাহাতে পেশোয়ার পক্ষে তাঁহার পক্ষ সমর্থনের কোনই সম্ভাবনা ছিল না, অন্তর্বিবাদ না থাকিলে ইংরেজের সহিত মিলিত হইয়া তিনি তাঁহাকে পর্যুদস্ত করারই চেষ্টা করিতেন। রঘুবা পরাজিত ও বন্দী হইলে (জুন, ১৭৬৮) এবং ভোঁসলার সহিত তাঁহার পুনর্মিলন সাধিত (১৭৬৯) হইলে তিনি এদিকে মনো-নিবেশ করার অবসর পাইলেন।

মাদ্রাজের সুবিধাজনক সন্ধির পর হায়দর বাঙ্গালোরে আসিয়া রণক্লান্ত সৈন্যগণকে বিশ্রাম দান করিলেন। তিন বৎসর পরে মীর সাহেবের সহিত তাঁহার পুনর্মিলন ঘটিল। এক গুপ্ত সন্ধিতে নিজাম তুঙ্গভদ্রা ও মহিশূরের উত্তর সীমান্তের মধ্যবর্তী জনপদে হায়দরের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লন। তাঁহার ভাগ্য-বিপর্যয়ের এ সকল সামন্ত অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। হায়দর এখন স্বীয় দাবী বলবৎ করিতে বাহির হইলেন। প্রথমে মীর সাহেবের সহযোগিতায় চিক্কবালাপুর আক্রান্ত হইল। তাহাদের ১০,০০০ অথচ ফওজদার

মহিমাজি সিন্ধিয়ার মাত্র ৮৫০ জন সৈন্য ছিল। তিনি প্রথমে কাদাপা ও শেষে গুতি গমন করিলেন, কিন্তু কোথাও সাহায্য না পাইয়া অনন্তপুরে ফিরিয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে তালপুর হায়দরের দখলে আসিল। উহার সর্দার বখ্‌মনজি ভোঁসলা সন্ধি শর্ত আলোচনার জন্য আহূত ও ধৃত হইলেন। তাঁহার বহু সৈন্য নিহত হইল। অতঃপর হায়দর অনন্তপুর যাত্রা করিলেন। মহিমাজি আতঙ্কে হরিহরে পলাইয়া গেলেন। গোপাল রাও পটবর্ধন ইহার প্রতিবাদ করিলে হায়দর উত্তর দিলেন, "চারি মাসের মধ্যে আমাকে সিরা, অঙ্কোটা ও বালাপুর প্রত্যর্পণের কথা। কিন্তু আপনার মত লোক মধ্যস্থ থাকা সত্ত্বেও দুই বৎসর পরেও এই প্রতিশ্রুতি প্রতিপালিত হয় নাই। অনুগ্রহ পূর্বক পেশোয়াকে এই অন্যায়ের প্রতিকার করিতে বলিবেন। বালাপুরের কিল্লাদার মহিমাজি সিন্ধিয়া আমার কয়েকজন অসন্তুষ্ট সৈন্যকে চাকুরী দিয়া আমার রাজ্যে অশান্তি উৎপাদনে উস্কানী দিতেছিলেন। কাজেই আমি তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছি।"

কাদাপা ও কার্নুলের নওয়াব এবং কোদওয়াল, কুতিকুন্ড, কোপেথল, হর্পণহল্লী, চিতনদ্রুগ ও সিরার অধীন পলিগারদের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থে হায়দরের শূন্য-কোষাগার পূর্ণ হইয়া উঠিল। এদিকে তাঁহার সেনাপতি সর্দার খান পশ্চিমঘাটের পাদদেশস্থ ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম অংশের কাম্বাস, গুদালুর প্রভৃতি সাতটি গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া লইলেন। উত্তর কোচিন লুণ্ঠিত ও ত্রিচুরদুর্গ অধিকৃত হইল। কিন্তু ত্রিবাঙ্কুর প্রাচীরের দরুন তাঁহার অগ্রগতি বন্ধ রহিল।

সাভানুরের নওয়াব গোপনে তাঁহাকে ৪০,০০০ টাকা দান করিলেন। গুত্তির মুরারি রাও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বন্ধুত্বের ভাণ করিলেন; তাঁহাকে ঘাটাইবার অবসর না থাকায় হায়দরকে তাঁহার নিকট হইতে বার্ষিক অর্ধ লক্ষ টাকা দানের চুক্তিপত্র আদায় করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। বেল্লারী হইতেও তিনি খালি হাতে ফিরিলেন। ইহা ছিল আদোনীর নওয়াবীর অন্তর্ভুক্ত। মধু

রাওর দ্বিতীয় আক্রমণই তাঁহার আকস্মিক প্রত্যাবর্তন ও ত্রিবাঙ্কুর রক্ষার হেতু।

এই জনপদ ছিল মহারাষ্ট্র ও মহিশুরের বিবাদ-ভূমি। হায়দরের শোষণ নীতিতে ক্রুদ্ধ হইয়া মধু রাও ৭৫,০০০ সৈন্য লইয়া আবার মহিশুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন (নভেম্বর, ১৭৬৯)। চিতলদ্রুগের পলিগার ও মুরারি রাও ছদ্মবেশ দূরে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। ইংরেজের সহিত দীর্ঘ সংগ্রামের পর অক্লান্ত মারাঠাদের সম্মুখীন হওয়ার ক্ষমতা হায়দরের ছিল না। তাঁহার ২০,০০০ সৈন্য বিভিন্ন দুর্গে ছড়াইয়া ছিল। প্রায় ২৫,০০০ সৈন্য মীর রেজা, টিপু সুলতান, ভেঙ্কৎ রাও ও মখদুম আলীর অধীনে বেদনুরে স্থাপিত হইল। বাকী ৩০/৩৫ হাজার সৈন্য লইয়া তিনি উদগণির অরণ্যে চলিয়া গেলেন। সুরক্ষিত বাঙ্গালোর ও শ্রীরঙ্গপত্তমে থাকিয়া বর্ষাগম পর্যন্ত ৪/৬ মাস আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া তাঁহার ভরসা ছিল।

সমস্ত খড় ও কাঠ সংগ্রহ করিতে, যাহা অপসৃত করা সম্ভবপর হইবে না, তাহা পুড়াইয়া ফেলিতে, সমস্ত কূপ ও পুষ্করিণী ভরাট করিতে এবং অধিবাসীদিগকে গ্রাম ছাড়িয়া সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় লইতে উপদেশ দিতে টিপু পিতার আদেশ পাইলেন। এই অনুজ্ঞা যথাসাধ্য কার্যে পরিণত করিয়া তিনি শ্রীরঙ্গপত্তমে চলিয়া গেলেন। হায়দর নিজেও তাঁহার গমন-পথের নিকটবর্তী সমস্ত জনপদ এভাবে উৎসন্ন করিয়া দিলেন।

এদিকে সন্ধি-শর্ত স্থির করার জন্য মারাঠা শিবিরে দূত ছুটিল। মধু রাও এক কোটি টাকা দাবী করিলেন; হায়দর বার লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া দিতে সম্মত হইলেন। কাজেই আলোচনা ফাঁসিয়া গেল। লাভের মধ্যে হায়দরের অন্যতম দুত আলী রেজা মারাঠা শিবিরে রহিয়া গেলেন। কর্ণাটের গদী লাভে নিরাশ হওয়ায় তিনি আর মহিশুরে ফিরিয়া আসিলেন না।

পূর্ব ও উত্তর অঞ্চলের জেলাগুলি দেখিতে দেখিতে মধু রাওর দখলে আসিল।

বুধেহল, কন্ডিকিরি, চিক্কনায়ক হুব্লী, (জানুয়ারী ১৭৭০) নাগমঙ্গল দেওয়ানহল্লি, বেলুর, মাগদি, চিক্কবালাপুর, নন্দীদুর্গ, কোলার, মুলবগল প্রভৃতি দুর্গ একে একে আক্রান্ত ও অধিকৃত হইল। নাগমঙ্গলম, দেওয়ান হল্লি, মাগদি ও কোলার প্রভৃতি গুরুত্ববিহীন দুর্গগুলি তিনি ভূমিস্মাৎ করিয়া ফেলিলেন। অন্যান্য দুর্গে নিজস্ব সৈন্য স্থাপিত হইল। প্রায় সর্বত্রই মারাঠারা রক্ষী-সৈন্য ও অধিবাসীদিগকে তরবারি মুখে নিক্ষেপ করিল। ১০ই এপ্রিলের কাছাকাছি পেশোয়া দেব রায় দুর্গে ফিরিয়া চলিলেন। পথিমধ্যে নিজগলে তাঁহার গতি রুদ্ধ হইল। এই দুরারোহ দুর্গটি বাঙ্গালোরের প্রায় ৩০ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত এ জেলার তহশিলদার নরসেনা এখানে বাস করিতেন। কাজেই তিনি ইহার দৃঢ়তা সাধন করেন। অবরোধ আরম্ভ হওয়ার পর সর্দার খান নামক একজন উচ্চবংশীয় সাহসী ও বিশ্বস্ত বীরের অধীনে বাঙ্গালোর হইতে একদল সৈন্য প্রেরিত হইল। ফলে রক্ষীসৈন্যের সংখ্যা তিন হাজারে উঠিল। পেশোয়া দুর্গ সমর্পণের আদেশ দিলে তিনি কামান দাগিয়া তাহার উত্তর দিলেন। প্রবল উদ্যমে অবরোধ ও আক্রমণ চলিল। কিন্তু সর্দার খাঁর বীরত্বে সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল। পেশোয়ার ভ্রাতা নারায়ণ রাও এক আক্রমণে আহত হইলেন। অবশেষে তিনি দুই বৎসরের খাজনা মাফের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় চিতলদ্রুগের পলিগার বেজকুত্তি দুর্গ অধিকারের ভার লইলেন। ২লা মে তাঁহার সাহসী বেদার পদাতিকেরা বহু কষ্টে পর্বতের পশ্চাদ্দিক বাহিয়া মই লাগাইয়া দুর্গপ্রাচীর ও বুরুজে উঠিয়া পড়িল। রক্ষীসৈন্যেরা তাহাদিগকে বাধা দিতে গিয়া পরাজিত হইল। কিল্লাদার স্বয়ং আহত ও বন্দী হইলেন। পেশোয়া তাঁহার অঙ্গচ্ছেদের ধমক দিলে তিনি উত্তর দিলেন; "আমার অঙ্গহানিতে আপনারই অপমান হইবে।" ফলে তিনি মুক্তি পাইলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত সৈন্যের নাসা-কর্ণ কর্তিত হইল। সেই নিমক-হারামির দুর্গে ইহাদের প্রভুভক্তি বাস্তবিকই গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করে।

হায়দর এ সময় পশ্চিমাঞ্চলে উদগণিতে। তাঁহার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য পেশোয়া গোপাল রাওর অধীনে সাভানুরে

১০,০০০ সৈন্য স্থাপন করেন। তিনি তুরুভেকিরিতে চলিয়া গেলে গোপাল রাও হরিহরে চলিয়া আসিলেন। চিক্কনায়ক হল্লিতে তখন ১১০০ সৈন্য ছিল; তন্মধ্যে ১২৫/১৫০ জন মারাঠা, ৪০০ জন চিতলদ্রুগের পলিগারের লোক ও অবশিষ্ট হায়দরের পুরাতন রক্ষী। তাহাদের সাহায্যে দুর্গে ৩০০ লোক ঢুকাইতে তাঁহার কষ্ট হইল না। মারাঠারা ধৃত ও তাহাদের নাসা-কর্ণ কর্তিত হইল। কান্দিকিরি ও নিকটবর্তী অঞ্চলের মারাঠারা এই সংবাদে আতঙ্কে পলাইয়া গেল। এদিকে হায়দরের আদেশে মীর রেজার তৎপরতায় পশ্বাদির খাদ্য সংগ্রহ করা মারাঠাদের পক্ষে দায় হইয়া উঠিল। তিনি তাহাদের অবিশ্রান্ত অশান্তি উৎপাদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে ধরার জন্য পেশোয়া বহু চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল। রক্ষীদের আতঙ্ক দুর করার জন্য তিনি নরসিংহ রাও ও মহিমাজি সিন্ধিয়ার অধীনে ৩০০০ সৈন্য পাঠাইলেন। ইহাতে তাহারা অনেকটা আশ্বস্ত হইল। পর্তুগীজদিগকেও লোভনীয় শর্তে দলে ভিড়াইবার চেষ্টা চলিল। কিন্তু তাহারা নিরপেক্ষ থাকাই ভাল মনে করিল।

হায়দরের পক্ষে যুদ্ধ পরিচালনার যথেষ্ট অসুবিধা ছিল। তিনি কোন স্থান পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিলে গোপাল রাও ও পেশোয়া দুই দিক হইতে আসিয়া তাঁহাকে পিষিয়া মারিতে পারিতেন। পক্ষান্তরে তিনি গোপালের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইলে তিনি পলাইয়া গিয়া তাঁহাকে আক্রমণের সুযোগের অপেক্ষায় থাকিতেন। অগত্যা তিনি নৈশ আক্রমণে ভাগ্য পরীক্ষার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার মতলব টের পাইয়া গোপাল রাও খুব সাবধান হইয়া গেলেন। তিনি নীলকান্ত রাও ও পরশুরাম রাও রাত্রে পর্যায়ক্রমে শিবির পাহারা দিতেন। কিন্তু হায়দর নানা চাতুরী জানিতেন। তাহার চমৎকার ডাক-বিভাগ জনরব তুলিল, তিনি শ্রীরঙ্গপত্তমে যাইবেন। তাঁহার কিছুমাত্র মালপত্র বাস্তবিকই প্রত্যহ সেখানে প্রেরিত হইতে লাগিল। একদিন তিনি নিজেও তুরুভেকিরি ত্যাগ করিলেন। এই সংবাদে গোপাল রাওয়ের পাহারা দানে শৈথিল্য

আসিল। ৩রা মার্চ দিবাগত রাত্রে হায়দর ২০০০ অশ্বারোহী ও ৬০০০ পদাতিক লইয়া দ্রুত পদে সহসা মারাঠা শিবিরের নিকটবর্তী হইলেন। জনৈক মুসলমান সৈন্য পলাইয়া আসিয়া মারাঠাদিগকে এই সংবাদ দিল। তাহারা তাহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া তাহাকে ঠাট্টা করিতে লাগিল। গোপাল রাও নিজেও প্রথমে ইহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। শেষে অপ্রস্তুত থাকা অপেক্ষা প্রস্তুত হওয়াই তাঁহার নিকট ভাল মনে হইল। কিন্তু তাঁহার সাজ-সজ্জা সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই হায়দরের কামানরাজি গর্জিয়া উঠিল। মারাঠারা শিবির ছাড়িয়া সরিয়া গেল। গভীর অন্ধকারে মহিশূরীরা তাহা বুঝিতে পারিল না। সূর্যোদয়ের পর শিবির লুন্ঠন করিয়া তাহারা দুইটি পতাকা, কয়েকটি অশ্ব, বহু তাঁবু ও বাসনপত্র পাইল। তাহাদের তিনজন সৈন্য, অথচ মারাঠাদের ২৫ জন সৈন্য ও ২০০ (মারাঠাদের মতে ৫৫) অশ্ব নিহত এবং অন্ততঃ ১৫০ জন সৈন্য আহত হইল।

যুদ্ধ-ঋতু প্রায় শেষ হইয়া আসায় ও বংশগত ক্ষয়রোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় পেশোয়া ত্রিম্বক রাওর হস্তে সৈন্য চালনার ভার দিয়া রণক্ষেত্র হইতে চলিয়া গেলেন।

গোপাল রাও ও মুরারী রাও তাঁহার সাহায্যার্থে রহিলেন। এই অভিযানে পেশোয়ার লক্ষ ছিল দুর্গ অধিকারের ছলে হায়দরকে প্রতারিত করার এবং সুযোগ পাওয়া মাত্র দ্রুত ধাবনে গোপাল রাওর সহযোগিতায় তাঁহাকে পর্য্যুদস্ত করা; হায়দর ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার ফাঁদে ধরা দেন নাই। পেশোয়া যখন দেবরায়দুর্গে, হায়দর তখন বালাবারে ও গোপাল রাও হরিহরে। ইহাই ছিল পেশোয়ার মতলব হাসিলের সুযোগ। হায়দর তাহা টের পাইয়া নীরবে শ্রীরঙ্গপত্তমে চলিয়া গেলেন।

সেপ্টেম্বরের শেষে ত্রিম্বক রাও গরমকুন্ড অবরোধ করিলেন। মীর রেজার ভ্রাতুষ্পুত্র মীর মঈনুদ্দীন খান বা সৈদু মিয়া ছিলেন ইহার কিল্লাদার। মারাঠারা তাঁহার নিকট ভীষণ বাধা পাইল। গোপাল রাও পটবর্ধন সসৈন্যে মাত্র ১০/১২ মাইল দূরে শ্রীরঙ্গ-

পন্তমের পথে থাকায় হায়দর কোনই সাহায্য পাঠাইতে পারিলেন না। মীর রেজার গোঁ গোঁ করাই সার হইল। মারাঠাদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার চেষ্টা মারাত্মক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল। গোপাল রাও আকস্মিক আক্রমণে পুঙ্গানুরুতে তিনজন মহিশূরী সেনাপতিকে পরাজিত করিলেন, তন্মধ্যে সৈয়দ মুহম্মদ পলাইয়া গেলেন; কিন্তু চন্দ্রজি যাদব ও বালাজিপন্ত ধরা পড়িলেন। বীরবর মঈনুদ্দীন সুদীর্ঘ আড়াই মাস কাল আত্মরক্ষার পর সাহায্য লাভে হতাশ হইয়া মুরারী রাওর মধ্যস্থতায় দুর্গ ছাড়িয়া দিয়া আদোনী চলিয়া গেলেন। তুমকুর প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র স্থান শীঘ্রই ত্রিম্বকের দখলে আসিল।

১৭৭১ খৃষ্টাব্দের প্রথমে গোপাল রাওর অসুখ হইল। তিনি প্রথমে আদোনী ও তথা হইতে কনকগিরি গমন করিলেন। এখানে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তজ্জন্য তিনি মিরাজে চলিয়া গেলেন। ৭ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার মৃত্যু হইল।

ইতিমধ্যে পেশোয়া বেদনুর আক্রমণের নির্দেশ দেওয়ায় ত্রিম্বকের অধীনে মুল বাহিনী কোলার মুলবগল অঞ্চল হইতে তুমকুরে সরিয়া আসিল। গোপাল রাওর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বামন রাও তাড়াতাড়ি সৈন্য লইয়া সেখানে আসিতে আহুত হইলেন। অতঃপর তিনি বেস্বুরে গমন করিলেন। তাঁহাকে বাধা দানের জন্য হায়দর ৮০০০ অশ্বারোহী ১৪,০০০ (মারাঠা মতে ৮০,০০০) পদাতিক ও ৪০টি ভারী কামান লইয়া মাগদি পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। মারাঠাদের অন্ততঃ ৫০,০০০ (স্টুয়াটের মতে ৮০,০০০) সৈন্য ও ৩০টি ভারী কামান ছিল। বৃষ শৃঙ্গে ২০০০ জ্বলন্ত মশাল বাঁধিয়া হায়দর এগুলি মারাঠা শিবিরের দিকে চালান দিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃত লক্ষ্য সম্পর্কে ত্রিম্বকের মনে ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়া মারাঠা বাহিনীর পার্শ্বদেশে আপতিত হওয়া। কিন্তু ত্রিম্বক তাঁহার কৌশল বুঝিতে পারায় তিনি মাগদির অরণ্যে সরিয়া গেলেন। মারাঠারা মাগদি হইতে তরুবেকিরে আসিলে হায়দর নাগমঙ্গলের নিকটস্থ মেলুকোটের পর্বতে আশ্রয় লইলেন।

ত্রিম্বক এখানে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার অগ্রগামী সৈন্যদের সহিত হায়দরের পশ্চাৎরক্ষী সৈন্যগণের একটি সংঘর্ষ হইল। তাহাতে মারাঠাদের ১০০ লোক হতাহত হইল, পক্ষান্তরে হায়দরের ৩০০ অশ্ব ধরা পড়িল। মারাঠা বাহিনী হায়-দরের এক ক্রোশ দূরে ছিল। রাত্রিকালে তিনি মেলুকোটের সামান্য পশ্চিমে সাচিতে সরিয়া গেলেন। চতুর্দিকে এক বা দেড় মাইল বিস্তৃত গভীর অরণ্যময় পর্বতের মধ্যবর্তী বৃহৎ ময়দানে পশ্চিম-মুখী হইয়া অর্ধ-চন্দ্রাকারে তাঁহার ব্যূহ রচিত হইল। মারাঠা-দের পক্ষে সেখানে কামান আনয়ন করা অতি কঠিন ছিল। হায়দর তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে তাহারা কামান লইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে পারিত না। এখান হইতে শ্রীরঙ্গপত্তম গমনের একটি পথ ছিল। মারাঠারা সেখানে পাহারা বসাইল। দুর্ভাগ্যবশতঃ হায়-দরের পূর্বদিকে একটি বিচ্ছিন্ন পাহাড় ছিল। মারাঠারা উহা অধিকার করিয়া আটদিন পর্যন্ত মহিশূর বাহিনীর উপর অগ্নি বৃষ্টি করিল। দূরপাল্লার কামান না থাকায় হায়দর ইহার কোনই প্রতিকার করিতে পারিলেন না, শেষে তাঁহার অবস্থা এত অসহ-নীয় হইয়া উঠিল যে, ৫ই মে রাত্রি ৯টার সময় তিনি শ্রীরঙ্গপত্তম যাত্রা করিলেন। সৈন্যেরা সম্মুখে মালপত্র রাখিয়া সংকীর্ণ গিরি সংকট দিয়া এক সারিতে অগ্রসর হইল। তিন মাইল গমনের পর সেনাপতি নারায়ণ রাও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া একটি কামান দাগায়, মারাঠারা ব্যাপার টের পাইল। ত্রিম্বক তৎক্ষণাৎ তাহা-দের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। প্রত্যুষে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া হায়দর তাঁহার মালপত্র মধ্যভাগে রাখিয়া এক বিরাট বর্গক্ষেত্রাকৃত ব্যূহ রচনা করিলেন। রাত্রি চারি ঘটিকা বাকী থাকিতেই যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহিশূর বাহিনী অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করিতে করিতে সম্মুখে চলিল। মারাঠারা সঙ্গে কামান আনিতে না পারায় তাহাদের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারিল না। অবশেষে মহিশূর বাহিনী অতি কষ্টে চিক্কুরালির পাহাড়ে পৌঁছিল। ইহা মেলুকোটের পাহাড় ও শ্রীরঙ্গপত্তমের মধ্যস্থান—প্রত্যেক স্থান হইতে ১১ মাইল দূরে অবস্থিত; এখানে মারাঠাদের চাপ এত বৃদ্ধি পাইল যে, কেহ কেহ বিদ্রোহী

হওয়ার উপক্রম করিল। অশ্বারোহীরা ৮/১০ জনকে হত্যা করিলে তবে তাহাদের মাথা ঠাণ্ডা হইল। অপরাহ্ণ ১টার সময় ত্রিশটি ভারী কামান আসিল। মহিশূর বাহিনী অত্যন্ত ঘন সন্নিবিষ্ট থাকায় তাহারা দলে দলে প্রাণ বিসর্জন দিতে লাগিল। হঠাৎ একটি গোলা বর্গক্ষেত্রের মধ্যস্থ কামান-বাহী গাড়ীতে পড়িয়া বিস্ফোরণ ঘটাইল, কয়েক বোঝা হাউই-বাজীতেও আগুন ধরিয়া গেল। ইহাতে আতঙ্কিত হইয়া বাম বাহুর নিকৃষ্ট সৈন্যেরা পাহাড়ের দিকে ছুটিল, অন্যান্য ব্যূহও তাহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিল। মারাঠারা অবাধে তাহাদিগকে কাটিয়া চলিল। সৌভাগ্যবশতঃ নিরস্ত্র পলাতকদিগকে হত্যা করা অপেক্ষা তাহারা শিবির লুণ্ঠনেই অধিকতর মনোযোগ দেওয়ায় মহিশূর বাহিনীর কিয়দংশ রক্ষা পাইল। হায়দর অশ্ব হইতে অবতরণে বাধ্য হওয়ার পর ভীড়ের চাপে পাহাড়ে নীত হইলেন। গাজী খান নামক এক পিণ্ডারী আসিয়া তাঁহাকে বলপূর্বক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে টানিয়া লইয়া গেল। মাত্র ১৪ জন অশ্বারোহীসহ তিনি শ্রীরঙ্গপত্তমে চলিলেন। বিশৃঙ্খলার মধ্যে টিপুর কোন পাত্তা মিলিতেছিল না। তিনি নিহত হইয়াছেন মনে করিয়া পুত্র-শোকাতুর পিতা কাবেরীর এ-পারে এক গোরস্তানে বসিয়া তাহার জন্য দোয়া করিতে লাগিলেন। অবশেষে টিপু মারাঠা পিণ্ডারীর বেশে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলে তিনি মনে কতকটা সান্ত্বনা পাইলেন। ইয়াসিন খাঁর সহিত তাহার আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য ছিল। তিনি নিজেকে নওয়াব বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় সম্ভবতঃ হায়দরের পলায়নের সুবিধা হয়।

এই মারাত্মক দুর্যোগের রাত্রে ইয়াসিন খাঁর এক চক্ষু বিনষ্ট হয়; টিপুর ভাবী বেগমের পিতা লাল্লা মিঞা অত্যধিক সাহসের সহিত আত্মরক্ষা করিয়া ভীষণ আহত অবস্থায় ধৃত হইয়া মৃত্যু বরণ করেন। কেবল অপদস্থ ফয়জুল্লাহ্ খাঁই পূর্ণ ধৈর্য ও বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দেন। কয়েকজন বন্ধু ও স্বেচ্ছাসেবকসহ তিনি সবলে শত্রুসৈন্য ভেদ করিয়া পদব্রজে কাবেরী উত্তীর্ণ হইয়া নিরাপদে রাজধানীতে পেঁৗছিলেন। হায়দরের কয়েক হাজার সৈন্য নিহত

এবং বিশ-পঁচিশটি হস্তী, সমস্ত কামান, রসদ ও ধন-রত্ন ব্যতীত সাত-আট হাজার অশ্ব মারাঠাদের হস্তগত হইল। ৫০ জন ইউরোপীয় ভিন্ন প্রভুভক্ত ইয়াসিন খাঁ, দুর্ধর্ষ মীর আলী রেজা ও কয়েক-জন সর্দার ধরা পড়িলেন। মারাঠারা ইহাকে (মোতি তালাবের) যুদ্ধ বলিলেও চিঙ্কুরালীর দুর্ঘটনা যুদ্ধ নহে; হায়দর এখানে পরাজিত হইলেও মারাঠারাও জয়ী হয় নাই।* ইহাতে তাহাদের ২০০০ অশ্বারোহী নিহত এবং বহু কর্মচারী আহত ও নিহত হয়।

ত্রিম্বক স্বয়ং কানে সামান্য আঘাত পান। মেলুকোটার পবিত্র মন্দির শ্রীবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের আড্ডা—ইহার বিপুল ঐশ্বর্যের লোভ সংবরণ করা মারাঠাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। ঐ এলাকা লুন্ঠন করিয়া তাহারা মন্দিরের রথে আগুন লাগাইয়া দিল। উহা ছড়াইয়া পড়ায় সমস্ত পবিত্র ভবনগুলিই পুড়িয়া গেল।

উৎকট লুন্ঠন-স্পৃহার ফলে, মারাঠাদের আক্রমণে দশদিন বিলম্ব ঘটিল। তাহার ফলে 'চটপটে ও দুঃসাহসী' হায়দর পলাতক সৈন্যগণকে একত্র করিয়া রাজধানী রক্ষার সুব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইলেন। তাঁহার সৈন্য-সংখ্যা দশ হাজারে উঠিল। মারাঠাদের নিকট হইতে হৃত অস্ত্রশস্ত্রাদির অধিকাংশ ক্রয় করিয়া তিনি তাহাদের অবস্থা পূর্বাপেক্ষাও ভাল করিতে সমর্থ হইলেন।** শুভক্ষণে ত্রিম্বক শ্রীরঙ্গপত্তম অবরোধ করিলেও তাঁহার ফল শুভ হইল না। তিনি মহিশুরের সহিত হায়দরের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস পাইলেন। বামনরাও ও মুরারি রাও অবরুদ্ধ নগরীর বিভিন্ন দিক ঘিরিয়া রহিলেন। হায়দর চতুর্দিকস্থ জনপদ এমনভাবে উৎসন্ন করিয়া দেন

* '...This was no battle ; and ...though the day lost by Hyder, it was not won by the Mahrattas, ''—Wilks II, 147.

(মোতি তালাব—মুক্তা-দীঘি) নিকটবর্তী একটি পুষ্করিনীর নাম।

** ''Hyder established his army in a short time, in a better state than before."...Singha. 175.

যে, ২০/২৫ মাইলের মধ্যে পশু বা মানুষের খাদ্য পাওয়ার উপায় ছিল না। তথাপি হায়দর আনন্দ রাওর মারফতে সন্ধির প্রস্তাব উঠাইলেন। হৃতরাজ্য ফিরিয়া পাইলে তিনি তিন বৎসরে ৪৫ লক্ষ টাকা দিতে চাহিলেন। কিন্তু মারাঠারা এক কোটি টাকার নীচে নামিতে রাজী হইল না। হায়দর জানিতেন, অচিরে মারাঠা শিবিরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, তাহা ছাড়া কাবেরীতে বন্যা হওয়ার পূর্বেই তাহারা পাততাড়ি গুটাইতে বাধ্য হইবে। কাজেই তিনিও আর মাথা নত করিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

হায়দরের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি সফল হইল। ৩৬ দিন ব্যর্থ চেষ্টার পর মারাঠারা অবরোধ উঠাইয়া ১৯ মাইল উত্তর-পশ্চিমস্থ মোতি তালাবে চলিয়া গেল। তাহাদের ব্যর্থতায় মহিশূর বাহিনীর আতঙ্ক হ্রাস পাইল। টিপু তাহাদের শস্য বোঝাই একলক্ষ বলদ ধৃত করিয়া বেদনূরে লইয়া গেলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে চেন্নাপতনা মাদুর, সিদলাঘাটা ও অন্যান্য স্থান মারাঠাদের দখলে চলিয়া গেল। হায়দর বেদনূর হইতে বিশটি কামান ও গোলা-বারুদ আনয়নের চেষ্টা করিলেন। প্রহরীসহ ইহার সমস্তই ত্রিম্বকের হাতে পড়িল। মুহম্মদ একটি আকস্মিক আক্রমণে পেরিয়াপতম দখল করিতে গিয়া সমগ্র মারাঠা বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার বহু সৈন্য নিহত হইল, মারাঠারা তাঁহাকে প্রায় বেষ্টন করিয়া ফেলিল। শেষে হত-ভাগ্য সৈন্যগণকে হত্যা করিয়া তিনি অতি কষ্টে বাঁকা পথে রাজ-ধানীতে প্রত্যাবর্তনে সমর্থ হইলেন।

বর্ষাকালে বেল্লুরে কাটাইয়া সেপ্টেম্বরের শেষে ত্রিম্বক হায়দরের অবশিষ্ট দুর্গ জয়ে বাহির হইলেন। বিশ্বস্ত আপ্পাজি রামের মারফতে আবার আলোচনা আরম্ভ হইল। ৬০ লক্ষ টাকা পাইলে এবং হায়দর তাঁহাকে কর্ণাট আক্রমণে সাহায্য করিলে ত্রিম্বক শ্রীরঙ্গ-পত্তমের চতুর্দিকস্থ জনপদ প্রত্যার্পণে সম্মত হইলেন। কাজেই এবারও সন্ধির কথাবার্তা ফাঁসিয়া গেল।

২২শে অক্টোবর মুহম্মদ আলী ও ইংরেজরা তাঞ্জোর আক্রমণ করিলে রাজা ত্রিম্বকের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কাজেই বামন

রাওর অধীনে একদল সৈন্য রাখিয়া তিনি সেদিকে ছুটিলেন। ২৭শে অক্টোবর নওয়াব রাজার সহিত সন্ধি করিয়া স্বরাজ্যে চলিয়া গেলেন। কিন্তু ত্রিম্বক ৩৫,০০০ সৈন্যসহ এতদূর আসিয়া খালি হাতে ফিরিতে চাহিলেন না। রাজা নিমন্ত্রণের অপরাধে তাঁহাকে চার লক্ষ টাকা দক্ষিণা দিতে বাধ্য হইলেন। তিনি কর্ণাট আক্রমণের ধমক দেওয়ায় নওয়াব ও নবনিযুক্ত বৃটিশ রাজমন্ত্রী স্যার রবার্ট হার্ল্যান্ড তাঁহাকে অনেক টাকা ঘুষ দিলেন। ত্রিম্বক এবার ইংরেজ ও ফরাসীদিগকে তাঁহার সহিত মহিশূর আক্রমণে যোগদান করিতে অনুরোধ করিয়া দূত পাঠাইলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল লাভ হইল না।

টিপু সেদিকে আসিতেছেন শুনিয়া ত্রিম্বক বামন রাওকে তাঁহার সাহায্যে আসিতে লিখিলেন। কিন্তু একদল মহিশূরী সৈন্য নারায়ণ গড় আক্রমণ করিয়াছে জানিতে পারিয়া বামন রাও সেদিকে ছুটিলেন। মহীশূরীদিগকে পরাজিত ও দুর্গটি ভূমিস্মাৎ করিয়া তিনি উত্তর দুর্গায় শিবির স্থাপন করিলে টিপু তাড়াতাড়ি শ্রীরঙ্গপত্তমে চলিয়া গেলেন।

একদিকে ত্রিম্বক বড় মহলে প্রবেশ করিয়া নানা স্থান হইতে কর আদায় করিলেন। কয়ম্বাতোর তাঁহার হস্তে লুণ্ঠিত হইল। নভেম্বর হইতে পর বৎসরের (১৭৭২) ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এই লুণ্ঠন-ক্রিয়া চলিল। অতঃপর তিনি বাঙ্গালোরের নিকটে প্রত্যাবর্তন করিয়া দোদ বালাপুরে চলিয়া গেলেন। এখানে বামন রাও তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।

এখন কেবল বাঙ্গালোর, বেদনুর ও শ্রীরঙ্গপত্তম হায়দরের হাতে রহিল। মারাঠারা তাঁহাকে বেদনুর হইতেও বঞ্চিত করিতে মনস্থ করিল। রাজধানীতেও শান্তি ছিল না। যুবক রাজা নঞ্জরাজ গোপনে মারাঠাদের সহিত পত্র ব্যবহার করিতেছিলেন। ষড়যন্ত্র ধরা পড়িলে হায়দর তাঁহাকে অপসৃত করাইয়া তাঁহার ভ্রাতা চমরা-জাকে সিংহাসনে বসাইলেন। কিন্তু মারাঠারা তাঁহার অধিকাংশ রাজ্য গ্রাস করিয়া বসিয়া রহিল। কিছুতেই তাহাদিগকে বিদূরিত করিতে না পারিয়া এপ্রিলের মধ্যভাগে তিনি আবার সন্ধির প্রস্তাব

উঠাইতে বাধ্য হইলেন। নানা কারণে মারাঠারাও শান্তির পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিল। বিপন্ন হইলেও 'মহানেতা' হায়দর তখনও তাহাদের অবিশ্রান্ত বিরক্তি উৎপাদনে সমর্থ ছিলেন। তাঁহার সৈন্যরা এমনভাবে দেশ লুণ্ঠন করে যে, সৈন্যদের রসদ-পত্র সংগ্রহ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। তদুপুরি মার্চ মাস হইতে পেশোয়া গুরুতর পীড়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন। আরোগ্য লাভে নিরাশ হইয়া তিনি যত শীঘ্র সম্ভব যুদ্ধ সমাপ্তির নির্দেশ পাঠাইলেন। কাজেই দুই মাস আলোচনার পর জুলাই মাসে উভয় পক্ষে এক সন্ধি হইল। মারাঠারা নগদ ১৫ লক্ষ টাকা পাইল, আরও ১৫ লক্ষ টাকার জন্য সিরা, অস্কোটা, কোলার, মাদগিরি ও বালাপুর জামিন রহিল। এতদ্ব্যতীত ত্রিম্বক ও অন্যান্য সর্দার ৫ লক্ষ টাকা 'দরবার খরচ' পাইলেন।

এই অভিযান ইঙ্গ-মহিশূর শত্রুতার জন্য অনেকটা দায়ী। মাদ্রাজের সন্ধির কয়েক সপ্তাহ পরেই হায়দর ইংরেজদিগকে জানোজী ভোঁসলার সহিত সন্ধি স্থাপনে প্ররোচিত করিয়া একটি ত্রিশক্তি গঠনের চেষ্টা করেন। মধু রাওর নিকট হইতে দুই বৎসর পূর্বের অধিকৃত কয়েকটি জেলা পুনরুদ্ধার করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য; এজন্য তিনি ইংরেজদের নিকট কিছু সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাহারা তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে।

মারাঠারা তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তিনি আবার বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ অল্প কিছু সৈন্য সাহায্য চাহিলেন (জানুয়ারী, ১৭৭০)। মারাঠারা ইতঃপূর্বে দুইবার (১৭৬৫ ও ১৭৬৭) মহিশূর আক্রমণ করে। তিনি জানিতেন, তাহারা আবার তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিবে; কাজেই মাদ্রাজের সন্ধি ছিল তাঁহার বৈদেশিক নীতির প্রধান অবলম্বন। কিন্তু বিপদ কাটিয়া যাওয়ায় ইংরেজরা এখন নিরপেক্ষ থাকাই সাব্যস্ত করিল। কোন ছুতা দেখাইতে না পারিয়া তাহারা গড়িমসি করিয়া ব্যাপারটা এড়াইয়া যাওয়ার চেষ্টা করিল। তাহারা প্রথমে উত্তর দিল, সাহায্য পাঠাইতেছি। কিছু-দিন পরে বলিল, "আমরা ইংল্যাণ্ডে লিখিয়াছি এবং উত্তরের

অপেক্ষায় আছি"। হায়দর বলিলেন, "ইংল্যান্ড হইতে উত্তর আসিতে দেড় বৎসর লাগিবে; তখন তোমাদের সাহায্য আমার কি কাজে আসিবে?"

চিঙ্কুরালির যুদ্ধের কয়েকদিন পরে তিনি আবার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন (মার্চ, ১৭৭১)। এবার তিনি তাহাদিগকে ব্যয় বাবদ তিন লক্ষ টাকা দিতে চাহিলেন, কিন্তু ইহার কোনই উত্তর আসিল না। ছয় মাস পরে মারাঠারা ইংরেজের সাহায্য চাহিল, কিন্তু সাড়া না পাইয়া হায়দর কর্ণাট জয়ে তাহাদের সাহায্য করিলে আপোষে বিবাদ মিটাইবার প্রস্তাব করিল। উহাতে আন্তরিকতা ছিল কিনা সন্দেহ। হায়দর তৎক্ষণাৎ মাদ্রাজ সরকারকে লিখিলেন, প্রস্তাবিত সম্মেলন তাঁহার স্বার্থের বিরোধী। তাঁহার সাহায্যে মারাঠারা কর্ণাট জয় করিলে পরিণামে তিনি নিজেই বিপন্ন হইয়া পড়িবেন। কাজেই তিনি আশু ও কার্যকরী সাহায্যের বিনিময়ে ইংরেজদিগকে বিশ লক্ষ টাকা এবং সালেম ও বড় মহল প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন। এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইলে তিনি ফরাসীদের সহিত মৈত্রী স্থাপনের ধমক দিলেন। উত্তর আসিল, এখনও ইংল্যাণ্ড হইতে কোন জওয়াব আসে নাই।

মাদ্রাজের সন্ধি অনুসারে ইংরেজরা তাঁহাকে সাহায্য করিতে বাধ্য ছিল। কিন্তু নিতান্ত দায়ে পড়িয়া তাহাদিগকে এই সন্ধি করিতে হয়। ইহার ফলে কোম্পানীর শেয়ারের দাম শতকরা ৬০ টাকায় নামিয়া যায়। এভাবে অপমানিত হওয়ার জন্য মাদ্রাজ সরকারকে রীতিমত ডিরেক্টরদের বকুনি খাইতে হয়। কাজেই সন্ধি-শর্ত পালনের ইচ্ছা আদৌ তাহাদের ছিল না। মুহম্মদ আলী ও ইংল্যাণ্ড-রাজের ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রী স্যার জন লিন্ডসে বরং তাহাদিগকে মারাঠাদের সহিত যোগদানের পরামর্শ দিলেন। কাজেই মাদ্রাজ সরকার সাহায্য না পাঠাইয়া ইউরোপ হইতে অনুমতি আসিলে তিনি তদ্বিনিময়ে কি পরিমাণ অর্থ ও রসদ সরবরাহ করিতে পারিবেন, বর্ষশেষে তাহাই জানিতে চাহিলেন। বোম্বাই সরকার আরও এক ডিগ্রী উপরে গেলেন। হায়দর সাহায্যের উপযুক্ত মূল্য

'আমানত রাখিতে প্রস্তুত আছেন কিনা', যুদ্ধারম্ভের ছয় বৎসর পরে তাঁহারা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা' দিলেন (ডিসেম্বর, ১৭৭১)। কিছুদিন পরে তাঁহারা তাঁহকে সংবাদ পাঠাইলেন, বিলাতের কর্তৃপক্ষ উভয় পক্ষকেই সাহায্য করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।

হায়দর ইংরেজের এই বিশ্বাসঘাতকতা কখনও ক্ষমা করিতে বা ভুলিতে পারেন নাই। ইহার ফলে তাহাদের সহিত দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া মহিশূরের যুদ্ধ চলিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ইহা অন্য নূতন অশান্তিরও আকর হইল। হায়দরের রাজ্যই ছিল মাদ্রাজ ও মারাঠা সাম্রাজ্যের মধ্যে একমাত্র ব্যবধান।

ইংরেজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ফলে এই বিভেদ ঘুচিয়া গেল। দামাল-চেরী গিরিসঙ্কট হইতে পেদ্দানায়ক দুর্গ পর্যন্ত সমগ্র পূর্বঘাট ব্যাপিয়া মারাঠা সীমান্ত কর্ণাটের সহিত সংলগ্ন হওয়ায় ভারী অমঙ্গলের সূচনা হইল।

———

সাম্রাজ্য বিস্তার

মারাঠাদের শোষণে হায়দরের কোষাগার উজাড় হইয়া গেল। অসাধারণ ব্যাপারে অসাধারণ পন্থা উদ্ভাবনে তাঁহার ত্রুটি দেখা যাইত না। বিগত বার বৎসরের বিশৃংখলার সুযোগে বহু কর্মচারী সম্পদশালী হইয়া উঠেন; হায়দর নির্ভুলভাবে হিসাব করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহাদের অসাধুতালব্ধ অর্থ প্রত্যর্পণে বাধ্য করিলেন। নন্দরাজও গোপনে তাঁহার অংশ দানে বাধ্য হইলেন। পর বৎসর তাঁহার মৃত্যু হইলে হায়দর প্রতিদ্বন্দ্বিতার হাত হইতে রেহাই পাইলেন।

১৮ই নভেম্বর (১৭৭২) মধু রাওর মৃত্যু হইল। দেহ ত্যাগের কয়েকদিন পূর্বে তিনি রঘুবাকে কারামুক্ত করিয়া তদীয় উত্তরাধিকারী নারায়ণ রাওর সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিতে উপদেশ দিয়া গেলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাদের মধ্যে বিবাদ বাধিল। ফলে ছয়মাস পরে রঘুবা (রঘুনাথ রাও) আবার কারারুদ্ধ হইলেন (এপ্রিল, ১৭৭৩)। হায়দরের সহিত পূর্ব হইতেই তাঁহার সদ্ভাব ছিল। তাঁহারই মধ্যস্থতায় পেশোয়া ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মহিশূররাজকে সুবিধাজনক শর্ত মঞ্জুর করেন। প্রথম বন্দীদশায় তিনি পেশোয়া ও ভোঁসলার সম্মিলিত আক্রমণের ভয় দেখাইয়া নিজামকে হায়দরের সহিত যোগদানের পরামর্শ দেন। এখন তিনি আপাজি রামের মারফতে তাঁহার সহিত আবার পত্র ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। পত্র-বাহক ধৃত হইল, এমন কি আপাজি রামের উপরও পাহারা বসিল। কিন্তু তাহাতে আলোচনা বন্ধ হইল না। আপাজির সহিত রঘুবার চুক্তি হইল, হায়দর তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া পেশোয়ার পদে অভিষিক্ত করিলে এবং বার্ষিক ১৫ লক্ষ টাকা চৌথ দানে সম্মত হইলে তিনি তাঁহাকে মধু রাওর বিজিত সমস্ত স্থান ফিরাইয়া দিবেন। ৩০শে আগষ্ট (১৭৭৩) এক ষড়যন্ত্রের ফলে প্রহরীদের হস্তে নারায়ণ রাও নিহত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গেই সিংহাসন লইয়া বিবাদ বাধিল। কয়েকদিন পরে রঘুবা কারামুক্ত ও পেশোয়া বলিয়া ঘোষিত হইলেন (সেপ্টেম্বর,

১৭৭৩)। এ সময় ইংরেজ ও মুহম্মদ আলী আবার তাঞ্জোর আক্রমণ করিলেন। রঘুবা আপাজিকে বলিলেন, হায়দর তাঞ্জোরের রাজাকে সাহায্য করিলে তিনি তাঁহাকে অস্কোটা, মাদগিরি ও দোদবালাপুর ফিরাইয়া দিবেন। কিন্তু এই প্রস্তাব হায়দরের গোচরীভূত হওয়ার পূর্বেই তাঞ্জোরের পতন ঘটিল। ইহাতে নিরুৎসাহ না হইয়া আপাজি সেপ্টেম্বর শেষ না হইতেই রঘুবাকে সন্ধিশর্ত পালনের জন্য চাপিয়া ধরিলেন।

কিন্তু পেশোয়া হইয়া রঘুবার মতের পরিবর্তন ঘটিল। তিনি জনপ্রিয় ছিলেন না বলিয়া ২য় নেপোলিয়নের ন্যায় দিগ্বিজয় দ্বারা লোকের বিরক্তি-গুঞ্জন নীরব করিতে চাহিলেন। নিজামকে পরাজিত করিয়া তিনি কর্ণাট অভিযানে বাহির হইলেন। হায়দরের নিকট হইতে মারাঠা জেলাগুলির পুনরুদ্ধারেরও তাহার ইচ্ছা ছিল। হায়দর তাঁহার মতিগতি লইয়া মাথা ঘামাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। রঘুবা আপাজিকে কি উত্তর দেন, তাহার প্রতীক্ষা করিতেও তাঁহার তর সহিল না। টিপুকে বন্ধকী জেলাগুলি পুনরাধিকারের জন্য প্রেরণ করিয়া তিনি স্বয়ং কুর্গ জয়ে যাত্রা করিলেন।

কুর্গ বা কোদাগু মহিশুর ও মালাবারের মধ্যবর্তী একটি অরণ্যময় ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহার অধিবাসীরা কঠোর-শ্রমী ও যুদ্ধ-প্রিয়। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে বেদনুর জয়ের পর হইতে কুর্গের সহিত হায়দরের সম্পর্কের সূত্রপাত। ইহা ছিল কতকটা বেদনুরের ইক্কারী পরিবারের অধীন। কাজেই হায়দর কুর্গের প্রভুত্ব দাবী করিতে পারিতেন; কিন্তু বেদনুর জয়ের পর তিনি শুধু মাঙ্গোলোর তালুকের অন্তর্গত সুলিয়া জনপদে কুর্গের স্বত্ব সম্পর্কে তদন্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। তিনি উত্তর পাইলেন, বেদনুরের সামন্ত সোমশেখর নায়কের আমলে কুর্গের সর্দার দোদ্দা বিরাপ্পা ইহার কিয়দংশ খোদ খরিদ সূত্রে ও কিয়দংশ উপঢৌকন হিসাবে প্রাপ্ত হন। জেলু সাভিরা জেলা লইয়াও উভয় রাজ্যের মধ্যে বিবাদ ছিল। দোদ্দা বিরাপ্পা (মৃত্যু ১৭৩৬) এজন্য মহিশুর রাজ চিক্কদেব ও দিয়ারের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হন। শেষে উভয় পক্ষে আপোষ

হয়। জেলাটি কুর্গ রাজ্যেরই দখলে থাকে, তবে মহিশূর-পতি ইহার রাজস্বের একটা অংশ পাইতেন। হায়দর বলিলেন, এই জেলা দুইটির জন্য কুর্গ যখন মহিশূরকে কর দেয়, তখন এগুলিকে তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। চিক্ক বিরাপ্পা তাঁহার দাবী মানিয়া লইয়া জেলা দুইটি তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়ায় এখানেই আপাততঃ বিবাদের অবসান হইল।

কিন্তু কুর্গ দখলে আনিতে পারিলে মহিশূরের সহিত মালাবারের সংযোগ ঘটিত। মালাবার প্রবেশের ইহাই ছিল সর্বোৎকৃষ্ট পথ। কাজেই মালাবার অভিযানে বহির্গত হওয়ার পূর্বে হায়দর ফয়জুল্লাহ খাঁকে কুর্গে প্রেরণ করিলেন (১৭৬৫)। কিন্তু পুনঃ-পুনঃ যুদ্ধের পর খাঁ সাহেবকে পরাজয় স্বীকার করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতে হইল। হায়দর এখন শান্তি স্থাপনের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন; এমন কি তিন লক্ষ প্যাগোডা পাইলে তিনি কুর্গরাজকে উচিঙ্গি জেলা ছাড়িয়া দিতেও সম্মত হইলেন। চিক্ক বিরাপ্পা এই শর্ত স্বীকার করিয়া ৭৫ লক্ষ প্যাগোডা প্রদান করিলেন, বাকী টাকার জন্য তাঁহার দলওয়াই জামীন হিসাবে ফয়জুল্লাহ খাঁর নিকট প্রেরিত হইলেন। কিন্তু জেলাটির দখল লাভের পূর্বেই চিক্ক বিরাপ্পার মৃত্যু হইল (১৭৬৬)। মুদ্দায়া ও মুদ্দুরাজা তাঁহার স্থানাভিষিক্ত হইলেন। তাঁহারা ফয়জুল্লাহ খাঁকে উচিঙ্গি দানের জন্য অনুরোধ করিলে তিনি বাকী টাকা দাবী করিলেন। রাজদ্বয় উত্তর দিলেন। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, টাকা পাইলেও জেলাটি ছাড়িয়া দেওয়ার ইচ্ছা তাঁহার নাই।

এই বাক্-বিতন্ডার ফলে উভয় পক্ষে আবার যুদ্ধ বাধিল। ফয়জুল্লাহ খাঁর অর্ধেক সৈন্য মারা পড়িল। তিনি মাঙ্গালোরে প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করিলে তাঁহার অধিকাংশ মাল-পত্র কুর্গ রাজদ্বয়ের হস্তগত হইল। হায়দর তখন প্রথম মহিশূর যুদ্ধে বিব্রত। কাজেই তিনি পূর্ব প্রদত্ত অর্থের বিনিময়ে দুইটি জেলা (উচিঙ্গি নহে) প্রদান করিয়া সন্ধি স্থাপন করিলেন। সার্ভে উভয় রাজ্যের সীমা বলিয়া নির্দিষ্ট হইল (১৭৬৮)।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে পর পর মুদ্দারাজা ও মুদ্দায়ার মৃত্যু হইলে কূর্গে ভীষণ গৃহ-বিবাদ বাধিল। মুদ্দারাজার ভ্রাতা লিঙ্গ রাজা তাঁহার ভাগিনেয়কে ও মুদ্দায়ার পুত্র মাল্লায়া স্বীয় পুত্র দেবপ্পকে সিংহাসন দিতে চাহিলেন। মাল্লায়া জয়লাভ করিয়া স্বয়ং পুত্রের নামে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। লিঙ্গরাজা ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে লইয়া মহিশুরে পলায়ন করিলেন (১৭৭০)। তিনি দরবারে গিয়া ধর্ণা দিলে হায়দর তাঁহাকে সাহায্য করিতে রাজী হইলেন। কিন্তু মহিশুরপতি তখন মারাঠাদের সহিত জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত। কাজেই এই ব্যবস্থা কার্যে পরিণত করার সম্ভাবনা ছিল না।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে মারাঠারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে হায়দর আবার দিগ্বিজয়ে মনোনিবেশ করার অবসর পাইলেন। তাহারা সমগ্র দেশ উৎসন্ন করায় মহিশুরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। লিঙ্গ রাজা বলিলেন, কূর্গে প্রচুর শস্য পাওয়া যাইবে। কাজেই হায়দর আর্কলগদের পথে কূর্গে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু অচিরে তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে হইল (১৭৭৩)। তিনি পথের অগম্য প্রকৃতির কথা উল্লেখ করিয়া লিঙ্গ রাজকে পত্র লিখিলে রাজা তাঁহাকে কিগ্গাতনাদের পথে যাত্রা করিতে উপদেশ দিলেন। এ অঞ্চল তাঁহার দলভুক্ত লোকে পূর্ণ ছিল। হায়দর তাঁহাকে রাজ্য দান করিবেন বলিয়া ঘোষণা করায় তাহারা তাঁহার সহিত যোগদান করিল। সম্মিলিত বাহিনী মর্কারার দিকে অগ্রসর হইলে বিপক্ষের লোকেরা হতভম্ব হইয়া অরণ্যে পলায়ন করিল। হায়দর অরণ্য বেষ্টন করিয়া জমিদারদিগকে ধৃত করিলেন। পূর্বে তাহাদিগকে দশমাংশ কর দিতে হইত, এখন তাহা এক ষষ্ঠাংশ নির্ধারিত হইল। দেবপ্প কোত্তায়ামে পলাইয়া গেলেন। সেখানে লুণ্ঠিত হইয়া তিনি ছদ্মবেশে মহারাষ্ট্রের দিকে চলিলেন, কিন্তু হরিহর হায়দরের লোকের হস্তে ধৃত হইয়া শ্রীরঙ্গপত্তমে প্রেরিত হইলেন। সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

লিঙ্গ রাজা বার্ষিক ২৪০০০ টাকা কর দান করিতে স্বীকার করায় সিংহাসন পাইলেন, তবে তাঁহাকে ৭৫০০০ প্যাগোডার

বিনিময়ে প্রাপ্ত জেলা দুইটি প্রত্যার্পণ করিতে হইল। প্রতিদানে হায়দর তাঁহাকে আয়নাদের একাংশ প্রদান করিলেন। তাঁহার মৃত্যু (১৭৮০) পর্যন্ত এ ব্যবস্থা বহাল রহিল।

কেহ কেহ বলেন, হায়দর কূর্গ সীমান্তে পৌঁছিয়া প্রত্যেকটি লোকের মস্তকের জন্য পাঁচ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। ফলে তাঁহার নিকট ৭০০ মুন্ড আনীত হয়। ইহা মিথ্যা নাও হইতে পারে। জেনারেল এবিটেবল যখন পেশোয়ারের শাসনকর্তা, তখন তিনি জনৈক অশ্বারোহী সর্দারকে দুইখানি গ্রাম বন্দোবস্ত দেন; বার্ষিক ৫০ জন আফ্রিদির মস্তক ছিল ইহার খাজনা। বাউরিং সাহেবের নিকট এই দলিলের এক প্রস্ত নকল বর্তমান আছে। পরিশেষে হায়দর নাকি দুইটি অপরূপ নর-মুন্ড দর্শনে হত্যাকান্ড বন্ধ করিয়া দেন; কিন্তু সুসভ্য ইউরোপীয় সেনাপতির ব্যবহারে কখনও অনুরূপ দয়ার পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

পূর্বে হায়দরকে বেদনুর ও উত্তর কানাড়া অথবা কয়ম্বাতোর ও পালঘাটের ফাঁক দিয়া মালাবারে প্রবেশ করিতে হইত। এখন কূর্গ ও আয়নাদ জয় করায় তাঁহার পথ সহজ ও সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। যাতায়াতের সুবিধা ও অধিবাসীদিগকে বশে রাখার জন্য তিনি কূর্গের কেন্দ্রস্থলে শ্রীরঙ্গপত্তম-মাঙ্গালোর রাজপথের প্রায় মধ্যবর্তী স্থানে মর্করা দুর্গ নির্মাণ করিলেন।

কূর্গ জয়ের অব্যবহিত পরেই হায়দর সৈয়দ সাহেব ও শ্রীনিবাস রাও বরক্কির অধীনে মালাবারে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এই কয় বৎসর নায়ারেরা পরস্পরের সহিত বিবাদে মত্ত ছিলেন। এখন তাঁহারা হায়দরের বিরুদ্ধে সাহায্য লাভের আশায় ফরাসী-দিগকে কালিকট ছাড়িয়া দিলেন। মাহির নির্বোধ শাসনকর্তা গভর্নর জেনারেলের অনুমতি না লইয়াই সেখানে ফরাসী পতাকা উত্তোলন করিলেন। হায়দর অবস্থা বুঝাইয়া তাঁহাকে পত্র লিখিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মাহির শাসনকর্তাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সৈয়দ সাহেব ও শ্রীনিবাস রাও এবার নির্বিবাদে কালিকট দখল করিলেন। নায়ারেরা দুইদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া পরাজিত হইল। জামোরিন

ও অন্যান্য সর্দার গিরি-গহ্বরে আশ্রয় লইলেন। জামোরিন ত্রিবাঙ্কুরে গমন করিতে চাহিলেন। কিন্তু ওলন্দাজেরা তাঁহাকে ক্র্যাঙ্গানোরে যাইতে দিল না, ত্রিবাঙ্কুরের রাজাও তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া না-হক্ গোলমালে জড়াইতে চাহিলেন না। কিন্তু জামোরিন প্রহরীদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া দুইখানা নৌকা ধৃত করতঃ ত্রিবাঙ্কুরের চেরতলায় অবতরণ করিলেন। সেখানে তিনি বন্দী হইলেন। কোচিন ও ক্র্যাঙ্গানোরের রাজারা দ্রুতপদে হায়দরের সহিত সন্ধি স্থাপনের জন্য ছুটিয়া আসিলেন। কোচিন হইতে তিনি দুইলক্ষ এবং ক্র্যাঙ্গানোর হইতে অর্ধ লক্ষ টাকা ও তিনটি হস্তী পাইলেন। ক্র্যাঙ্গানোরে জামোরিনের অনেক গুপ্তধন ছিল বলিয়া জনশ্রুতি ছিল। হায়দরের সৈন্যেরা ইহার খোঁজ করিল, কিন্তু অতি অল্পই পাইল। নায়ার সর্দারেরা নিরুপায় হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন। হায়দর এই অভিযানে সবশুদ্ধ দশ লক্ষাধিক টাকা ও ৯০টি হস্তী পাইলেন। শ্রীনিবাস রাও মালাবারের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। ত্রিবাঙ্কুররাজ হায়দরকে মনঃক্ষুন্ন না করিতে ব্যগ্র থাকিলেও তাঁহাকে অর্থদান করিলেন না। তজ্জন্য তিনি সুযোগ পাইলেই ইহা আক্রমণ করিবেন বলিরা জনরব উঠিল।

অপ্রত্যাশিত সত্বরতার সহিত মালাবার পুনর্বিজয় সমাপ্ত করিয়া হায়দর সমগ্রবাহিনী সহ উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সাহায্যের আর বিশেষ দরকার ছিল না। সিরা, মাদগিরি, চেনারায়দ্রুগ ও গরম কুন্ড ইতঃপূর্বেই টিপুর হস্তগত হয়। অস্কোটা ও বড় বালাপুর মাত্র হায়দরের ভাগে পড়িল (ফেব্রুয়ারী, ১৭৭৪)। মারাঠারা তাঁহার নিকট হইতে যে সকল জেলা কাড়িয়া লন, এইরূপে মাত্র ছয় মাসের একটি সংক্ষিপ্ত অভিযানে তাহা ব্যতীত সমগ্র-মালাবার আবার হায়দরের দখলে আসিল; কেবল তাহাই নহে, কূর্গ অধিকারের ফলে তাহার রাজ্য পূর্বাপেক্ষা বর্ধিত ও সংহত হইল।

বৈদেশিক শাসন কূর্গের লোকদের ভাল লাগিল না। হায়দরের ব্রাহ্মণ কর্মচারীদিগকে তাহারা মুসলমানদের অপেক্ষাও অধিক ঘৃণা

করিত। কাজেই ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের শেষে সমগ্র দেশে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিল। সমস্ত কাছারী বিধ্বস্ত ও রাজধানী মর্করা অবরুদ্ধ হইল। সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রই হায়দর পদাতিকগণকে কয়েক দলে বিভক্ত করিয়া যুগপৎ কুর্গের সর্বাংশে প্রবেশ করিলেন। এই অভিযান সম্পূর্ণ সফল হইল। অল্পায়াসেই বিদ্রোহানল নির্বাপিত করিয়া তিনি প্রধান নেতাদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। অধিবাসিদিগকে বশে রাখার জন্য সমগ্র রাজ্যে কতকগুলি দারুদুর্গ নির্মিত হইল। এগুলির পরস্পরের ও মহিশুরের নিকটতম দুর্গের সহিত ইহাদের সংস্রব রাখার ব্যবস্থা করিয়া ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের প্রথমে হায়দর শ্রীরঙ্গপত্তমে ফিরিয়া আসিলেন। শীঘ্রই রাজা চমরাজের মৃত্যু হইলে তিনি এই নামীয় আর একটি বালককে সিংহাসনে বসাইলেন। ইনিই ইংরেজদের প্রথম করদ রাজা কৃষ্ণ-রাজের জনক।

নভেম্বরে হায়দর বেল্লারী উদ্ধারে যাত্রা করিলেন। ইহা তাঁহার সর্বাপেক্ষা কৃতিত্বপূর্ণ অভিযানগুলির অন্যতম।*

দোদাপ্পা নায়ক ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে বসালত জঙ্গের অধীনতা ত্যাগ করিয়া হায়দরের বশ্যতা স্বীকার করেন। এই ছুতায় তিনি পূর্ব ও নূতন উভয় প্রভুকেই করদান বন্ধ করিয়া দেন। বসালত ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রী দেবীচাঁদ (মতান্তরে ভোজরাজ) ও মঁসিয়ে লালীর অধীনে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। তাঁহারা দুর্গ অবরোধ করিলে বিপন্ন পলিগার ব্রাহ্মণ মুৎসুদ্দীদের প্ররোচনায় তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। লেখা সংগ্রহ ও ম্যাকেঞ্জি পাণ্ডুলিপির মতে অন্তর্বি-বাদের ফলে বেল্লারীর কুরুবারেরা তথা হইতে বহিষ্কৃত হন। তাঁহারা আদোনী ও আরিকিরি গিয়া মোগলদিগকে বেল্লারী আক্রমণে প্ররোচিত করেন। রায়দ্রুগের কিল্লাদার কৃষ্ণাপ্পনায়ক হায়দরকে এই সংবাদ দেন। যেভাবেই খবর পৌঁছাক না কেন, তাহাতে অপ্রত্যাশিত সাড়া মিলিল। মহিশুরবাহিনী ৫ দিনে ২৭০ মাইল ছুটিয়া বেল্লারীতে পৌঁছিল। অতিরিক্ত দ্রুত ধাবনের ফলে

* "Great Man of India, Charles Kincard," 284.

অর্ধেক সৈন্য পথিমধ্যেই পঞ্চত্ব পাইল। তাহাদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হায়দরও সেখানে পৌঁছিয়া অকস্মাৎ পশ্চাদ্দিক হইতে শত্রুপক্ষের ঘাড়ে পড়িলেন। দেবীচাঁদ নিহত হইলেন। লালী অতি কষ্টে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। তাঁহাদের সমস্ত অবরোধ যন্ত্র বিজেতার হস্তগত হইল। পলাতকদের অনুসরণে একদল সৈন্য পাঠাইয়া হায়দর তৎক্ষণাৎ শত্রুদের পরিত্যক্ত স্থান অধিকার করিলেন। আত্মরক্ষার কোনই সম্ভাবনা নাই দেখিয়া পলিগার অল্প কয়েকজন অনুচর সহ পলাইয়া গেলেন। দুই দিন পরে দুর্গ বিনা শর্তে আত্ম-সমর্পণ করিল। রত্নগিরিও তাঁহার দখলে আসিল। কৃষ্ণাপ্পনায়ক বেল্লারীর শাসন-কর্তা নিযুক্ত হইলেন। বসালত তিন লক্ষ টাকা দিয়া অবশিষ্ট রাজ্য রক্ষা করিলেন, কার্নুলের নওয়াবকেও তিন লক্ষ টাকা চাঁদা দিতে হইল।

এবার হায়দর ৬০ মাইল পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া মুরারি রাওর রাজ্যে হাজির হইলেন। ইনি ছিলেন শিবাজীর পুত্র রাজারামের প্রধান সেনাপতি সন্তজি গোরপাড়ের বংশধর। তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণে ইনিই ছিলেন তাঁহার প্রধান কন্টক। নীতি বলিয়া মুরারি-রাওর কোন বালাই ছিল না; তিনি ছিলেন পুরাপুরি সুবিধাবাদী। হায়দর ও পেশোয়া, যখন যে পক্ষ তাঁহার ঘাড়ে চাপিতেন; তিনি তাঁহারই লাগাম ধরিতেন। অবশ্য নিজে মারাঠা বলিয়া তিনি মনে-প্রাণে মারাঠাদেরই ভক্ত ছিলেন। পেশোয়া তাঁহাকে এজন্য "সেনাপতি" উপাধি দান করেন, এ অঞ্চলের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এই কণ্টকটি দূর করার খুবই দরকার ছিল। হায়দর কার্নুল হইতে তাঁহাকে সংবাদ দিলেন, চিক্করালীতে আপনার অংশে যে লুণ্ঠিত দ্রব্য পড়িয়াছে এবং ত্রিম্বক রাও আপনাকে যে কামান ও রাজ্যাংশ দিয়াছেন, তাহা আমাকে প্রত্যর্পণ করুন। তাহা ছাড়া আমি আপনার রাজ্যে অতিথি, কাজেই আমার ঘোড়ার দানার জন্য লক্ষ মুদ্রা পাঠাইলে সুখী হইব।" ধূর্ত মারাঠা উত্তর দিলেন, "আমিও যোদ্ধা; অর্থ না দিয়া আদায় করাই আমার রীতি।" ইহা ছাড়া পত্রে নানা প্রকার অপমানজনক কথাও ছিল। কাজেই গুত্তি রাজ্য

আক্রান্ত ও দুর্গ অবরুদ্ধ হইল। শ্রীরঙ্গপত্তম হইতে আনিত ও বেল্লারীতে প্রাপ্ত ফরাসী কামান নিরন্তর গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পরে শহর ও নিম্ন-দুর্গ তাঁহার দখলে আসিল। এখানে বহু হস্তী, কামান, রণসম্ভার, সাজ-সরঞ্জাম, ২০০০ অশ্ব ও বিপুল ব্যক্তিগত সম্পত্তি হায়দরের হস্তগত হইল। কিন্তু মূলদুর্গ তিন মাসকাল আত্মরক্ষা করিল। বিরাট শৈলোপরি অবস্থিত থাকায় ইহা ছিল প্রকৃতপক্ষে দুর্ভেদ্য। দুর্ভিক্ষ বা বিশ্বাসঘাতকতা ভিন্ন ইহার পতনের সম্ভাবনা ছিলনা। মুরারি রাও স্বভাবতঃই মারাঠাদের নিকট হইতে সাহায্যলাভের আশা করেন। মিরাজ ও কোলাপুরের মধ্যে তাহাদের ৪০০০০ সৈন্য ছিল, কিন্তু কোন নেতা ছিল না। নানা ফড়নবিশের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও সাহায্য প্রেরণ সম্ভবপর হইল না। পারিশার্শ্বিক অবস্থাও হায়দরের সহায়তা করিল। শহরের পলাত-কেরা বহু উষ্ট্র, অশ্ব ও বলদ সহ দুর্গে আশ্রয় লওয়ায় তথায় পানির অভাব ঘটিল। মুরারি রাও প্রকৃত ব্যাপার গোপন রাখিয়া সন্ধি-শর্ত আলোচনার জন্য দূত পাঠাইলেন। কথা হইল, হায়দর মোট ১২ লক্ষ টাকা পাইবেন, তন্মধ্যে নগদ এক লক্ষ ও অলঙ্কা-রাদিতে সাত লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হইবে, বাকী টাকার জন্য গুত্তির ভূতপূর্ব প্রধান সেনাপতি ইউনুস খাঁর পুত্র সহ ৬ জন লোক জামিন থাকিবেন। যুবককে আদর অপ্যায়নে তুষ্ট করিয়া হায়দর তাঁহার নিকট হইতে মুরারি রাওর দূরাবস্থা জানিয়া লইলেন। সুতরাং তিনি ইচছা করিয়াই জহরতাদি পরীক্ষার বিলম্ব ঘটাইতে লাগিলেন। শেষে এগুলির মূল্য মাত্র পাঁচ লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত হওয়ায় তিনি ক্রোধে জামীনদারকে তাঁহার "তুচছ পাঁচ লক্ষ" সহ ফেরত পাঠাইয়া দিয়া এমনভাবে দূর্গ অবরোধ করিলেন যে, একটি জনপ্রাণীরও বাহিরে আসার উপায় রহিল না; তৃতীয় দিনে লোকে প্রাচীরে উঠিয়া পানি ভিক্ষা চাহিল। হায়দর বলিলেন, "নিম্নে প্রচুর পানি রহিয়াছে; তোমরা নিরস্ত্র অবস্থায় এখানে আসিলেই পানি পাইতে পার।" মুরারি রাওকে বাধ্য হইয়া সৈন্য ও দুই পুত্র (ভেঙ্কত রাও ও নরসিংহ রাও) সহ আত্মসমর্পণ করিতে হইল। (এপ্রিল ১৬, ১৭৭৬)।

হায়দর তাঁহার রাজ-কর্মচারীদের নিকট হইতে দশ লক্ষ টাকা আদায় করিয়া তাঁহাকে সপরিবারে শ্রীরঙ্গপত্তমে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার রাজ্য মহিশূরের অন্তর্ভুক্ত হইল। তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ দিক হইতে মারাঠা প্রভুত্বের চিহ্ন একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। মুরারি রাওর সৈন্য ও কর্মচারীদের সকলেই হায়দরের অধীনে চাকুরী পাইল; রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি মুরারি রাওকে কবলদুর্গে প্রেরণ করিলেন। কিছুকাল পরে সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হইল। গোর-পাড়ে পরিবারের অন্যান্য লোক কারাগারে পচিতে লাগিল।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে নানা ফড়নবিশ ও প্রায় সমস্ত মারাঠা সর্দার রঘুবার পক্ষ ত্যাগ করিয়া নারায়ণ রাওর বিধবা পত্নী গঙ্গাবাইর দলে ভিড়িলেন। ইহা 'বারভাই ষড়যন্ত্র' নামে পরিচিত। রঘুবা তখন কর্ণাট অভিযানে ব্যাপৃত। এই সংবাদ পাইয়া স্বভাবতঃই তাঁহার মত ও নীতির পরিবর্তন ঘটিল। তিনি এখন হায়দরের মিত্রতা লাভে ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। কল্যাণদুর্গের সন্ধিতে তিনি তাঁহাকে মধু রাওর বিজিত সমগ্র জনপদ ছাড়িয়া দিলেন। প্রতিদানে হায়দর তাঁহাকে পেশোয়া বলিয়া মানিয়া লইয়া অর্থ ও সৈন্য সাহায্য করিতে স্বীকার করিলেন। মহিশূরের চৌথ এখন বার্ষিক ৬ লক্ষ টাকায় নামিয়া আসিল। হায়দর কেবল তাঁহাকেই এই চৌথ দিতে স্বীকার করিলেন (ফেব্রুয়ারী, ১৭৭৪)। বাজিরাও শ্রীরঙ্গপত্তমে রঘুবারের দূত নিযুক্ত হইলেন।

ত্রিম্বক রঘুবার হস্তে পরাজিত ও কারারুদ্ধ হইলেন। কিন্তু ১লা এপ্রিল গঙ্গাবাই-এর এক পুত্র জন্মিলে 'বারভাই' আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলেন তাঁহারা এই শিশু মধু রাওকে শিখণ্ডীরূপে সম্মুখে রাখিয়া নিজেরাই রাজ্য শাসন করিতে চাহিলেন। রঘুবা তাঁহাদের বিরুদ্ধে সুবিধা করিতে না পারিয়া গুজরাটের দিকে চলিলেন। সালসেত ও বেসিন দ্বীপ পাইয়া সুরাটের সন্ধিতে বোম্বাইর ইংরেজরা তাঁহাকে সাহায্য করিতে স্বীকার করিল (মার্চ ৬, ১৭৭৫)। তিনি এখন হায়দরকে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তীর পর্যন্ত সমগ্র মারাঠা রাজ্য অধিকার করিয়া তথা হইতে তাঁহাকে সাহায্য

প্রেরণে প্রস্তুত থাকিতে পত্র লিখিলেন। হায়দর তাহাকে ২৪000 টাকা পাঠাইয়া তাহার রসিদ হস্তান্তরিত জনপদের জন্য সনদ দাবী করিলেন। বাজিরাও তাঁহাকে বারংবার তাকিদ দিয়াও অধিক কিছু করাইতে পারিলেন না।

ইংরেজরা সাময়িকভাবে রঘুবার পক্ষ ত্যাগ করিয়া পুণা দরবারের সহিত পুরন্দরের সন্ধি (মার্চ ১৭৭৬) করিলে রঘুবা হায়দরের আশ্রয় গ্রহণে মনস্থ করিলেন। ২00 লোক সহ কিছুকাল সুরাটে কাটাইয়া তিনি দমনে আসিয়া পর্তুগীজদিগকে তাঁহাকে আশ্রয় দিতে বা জলপথে হায়দরের রাজ্যে প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিলেন। এমন কি ইংরেজরা পরে তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে আরম্ভ করিলেও তখনও হায়দরের উপরেই তাঁহার অধিকতর আস্থা ছিল। ইংরেজরা সুরাট ও বাঙলার নওয়াবকে কিরূপে পুত্তলিকায় পরিণত করিয়াছিল, তিনি কখনও তাহা বিস্মৃত হন নাই। রঘুবার এই রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির প্রশংসা না করিয়া উপায় নাই।

হায়দর রঘুবাকে যে টাকা প্রদান করিলেন, তাহার চতুর্গণ এওজ আদায়ে তাঁহার বিলম্ব হইল না। গুত্তি জয়ের অল্প কয়েক দিন পরেই মারাঠা রাজ্যে অশান্তি উৎপাদনের জন্য তিনি শ্রীপত রাও ও কৃষ্ণ রাওর অধীনে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। মারাঠারা পূর্বেই সাভানূরের নওয়াবের অর্ধেক রাজ্য কাড়িয়া লয়। হায়দর এখন সবটুকুই গ্রাস করিতে চাহিলেন। তাঁহার সেনাপতিরা হরিহর হালিয়ালে গিয়া লক্ষ্মেশ্বর আক্রমণ করিলেন (এপ্রিল, ১৭৭৬)। মীর রেজা তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণ করিয়া বেঙ্কপুর দখলে আনিলেন। অতঃপর হায়দর নিজে আসিয়া স্থানীয় পলিগারদের নিকট হইতে কর আদায় করিলেন। এমন সময় পুনন্দরের সন্ধির কথা শুনিয়া তিনি শ্রীরঙ্গপত্তমে ফিরিয়া গেলেন (জুন, ১৭৭৬)। অবশ্য রেজা সাহেবের অধীনে বেঙ্কপুরে ৭/৮000 সৈন্য রাখিয়া যাইতে তাঁহার ভুল হইল না। ধরওয়ার ছিল এই প্রদেশের রাজধানী। মীর সাহেব লুণ্ঠন করিতে করিতে সেখান পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। কিছুদিন পরে তিনিও শ্রীরঙ্গপত্তমে আহূত হইলেন। কিন্তু তাহার অভিযান ব্যর্থ

হইল না। লোকে বুঝিল, এরূপ লুণ্ঠনের হাত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করার ক্ষমতা মারাঠাদের নাই। কাজেই জুন হইতে অক্টোবরের মধ্যে কর আদায় করিতে হায়দরের কর্মচারীদিগকে কোনই বেগ পাইতে হইল না। কিত্তুরের দেশাই একাই ৪ লক্ষ টাকা দান করিলেন।

এ বৎসর হায়দর পর্তুগীজদের সমস্ত সুবিধা বাতিল করিয়া দিলেন। তাহাদের পণ্যদ্রব্য বাজেয়াপ্ত এবং খালাসীরা ধৃত ও সরকারী পূর্তকার্যে নিযুক্ত হইল। রক্ষীসৈন্যসহ বাঙ্গালোরের কুঠিয়ালেরা বন্দী হইলেন। তাহাদের কামান বন্দুকও কুঠি হইতে অপসৃত হইল। হায়দর এমন কি মৃত সুন্দরাজের পুত্রের অভিভাবকগণকে বাধ্য করিয়া তাহাকে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন বলিয়াও ধমক দিলেন।

হায়দরের বেল্লারী ও গুত্তিজয় রঘুনাথের পক্ষ সমর্থন ও ক্রমাগত উত্তরাভিমুখী অগ্রগতিতে ক্রুদ্ধ হইয়া পুণা-দরবার তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। আদোনী অভিযানের দরুন নিজামও তাঁহার প্রতি বিরক্ত ছিলেন। 'বার ভাই' তাঁহাকে দওলতাবাদ প্রত্যর্পণ ও হায়দরের নিকট হইতে বিজিত জনপদের অর্ধেক দানে সম্মত হওয়ায় তিনি আনন্দে তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলেন। কিন্তু হায়দর এই বিরাট শত্রুসংঘের অগ্রগতি দমনেও কম সফলকাম হইলেন না।* নানা কারণে মিত্রদের অভিযান গঠনে বিলম্ব ঘটিল। এক জালিয়াত নিজকে সদাশিব রাও বলিয়া প্রচার করিল। তাহাকে দমন করিতে কিছু সময় লাগিল। হরিপন্ত তিন বৎসর পর্যন্ত সৈন্যগণকে বেতন দেন নাই। বাকী বেতন না পাইলে তাহারা যুদ্ধযাত্রা করিতে অস্বীকার করিল। ইহাতে বিরক্ত হইয়া পটবর্ধন সর্দার কুনহর রাও ও পাণ্ডুরাং রাও ১০,০০০ সৈন্য লইয়া ধরওয়ারের অবরোধ উঠাইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। নার্গুন্দের দেশাই ও ধরওয়ার জেলার অন্যান্য জমিদার তাঁহাদের

* Charles Kincard, 205.

সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহাদের আগমনে হায়দরের সৈন্যেরা অবরোধ উঠাইয়া বেঙ্কপুরে চলিয়া গেলে। কিন্তু ২/৩০০০ কানাড়ী পদাতিক ধরওয়ারের অরণ্যে থাকিয়া কৃষকদিগকে উত্যক্ত করিতে লাগিল।

ডিসেম্বরে মারাঠারা হুবলি পুনরাধিকার করিল। সিরহত্তির সামন্ত মারাঠাদিগকে ঘৃণা করিতেন। তাঁহার অনুরোধে হায়দর মুহম্মদ আলী কুমেদানের অধীনে ৬/৭০০০ সুশিক্ষিত পদাতিক, ২/৩০০০ অশ্বারোহী ও ৯টি কামান পাঠাইলেন। রঘুবার দত্ত বাজিরাও কিছু মারাঠা সৈন্য লইয়া তাঁহার সঙ্গে আসিলেন। মারাঠা-বাহিনী অত্যধিক অভ্যন্তরে অগ্রসর হইল। তাহারা সৌসি হইতে চারক্রোশ দূরে থাকিতেই মুহম্মদ আলী ৭০০০ অশ্বারোহী, ১০,০০০ পদাতিক ও ১১টি কামান লইয়া সেখানে পৌছিলেন। স্থানটি সিরহত্তির সামন্তের অধিকারভুক্ত বলিয়া তিনিও তাঁহার অনুগমন করিলেন। কুমেদান ৫/৬০০০ সুশিক্ষিত পদাতিক ও ৬টি কামান একস্থানে লুকাইয়া রাখিলেন; ৩৫০০ অশ্বারোহী দুর্গের ডান দিকে ৩৫০০ বাম দিকে ও অবশিষ্ট সৈন্য সিরহত্তির সামন্তের অধীনে দুর্গাভ্যন্তরে স্থাপিত হইল। প্রবীণ সেনাপতিদের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া পটবর্ধন ভ্রাতারা সেখানে আসিলেন। কেবল অশ্বারোহী-রাই তাঁহাদের নজরে পড়িল, লুক্কায়িত পদাতিকগণকে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না। মারাঠারা নিকটবর্তী হইলে তাহাদের পার্শ্ব-দেশে অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ হইল। পদাতিক ও অশ্বারোহীরা মিলিয়া একসঙ্গে আক্রমণ চালাইল। ফলে মারাঠারা ছত্রভঙ্গ হইয়া চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল। কুনহর রাও নিহত হইলেন, পান্ডুরাং রাও আহত ও বন্দী হইলেন। মুরাদি রাওর ভ্রাতুষ্পুত্র শিব রাও গোরপাচড়ও ধরা পড়িলেন। সর্দারদের মধ্যে কেবল কৃষ্ণ রাও পান্সেই ৩/৪০০০ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া পলায়নে সমর্থ হইলেন। বহু সৈন্য নিহত ও ৩০০০ অশ্ব ধৃত হইল। পান্ডুরাও কারাগার হইতেই পরলোকগমন করিলেন। অন্যান্য বন্দী বিপুল কর দিয়া চার বৎসর পরে মুক্তি পাইলেন। কিন্তু শিব রাওর বন্দীদশা কিছুতেই ঘুচিল না।

হরিপন্ত্ তখনও অপ্রস্তুত থাকায় পরশুরাম ভাও ঘটনাস্থলে প্রেরিত হইলেন। ২২শে জানুয়ারী তিনি মনোলি পেঁৗছিলেন। পলাতকগণ সহ তাঁহার সৈন্যসংখ্যা আট দশ হাজারে উঠিল। বেতন দিতে না পারায় তাহারা স্বরাজ্য লুন্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। মনোলি ত্যাগ করিলে কিতুর নওয়ালগুন্দ ও দম্বলের দেশাইরা মুহম্মদ আলীর পক্ষে যোগদান করিতেন। কাজেই ভাও পিন্ডারী-দিগকে হুবলি পাঠাইয়া স্বয়ং মনোলিতে রহিলেন। এ স্থান হইতে ধরওয়ার ১৪ ক্রোশ পশ্চিমে। মধ্যবর্তী পার্বত্য জনপদ 'মনোলি বাড়ী' নামে পরিচিত। ইহা মারাঠাদের দখলে ছিল। তাহারা এত নিকটে থাকিতে ধরওয়ার অবরোধ করা নিরাপদ মনে না হওয়ায় কুমেদান হুবলিতে সরিয়া গেলেন। সেখানে বেদার ও পিন্ডারীরা পালাক্রমে পরস্পরকে লুন্ঠন করিতে লাগিল। অবশেষে কুমেদান ভাওকে নৈশ আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহাকে প্রলুব্ধ করার জন্য তিনি বঙ্কপুরের দিকে ১০/১২ মাইল সরিয়া গেলেন। ভাও তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলেও সাবধানে রহিলেন। মারাঠারা উগারগলে পেঁৗছিলে ২২শে মার্চ (১৭৭৭) রাত্রে কুমোদান তাহা-দিগকে আক্রমন করিলেন। একটি খন্ডযুদ্ধের পর ভাও মনোলিতে ফিরিয়া গেলেন। কুমেদান কিছু দিন উগারগলে থাকিয়া শেষে হুবলি প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হইলেন।

১৯শে জুলাই হরিপন্ত্ সিরহত্তি আসিলেন। তাঁহার অধীনে অন্ততঃ ৬০০০০ সৈন্য ছিল। তাহাদের বাকী বেতন পরিশোধের জন্য তিনি রামচন্দ্র নারায়ণের নিকট হইতে এক লক্ষ টাকা কর্জ লইলেন। পুণা-দরবারও দুই লক্ষ টাকা পাঠাইলেন। পরশুরামের সৈন্যদের ৪ মাসের বেতন বাকী ছিল। নওয়ালগুন্দের সর্দার হইতে ৬৫০০০ টাকা কর আদায় করিয়া তিনি ২৯শে হরিপন্তের সহিত মিলিত হইলেন। শহর অধিকার করিয়া তাঁহারা দুর্গ অব-রোধ করিলেন। ১লা আগস্ট ইহার পতন ঘটিলে ভাও সৌসি আক্রমণে ও হরিপন্ত সাভানুর হইতে কর আদায়ে যাত্রা করিলেন। ফাঁক পাইয়া হায়দর তৎক্ষণাৎ চিতলদুগ জয়ে বহির্গত হইলেন।

চিতলদ্রুগ পশ্চিমে ও দক্ষিণে বহু মাইলব্যাপী বিস্তৃত এক বন্ধুর নির্জন গিরিশ্রেণীর পাদমূলে অবস্থিত, বহু খাত ও বপ্র বেষ্টিত থাকায় ও সাহসী বেদারদের দ্বারা রক্ষিত হওয়ায় হায়দর এখানে বিপুল বাধা পাইলেন। বেদারগোত্র ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে কাদাপা হইতে আসিয়া এখানে বসতি স্থাপন করে। ক্রমে তাহারা চতুর্দিকে তাহাদের অধিকার বিস্তৃত করিতে থাকে। ফলে রাজ্যের আয় প্রায় ৪/৫ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। বরমপ্প নায়ক সিরার নওয়াবকে করদানে বাধ্য হন; হায়দর সিরার মালিক হিসাবে চিতলদ্রুগের খাজনা দাবী করিতেন। পক্ষান্তরে মারাঠারাও ইহাকে বিজাপুরের অংশ বলিয়া কর দাবী করিতে আরম্ভ করে। কাজেই পলিগারের পক্ষে প্রভু পরিবর্তনের সুবিধা ছিল। বিগত যুদ্ধে তিনি হায়দরকে সাহায্য করেন নাই, বিশেষতঃ তাঁহারই সহায়তায় পেশোয়া নিজগল অধিকার করিয়া বর্বরতার পরিচয় দানের সুযোগ পান। কাজেই হায়দর তাঁহাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে মনস্থ করিলেন।

জুলাই মাসে দুর্গ আক্রান্ত হইল। পলিগারের মন্ত্রী পুরুষোত্তম সাহায্যের জন্য হরিপন্তের নিকট ছুটিয়া গেলেন। কিন্তু সৈন্যদের উপর তাঁহার নিজেরই আস্থা ছিল না। সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইয়া পলিগার হায়দরকে সৈন্য সাহায্য করিতে ও ১৪ লক্ষ টাকা নজরানা দিতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু স্থানীয় মুদ্রার মূল্য নির্ধারণ লইয়া গোল বাধিল। শেষ পর্যন্ত মারাঠারা তখনও স্থান ত্যাগ করে নাই শুনিয়া পলিগার বাঁকিয়া বসিলেন। কাজেই আবার যুদ্ধ বাধিল। রক্ষীসৈন্যেরা বারংবার বহির্গত হইয়া হায়দরের সৈন্যদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিলেও তিনি তাহাতে দমিলেন না। এদিকে মারাঠাদের সহিত সন্ধির কথাবার্তা চলিতেছিল; কিন্তু তাহারা তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণেও রাজ্য দাবী করায় আলোচনা ফাঁসিয়া গেল।

১৭৭৭-৮ খৃষ্টাব্দের শীতকালে পুণা-দরবার হরিপন্ত ও পরশুরাম ভাওর অধীনে ৬০,০০০ অশ্বারোহী ও পদাতিক পাঠাইলেন। ভাও শীঘ্রই সৌসি ও মিশ্রিকোট অধিকার করিলেন। সংবাদ পাইয়া হায়দর পলিগারের নিকট হইতে ৫ লক্ষ টাকা ও সৈন্য

সাহায্যের অঙ্গীকার আদায় করিয়া তুঙ্গভদ্রার দিকে ছুটিলেন। কিন্তু নদী পানিপূর্ণ থাকায় মারাঠাদিগকে আক্রমণ করা অসম্ভব ছিল। ভাও রামচন্দ্র নারায়ণকে ধরওয়ার ও কোপাল দান করিয়া সাড়ে চারি লক্ষ টাকা পাইলেন। সাভানূরের রাজস্ব সোয়া তিন লক্ষ টাকা নির্ধারিত হইল। তথাপি সৈন্যদের প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা বাকী রহিল। কাজেই রঘুবা ও হায়দরের চরেরা তাহাদের মধ্যে অসন্তোষের বীজ বপনের সুবিধা পাইলেন।

হায়দর চিতলদ্রুগ ত্যাগ করিয়া হরিহরের ৫ মাইল নিকটে আসিলেই পলিগার সন্ধি ভঙ্গ করিলেন। গলগনাথে তুঙ্গভদ্রা অতিক্রম করিলে তিনি মারাঠাদিগকে সোয়া লক্ষ এবং তাহাদের সাহায্য পাইলে আরও পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। মারাঠা-বাহিনী গলগনাথে হাজির হইলে হায়দর হরিহরে সরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে বাধা দানে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু ভাও অসুস্থ হইয়া পড়ায় ও পার্বত্য পথে গমন সুবিধাজনক বিবেচিত না হওয়ায় মারাঠারা হাম্পির দিকে অগ্রসর হইল। পরিশেষে তাহারা রাম-দ্রুগে মালপত্র রাখিয়া রারাভিতে শিবির স্থাপন করিল। হায়দর তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ১৫ ক্রোশ দূরে দারোজিতে হাজির হইলেন। বেল্লারী হইতে ১৭ ক্রোশ দূরত্ব মার্গোদে আর এক-দল সৈন্য স্থাপিত হইল। ফলে মারাঠারা দুই বাহিনীর মধ্যে পড়িল।

হরিপন্ত্ তাঁহার সমস্ত মালপত্র তুঙ্গভদ্রার অপর তীরে পাঠাইয়া ইব্রাহীম খাঁর আগমন পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইতে মনস্থ করিলেন। মাল-পত্র প্রেরণ কালে হায়দর হঠাৎ প্রহরীদিগকে চতুর্দিক হইতে বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন (জানুয়ারী ১, ১৭৭৮)। তাহারা মূল বাহিনীর সহিত যোগদানে সমর্থ হইলেও গোবিন্দ রাও নিহত এবং মহিমাজি ও আনন্দ রাও আহত হইলেন।

রারাভিতে উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই হায়দর মনজি সিন্ধিয়া নামক জনৈক প্রতিপত্তিশালী মারাঠা নেতার সাহিত পত্রালাপ আরম্ভ করেন। বস্ত্রালঙ্কার ভিন্ন নগদ ছয় লক্ষ টাকা পাইয়া তিনি যুদ্ধের

সময় হরিপন্ত্‌কে ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু তাঁহার ব্যবহার সন্দেহজনক বিবেচিত হওয়ায় হায়দর তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া এক পত্র লিখিলেন। উহা যাহাতে হরিপন্তের হস্তগত হয়, তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইল। মনজির বিশ্বাসঘাতকতার এরূপ অকাট্য প্রমাণ পাইয়া ভাও ও হরিপন্ত্‌ এক যোগে তাঁহার ঘাড়ে পড়িলেন। মনজির ১০,০০০ সৈন্যের অধিকাংশ নিহত হইল; মাত্র ৩০ জন অনুচর সহ তিনি হায়দরের নিকট পলাইয়া গেলেন। তাঁহার শিবির লুন্ঠন করিয়া গৃহীত উৎকোচের বার আনা পাওয়া গেল। তাঁহার স্ত্রী ও শ্বাশুড়ী ধরা পড়িলেন। মনজির সহকর্মী যশোবন্ত রাওকে তাঁহারা কামানের মুখে উড়াইয়া দিলেন। জনৈক জমাদারও ফাঁসীকাষ্ঠে বিলম্বিত হইলেন। কয়েকদিন পরে মহাদ-জিরাও ভোঁসলা ও নীলকান্ত রাও মোরাত নামক আরও দুইজন বড় মারাঠা সর্দারও অনুরূপ ধৃত হইয়া বিচারার্থ পুনরায় প্রেরিত হইলেন। এত বেশী কর্মচারীর মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার সন্ধান পাওয়ায় ভাও ও হরিপন্তের আর যুদ্ধ করিবার সাহস রহিল না। অধিকতর নাকাল হওয়ার পূর্বে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করাই তাঁহা-দের নিকট শ্রেয়স্কর মনে হইল।

তাঁহারা তুঙ্গ-ভদ্রার উত্তর তীরে পেঁীছিলে ইব্রাহীম খাঁন ৪০,০০০ সৈন্য লইয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। কিন্তু যুদ্ধে রত হইতে তাঁহার কোনই আগ্রহ দেখা গেল না বরং রসদ সংগ্রহের জন্য তিনি মারাঠা রাজ্য লুন্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন।

হায়দর যে মারাঠা-নিজাম সম্মিলনের তোয়াক্কা রাখেন না, তাহা প্রমাণিত করার জন্য তিনি মারাঠা রাজ্য লুণ্ঠনার্থ তুঙ্গভদ্রার উত্তর তীরেও সৈন্য পাঠাইলেন। কোপাল তালুকের সমস্ত স্থান তাঁহার হস্তে লুণ্ঠিত হইল। দম্বলের দেশাই হইতে তিনি একলক্ষ হূণ আদায় করিলেন। লক্ষ্মেশ্বর পরগণার সর্বাংশ তাঁহার দখলে আসিল। টিপু সাহেব ১০,০০০ নির্বাচিত অশ্বারোহী লইয়া ধরওয়ার আক্রমণ করিলেন। সেখানে ৩০০০ মারাঠা সৈন্য ছিল। তাহারা তাঁহাকে প্রত্যাবর্তনে বাধা করার পূর্বেই তিনি শহর ও টাকশাল লুন্ঠন করিয়া

লইলেন। প্রত্যাবর্তন কালে শুধু ভয় দেখাইয়া তিনি হুবলা দখলে আনিলেন।

হরিপন্ত্‌কে বাধ্য হইয়া সাহায্যকারী সৈন্যের জন্য আবেদন করিতে হইল। ফলে আপা বলবন্ত ৫০০০ সৈন্য লইয়া আসিলেন। মারাঠারা এখন চিতলদ্রুগের দেশাইর সাহায্যে যাইতে প্রস্তুত হইল। ইব্রাহীম খান্ তাহাদের অনুগমনে বাধ্য হইলেন। ২৪শে মার্চ সিংতালুরে তাহারা আবার তুঙ্গভদ্রা অতিক্রম করিল। কিন্তু দশ, বার দিন পরেই পুনরায় প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হইল।

নানা ফড়নবিশের খুল্লতাত ভ্রাতা মোরাবা ফড়নবিশ অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী লোক ছিলেন। হোলকারের সাহায্যে তিনি নানাকে পুরন্দরে হাঁকাইয়া দিলেন। কোলাপুরের সামন্ত রঘুবার অনুকূলে অশান্তি সৃষ্টি করিতেছিলেন। নানা তাঁহার বিরুদ্ধে মহাদজি সিন্ধিয়াকে পাঠাইয়া স্বীয় প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ভাও হরিপন্ত্‌কে পুনরায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। ৫ই এপ্রিল তাঁহারা নানার পত্র পাইয়া পরদিনই সসৈন্যে তুঙ্গভদ্রা পুনরতিক্রম করিলেন। গ্র্যান্ট ডাফের মতে, হরিপন্ত্ প্রকৃত ব্যাপার গোপন রাখিয়া তাঁহার প্রস্থানের মূল্য বাবদ হায়দরের নিকট হইতে অনেক টাকা আদায় করেন, কিন্তু মারাঠা দলীল-দস্তাবেজে ইহার কোনই সমর্থন পাওয়া যায় না। বরং লঘুভার মহিশুরী অশ্বারোহীরা সারাপথে তাঁহাকে উত্যক্ত করে।

দীর্ঘ দেড় বৎসর কাল না-হক্ লোকের শান্তির ব্যাঘাত ঘটাইয়া মারাঠারা স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলে হায়দর নিশ্চিন্তে কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রা দোয়াব দখলে ধাবিত হইলেন। কোপাল, বাদামি, গজেন্দ্রগড় ও অন্যান্য দুর্গ সহজেই তাঁহাকে প্রভু বলিয়া মানিয়া লইল। কেবল ধরওয়ারে তিনি প্রবল বাধা পাইলেন। এপ্রিলের শেষে ইহা অবরুদ্ধ হইল। এই দুর্গজয়ের কাহিনী বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। মারাঠাদের নিকট হইতে সাহায্য আসিতেছে বলিয়া কিল্লাদারের নিকট এক-খানা জালপত্র প্রেরিত হইল। এদিকে হায়দর তাঁহার একদল সৈন্যকে মারাঠা পোশাক পরাইয়া আর একদলকে তাঁহাদের উপর শুধু গুলি ছুঁড়িতে আদেশ করিলেন। কিল্লাদার ছদ্মবেশী মহিশুরী-

দিগকে প্রত্যাশিত সাহায্যকারী সৈন্য বিবেচনায় দুর্গাভ্যন্তরে গ্রহণ করিলে তাহারা তাঁহাকে ধৃত ও রক্ষীসৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করিয়া ফেলিল। এভাবে বর্ষশেষে ধরওয়ারের পতন ঘটিলে দামাল, নাগুন্দ, সিরহত্তি প্রভৃতি ঐ অঞ্চলের সমুদয় দেশাই হায়দরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। নিয়মিত বার্ষিক কর দিতে অঙ্গীকার ও এক বৎসরের রাজস্ব নজরানা প্রদান করায় তাঁহারা স্ব স্ব পদে বহাল রহিলেন।

চিতলদ্রুগের পলিগার সন্ধি ভঙ্গ করিয়া শত্রুপক্ষে যোগদান করায় ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দের প্রথমে হায়দর আবার তাঁহার দুর্গ অবরোধ করিলেন। সাহসের সহিত বাধা দান করিলেও মাদাকেরি নায়ককে পরিণামে আত্মসমর্পণ করিতে হইল (মার্চ)। হায়দর তাঁহাকে সপরিবারে শ্রীরঙ্গপত্তমে প্রেরণ করিলেন। দুর্গমধ্যে তিনি পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের জহরত ও অলঙ্কারপত্র পাইলেন। দুর্নিবার বাধা দানের দরুণ বেদারদের যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও সমস্ত জেলা লুন্ঠিত হইল। ২০000 অধিবাসীকে তিনি রাজধানীতে লইয়া গেলেন। পরবর্তীকালে ইহাদের সন্তানদের সাহায্যে তুরস্কের 'জেনিসারী' বাহিনীর ন্যায় একটি সৈন্যদল গঠন করা হয়। তাহাদের উপাধি হয় চেলা বা শিষ্য।

কাদাপার নওয়াব আব্দুল হালিম খান বিগত যুদ্ধে হায়দরের পক্ষ ত্যাগ করিয়া মারাঠাদের সহিত মিলিত হন, এই অপরাধে চিতলদ্রুগ আক্রমণের পূর্বেই হায়দর মীর সাহেবের অধীনে তাঁহার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু মীর সাহেব দুর্ধর্ষ আফগানদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। ২000 পাঠান তাঁহার ৫000 সৈন্যকে নাস্তানাবুদ করিয়া ছাড়িল। চিতলদ্রুগের পতন হওয়া মাত্রই হায়দর তাঁহার সাহায্যে যাত্রা করিলেন। কাদাপার উত্তরে ধুরে উপস্থিত হইলে আফগানদের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ বাধিল। মীর সাহেব পরাজিত হইলে হায়দর মধ্যরাত্রে তাহাদের ঘাড়ে পড়িলেন। তাহারা শৃংখলার সহিত হুল্লী দুর্গের দিকে প্রত্যাবর্তন করিল। প্রত্যুষ হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত যুদ্ধ চলিল। হায়-দরের ২000 সৈন্য তাহাদের হস্তে নিহত হইল। শেষে

তাহারা দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় লইল। হায়দর উহা ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিলে পাঠানেরা আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল। এই সাহসী সৈন্যদের মধ্যে যাহারা জামীন দিতে বাধ্য হইল, হায়দর তাহাদিগকে স্বীয় সৈন্যদলে ভর্তি করিলেন। ৮০ জন আফগান জামীন দিতে পারিল না; অথচ অস্ত্র ত্যাগেও সম্মত হইল না। হায়দর তাহাদের মনোভাবের সম্মান করিয়া তাহাদিগকে অস্ত্র ত্যাগে বাধ্য করিলেন না। কিন্তু এই বিশ্বাসঘাতকেরা গভীর রাত্রে প্রহরীদিগকে পরাজিত ও নিহত করিয়া হায়দরের শিবিরে প্রবেশ করিল। গোলযোগে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেলে তিনি একটি ছিদ্র কাটিয়া শিবিরের বাহিরে আসিয়া বিপদসূচক সংকেত-ধ্বনি করিলেন। আক্রমণকারীদের অধিকাংশই নিহত হইল। অবশিষ্টদের কাহারও হস্তপদ কর্তিত হইল; কেউ বা হস্তীপদতলে পিষ্ট হইয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিল।* নওয়াব মীমাংসার বৃথা চেষ্টা করিয়া সিধৌতে পলায়ন করিলেন (মে, ২৭)। তাঁহার রাজধানী বিনা বাধায় হায়দরের হাতে আসিল। অত্যল্পকাল পরেই তিনি আত্মসমর্পণে বাধ্য হইলেন। হায়দর তাঁহাকে শ্রীরঙ্গপত্তমে প্রেরণ করিয়া তাঁহার রূপসী ভগিনীর পাণিপীড়ন করিলেন। এখন তাহার উপাধি হইল বখ্শী বেগম।

৩০০০ অশ্বারোহী সরবরাহের শর্তে মীর সাহেবকে কাদাপা রাজ্য জায়গীর প্রদান করিয়া জুন মাসে হায়দর রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। বৎসরে বাকী কয় মাস শাসন-সৌষ্ঠবে ও নূতন রণসজ্জায় ব্যয়িত হইল। খন্দেরাওর পর ভেঙ্কতপ চিনিয়া আসাদ আলী খান সেল্লাহিয়েত খান তাঁহার দেওয়ানের পদ অলংকৃত করেন। এখন মীর সাদেকের উপর এই দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার অর্পিত হইল। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ শামিয়া পুলিশ ও ডাক বিভাগের বড়কর্তা নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার চেষ্টায় গুপ্তচরপ্রথা ও অপরাধ

---

* অপরাধীকে অন্যত্রও এইভাবে শাস্তি দেওয়া হইত। এই ঘটনার বিশ বৎসর পরে পেশোয়া বাজিরাও যশোবন্ত রাও হোলকরের ভ্রাতা ইতোজীকে ঠিক একই উপায়ে বধ করেন (১৭৯৯)।

নিবারণ ব্যবস্থার পূর্ণতা সাধিত হইল। ৫০ জন ইউরোপীয় অশ্বারোহী ১০০ জন ইউরোপীয় পদাতিক, ১০০০ দেশীয় সিপাহী ও দুইটি কামান লইয়া মঁসিয়ে লালী এ সময় হায়দরের সৈন্যদলে যোগদান করায় তাঁহার শক্তি বৃদ্ধি হইল। এ বৎসরই তিনি বিজাপুর ও হায়দ্রাবাদের জন্য সনদ চাহিয়া দিল্লীতে এক চমৎকার দূত প্রেরণ করিলেন।

কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী জনপদে ওয়ার্দা মালপূর্ব ও ঘাটপূর্ব নামে আরও তিনটি নদী প্রবাহিত হয় বলিয়া ইহাকে সময় সময় 'পাঞ্জাব' বলা হয়। ইহা স্থায়ীভাবে বশে রাখার জন্য হায়দর এক নূতন নীতি প্রয়োগ করিলেন।

তাঁহার প্রস্তাবানুসারে টিপুর ভ্রাতা করীম শাহ আবদুল হাকিমের কন্যা ও নওয়াবের জ্যেষ্ঠ পুত্র হায়দরের কন্যার পানি-পীড়ন করিলেন। এই উপলক্ষে নওয়াব সপরিবারে শ্রীরঙ্গপত্তমে আসিলে হায়দর তাঁহাদিগকে মহাসমারোহে আগু বাড়াইয়া নিলেন। উভয়ের সাক্ষাতে অপূর্ব আড়ম্বরের সহিত শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল। রাজ্যের সর্বাংশ হইতে লোক উৎসব দেখিতে আসিল। হায়দর পূর্বেই চারি লক্ষ টাকা বার্ষিক কর ধার্য করিয়া নওয়াবকে মারাঠাদের পরিত্যক্ত অংশ বন্দোবস্ত দেন। এখন তিনি তাঁহাকে বাকী অর্ধেকও ফিরাইয়া দিলেন। হায়দরকে ২০০০ সৈন্য সাহায্য করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করায় তাঁহার রাজস্বের পরিমাণ অর্ধেক হ্রাস পাইল (১৭৭৯)। ধীর অথচ অবিচলিতভাবে হায়দর ক্ষমতা ও সমৃদ্ধির তুঙ্গে আরোহণ করিলেন।

———

ইংরেজের বিশ্বাসঘাতকতা

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে রঘুবাকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য একদল ইংরেজ সৈন্য বোম্বাই হইতে পুণা যাত্রা করিল। কিন্তু পর বৎসর ১৩ই জানুয়ারী তাহারা মারাঠাদের হস্তে ওয়াগাঁওর যুদ্ধে পরাজিত হইলে রঘুবা সিন্ধিয়ার হস্তে আত্মসমর্পণে বাধ্য হইলেন। ইহাতে উৎফুল্ল হইয়া পুণা-দরবার মহিশুর আক্রমণ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু ১২ই জুন রঘুবা আবার ইংরেজের আশ্রয়ে পলাইয়া যাওয়ায় তাহাদের মতের পরিবর্তন ঘটিল। একমাত্র গাইকোয়াড় ব্যতীত আর সমুদয় নেতাই রঘুবার বিপক্ষে ছিলেন। এমতাবস্থায় ইংরেজরা অবিরত তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে থাকায় তাঁহারা তাহাদের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া রহিলেন।

শ্রীরঙ্গপত্তম যখন বিবাহোৎসবে মগ্ন, তখন পুণা হইতে গণেশ রাও নামক একজন দুত আসিলেন। নিজাম ও মারাঠাদের সমবায়ে ইংরেজদিগকে দাক্ষিণাত্য হইতে বিতাড়িত করার জন্য তিনি হায়দরকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মারাঠারা ত্রিম্বক মামার সন্ধি বাবত ২৫ লক্ষ টাকা, আট বৎসরের বাকী চৌথ ও হৃত জনপদ দাবী করায় গোল বাধিল। অনেক আলোচনার পর শেষে তাহারা বাকী টাকার দাবী ছাড়িয়া দিল, বিজিত জনপদেও তাহার স্বত্ব মানিয়া লইল; তাঁহার চৌথ বার্ষিক ১১ লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট হইল। প্রতিদানে তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে সাহায্য দানে সম্মত হইলেন।

রঘুবার সহিত নিজামের শত্রুতা ছিল; কাজেই তাঁহার সাহায্য করায় নিজাম তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার বিরক্তির আরও অনেক কারণ ছিল। প্রথম মহিশুর যুদ্ধের সময় ইংরেজরা নিজামের নিকট হইতে উত্তর সরকার প্রদেশ কাড়িয়া লয়, কিন্তু শেষে দায়ে পড়িয়া উহার জন্য কর দানে সম্মত হয়। সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা নিজামের অনুমতি লইয়া তাঁহার

ভ্রাতা বসালত জঙ্গকে এই প্রদেশের গণ্টুর জেলা জায়গীর প্রদান করে। কয়েক বৎসর পরে (১৭৭৪) বসালত লালীর অধীনে কয়েকজন ফরাসীকে তাঁহার সৈন্যদলে চাকুরী দেন। ইংরেজদের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি তাহাদিগকে বিদায় দানে সম্মত হইলেন না, নিজামও এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে চাহিলেন না। হায়-দরের অগ্রগতিতে ভীত হইয়া অবশেষে বসালত বৃটিশ সাহায্য পাইলে ফরাসীদিগকে বিতাড়িত করিতে সম্মত হইলেন (১৭৭৮) ফরাসীদের সহিত যুদ্ধ বাধায় ডিসেম্বরে মাদ্রাজ সরকার এ বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। পরবর্তী জানুয়ারীতে (১৭৭৯) তাঁহারা শত্রুর আক্রমণ হইতে আদোনী, রায়চুর প্রভৃতি স্থান রক্ষা করিতে এবং গণ্টুরের জন্য কর দিতে সম্মত হইয়া বসালতের নিকট হইতে এই জেলাটি ফিরাইয়া লইলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা ইহা ১০ বৎসরের জন্য মুহম্মদ আলীকে ইজারা দিলেন। নিজাম গণ্টুরের উপরস্থ মালিক ও বসালতের মনিব। কাজেই তাঁহার বিনানুমতিতে গণ্টুর হস্তান্তর করার অধিকার ইংরেজের ছিল না; প্রভুকে না জানাইয়া প্রজার সহিত সন্ধি করাও বে-আইনী। সিংহাসনে বসালতেরও তুল্য দাবী ছিল। উপযুক্ত সাহায্য পাইলে তিনি যে কোন মুহূর্তে নিজামের গদি দখল করিতে পারিতেন। কাজেই নিজাম আলী এই সন্ধিকে ঈর্ষা ও সন্দেহের চক্ষে নিরীক্ষণ না করিয়া পারিলেন না। তাঁহাকে স্তোকবাক্যে শান্ত করার জন্য ৬ই এপ্রিল হায়দরাবাদে একজন দুত (মিঃ হল্যান্ড) আসিল; কিন্তু নিজাম তাহাতে ভুলিলেন না। বসালতের বরখাস্ত-কৃত ফরাসীদিগকে স্বীয় সৈন্যদলে ভর্তি করিয়া ও গন্টুর অধি-কারের জন্য প্রেরিত বাহিনীকে বাধা দানের অভিপ্রায় জানাইয়া তিনি এই দুষ্কার্যের প্রতিবাদ জানাইলেন। ইংরেজের দুর্নীতি এখানেই শেষ হইল না। জুন মাসে তাহারা উত্তর সরকারের জন্য প্রতিশ্রুত করদানেও অস্বীকৃতি জানাইয়া বসিল। কাজেই তাহা-দের উপর নিজামের ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। তিনি ইংরেজ দুতকে স্পষ্ট বলিলেন, তাহাদের যখন সন্ধি রক্ষার ইচ্ছা নাই, তখন তাঁহাকেও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে হইবে।

ইংরেজের দুর্ব্যবহারে হায়দরের বিরক্ত হওয়ার এতদপেক্ষাও গুরুতর কারণ ছিল। মাদ্রাজের সন্ধি অনুসারে তাহারা যে কোন আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে তাঁহাকে সাহায্য করিতে বাধ্য ছিল। কিন্তু তৃতীয় মারাঠা-মহিশূর যুদ্ধে দীর্ঘ আড়াই বৎসরের মধ্যে (জানুয়ারী ১৭৭০-জুন ১৭৭২) বারংবার সংবাদ পাঠাইয়া এমন কি আশাতীত মূল্য দানের প্রস্তাব করিয়াও তিনি কখনও কোন সাহায্য পান নাই। এই হীন বিশ্বাসঘাতকায় হায়দর স্বভাবতঃই তাহাদের প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া রহিলেন।

মাদ্রাজের সন্ধি ভিন্ন ইংরেজরা আরও একটি সন্ধি ভঙ্গের জন্য দায়ী। প্রচলিত ইতিহাসে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধির পরে মাদ্রাজ ও বোম্বাই সরকার হায়দরের নিকট দুইজন দূত প্রেরণ করেন। ফলে উভয় পক্ষে একটি বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। শর্তানুসারে অনোরে আবার ইংরেজের কুঠি উঠিল। তাহারা গোলমরিচ ও চন্দন কাষ্ঠ খরিদ করার একচেটিয়া অধিকার পাইল। ইহার মূল্য বন্দুক, সোরা, সীসা ও নগদ টাকায় পরিশোধ করা সাব্যস্ত হইল (১৭৭০)। কিন্তু বার বার দরখাস্ত করিয়াও হায়দর কোন রণ-সম্ভার পাইলেন না। বোম্বাই সরকার শুধু ৫০০ অস্ত্রাধার সরবরাহ করিয়াই তাঁহাদের কর্তব্য সমাপন করিলেন (১৭৭১)। পর বৎসর ডিরেক্টর-সভা এই চুক্তি না মঞ্জুর করিলে তাঁহারা চুক্তি এড়াইবার নূতন ছুতা পাইলেন। হায়দরকে বাধ্য হইয়া অস্ত্রশস্ত্রের জন্য ফরাসীদের শরণাপন্ন হইতে হইল। তাঁহার শত্রু কর্নাটের অপদার্থ ও বিশ্বাসঘাতক নওয়াব কিন্তু বরাবরই ইংরেজদের সাহায্য পাইতেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে তাহারা তাঁহাকে তাঞ্জোর জয়ে সাহায্য করিল। ইহার ফলে মারাঠাদের সহিত তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটিবে মনে করিয়া হায়দর আবার মাদ্রাজের চুক্তির ভিত্তিতে নূতন চুক্তির প্রস্তাব লইয়া দূত পাঠাইলেন। পর বৎসর বোম্বাই সরকার সলসেত অধিকার করিলে ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল। হায়দর স্বভাবতঃই মনে করিলেন, নওয়াব ও ইংরেজরা এবার অবশ্যই তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণ করিবে। মুহম্মদ আলী প্রস্তাবিত শর্তের কিছু রদবদলের প্রস্তাব করিয়া বাস্তবিকই চুক্তি স্বাক্ষরে তাঁহার আগ্রহ দেখাইলেন

কিন্তু সময় কাটানই ছিল তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য; মহারাষ্ট্রে আভ্যন্তরীণ বিবাদ দেখা দেওয়ায় সেদিক হইতে আশু বিপদের সম্ভাবনা ছিল না। কাজেই মুহম্মদ আলীর দূত আলী নওয়াজ ও ফতেহ আলী হায়দরকে কৌশলে ফাঁকি দিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার কপটতা বুঝিতে পারিয়া তিনি অবজ্ঞা ভরে দূতগণকে বিদায় দিলেন (অক্টোবর ১৭৭৫)। এভাবে ১৭ মাস বৃথা নষ্ট করার জন্য আক্ষেপ করিয়া হায়দর স্পষ্ট ইংরেজ-বিরোধী নীতি গ্রহণ করিলেন। লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের আশায় পন্ডিচেরীর ফরাসী গভর্নর তাঁহাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন, কিছু অস্ত্রশস্ত্রও পাঠাইলেন। কয়েকজন ভাগ্যান্বেষী ফরাসীও তাঁহার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিলেন (১৭৭৫-৬)।

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে ইংরেজ-ফরাসী যুদ্ধ বাধিলে ভারতেও তাহার ঢেউ পেঁৗছিল। ইংরেজরা তাড়াতাড়ি পন্ডিচেরী অধিকার করায় (অক্টোবর ১৮) হায়দর নিরপেক্ষ থাকিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তুলা গাঁওর মারাত্মক প্রত্যাবর্তন এবং ওয়াগাঁওর (জানুয়ারী ১৭৭৯) সন্ধিতে তাহাদের দুর্বলতা ধরা পড়িলে হায়দরের মতিগতি কঠিন হইয়া উঠিল। এই প্রতিকূল ধারণা দূর করিতে যাইয়া ইংরেজরা তাঁহাকে আরও চটাইয়া দিল। ফরাসী উপনিবেশগুলির মধ্যে মাহি ছিল হায়দরের জনৈক করদ রাজার রাজ্যে অবস্থিত ও তাঁহারই আশ্রিত, ইহার ভিতর দিয়াই তাঁহার যুদ্ধোপকরণ আমদানী হইত, ইহাকে কেন্দ্র করিয়া ইংরেজরা তাঁহার সাম্রাজ্যের মর্মস্থলে আঘাত হানিতে পারিত। কাজেই হায়দর মাদ্রাজ সরকারকে স্পষ্ট লিখিলেন, তাঁহারা মাহি অধিকারে সৈন্য প্রেরণ করিলে তিনি কর্নাট লুণ্ঠন করিয়া তাঁহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন (১৭ ফেব্রুয়ারী ১৭৭৯)। মুহম্মদ আলী পর্যন্ত তাহাদিগকে এই অভিযান বন্ধ রাখিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু মাহি হইতে সৈন্য সরাইয়া নিলে তেলিচেরির পতন ঘটিত, ইংরেজের দুর্বলতা সম্পর্কে লোকের ধারণা আরও দৃঢ় হইত। কাজেই ইংরেজরা তাঁহার প্রতিবাদে আদৌ কর্ণপাত করিল না। হায়দরের পতাকা দুর্গ-শিরে প্রদর্শিত হইল, এমন কি তাঁহার সৈন্যরা প্রতিরোধেও যোগদান করিল। তথাপি

ইংরেজ নৌ-বহর মাহি অধিকার করিয়া লইল (মার্চ ১৯)। হায়দর তখন কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী জনপদ জয়ে ব্যস্ত কাজেই তিনি তাহাদিগকে বাধা দানের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। এভাবে গায়ে পড়িয়া শত্রুতা বাধাইবার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া তিনি মাদ্রাজ সরকারকে লিখিলেন, "শুধু গভর্নর ও সভ্যদের সম্মানের খাতিরেই আমি কর্ণাট আক্রমণ স্থগিত রাখিলাম।"

ইংরেজরা তাহাদের দুষ্কার্যের কোনই প্রতিকার করিল না, বরং তাহাদের চিরাচরিত দুর্ব্যবহারে স্তূপীকৃত বারুদে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিল। এপ্রিল মাসে হায়দর গন্টুর ও আদোনীর মধ্যবর্তী কাদাপা জয়ে বহির্গত হইলে বসালত তাঁহার রাজধানী ও রায়চুর রক্ষার জন্য ইংরেজের আশু সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কর্নেল হার্পুর ১৯শে এপ্রিল আদোনী গমনের আদেশ পাইলেন। কিন্তু মাদ্রাজ সরকারের স্বাভাবিক অলসতার দরুণ আগস্টের পূর্বে যাত্রারম্ভ করা ঘটিয়া উঠিল না। হায়দর তাঁহার বহু পূর্বেই স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। কাজেই তখন এই সাহায্যের আর কোনই দরকার ছিল না। কিন্তু কোম্পানী বাহাদুরের হুকুম কি রদ হইতে পারে? তাঁহারা কিছুতেই সৈন্য না পাঠাইয়া ছাড়িলেন না। প্রেরিত বাহিনীতে দেড় কোম্পানী ইউরোপীয় গোলন্দাজ, দুই কোম্পানী পদাতিক ও চার ব্যাটালিয়ান সিপাহী ছিল। হায়দর ও নিজামের রাজ্যের ভিতর দিয়া ইহাদিগকে অন্ততঃ ২০০ মাইল গমন করিতে হইত, কিন্তু মাদ্রাজ সরকার পূর্বাহ্নে তাঁহাদিগকে খবর দেওয়া বা তাঁহাদের অনুমতি লওয়া আদৌ দরকার মনে করিলেন না; এই স্পষ্ট অবজ্ঞা তাঁহাদের সহ্য হইল না। বসালত যাহাতে গন্টুর স্বহস্তে রাখেন ও বৃটিশ সৈন্য আমদানী না করেন, তজ্জন্য তাঁহারা চেষ্টার কোনই ত্রুটি করিলেন না। নিজাম জেলাটি হায়দরকে ইজারা দেওয়ার জন্য দৃঢ় ভাষায় ভ্রাতাকে পত্র লিখিলেন। হায়দর তাঁহাকে জানাইলেন, "আমি কিছুতেই মুহম্মদ আলী ও বিশ্বাসঘাতক ইংরেজদিগকে গন্টুরের ন্যায় আমার রাজ্য সংলগ্ন এত গুরুত্বপূর্ণ স্থানের দখল লইতে দিব না।" তাঁহার ভয় প্রদর্শন যে অলীক নহে, তাহা

সপ্রমাণ করার জন্য নভেম্বরে তাঁহার সৈন্যেরা বাস্তবিকই আদোনী জেলায় প্রবেশ করিয়া সমস্ত অরক্ষিত স্থান অধিকার করিল। অতঃপর তিনি নিজামের সঙ্গে মিলিত হইয়া কোম্পানীর সহিত সন্ধি ভঙ্গ না করিলে অচিরে বসালতকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিবেন বলিয়া ধমক দিলেন। এই ভীতি প্রদর্শনে আতঙ্কিত হইয়া এবং ইহা যে আদৌ অমূলক নহে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া ১১ই নভেম্বর বসালত হার্পুরকে লিখিলেন, "ইংরেজের সহিত সংশ্রব রাখিলে নিজাম ও হায়দরের হাতে আমার সর্বনাশ অবধারিত; কাজেই আপনি আপাততঃ অগ্রগতি বন্ধ রাখুন।" সঙ্গে সঙ্গেই শত্রুর প্রতি-হিংসানল হইতে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হিসাবে গন্টুর ফেরত চাহিয়া মাদ্রাজে দূত প্রেরিত হইল। কিন্তু বেয়াড়া মাদ্রাজ সরকার কিছুতেই গন্টুর ছাড়িতে বা সন্ধি অনুযায়ী সৈন্য প্রেরণ বন্ধ রাখিতে রাজী হইলেন না। এমন কি পর বৎসর ১৮ই ফেব্রুয়ারীর পূর্বে তাহারা এই সন্ধির বিষয় গভর্নর জেনারেলকেও জানাইলেন না। সুপ্রিম কাউন্সিল ইহা নামঞ্জুর করিলেও (১২ জুন ১৭৮৩) তাঁহারা নানা ছুতায় গন্টুর প্রত্যর্পণের আদেশ এড়াইয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু হায়দর যথেষ্ট দৃঢ়তার পরিচয় দিলেন। বন্ধুর গিরিসঙ্কটে আক্রান্ত হইয়া হার্পুরের অগ্রগতি রুদ্ধ হইয়া গেল। এই কপট নীতি নিঃসন্দেহে ইঙ্গ-হায়দর-নিজাম বিরোধের জন্য অনেকটা দায়ী।

সীমান্তে নিয়ত অশান্তি সৃষ্টি করিয়াও তাহারা মহিশূর রাজ্যের ক্রোধোদ্রেক করিল। দিন্দিগুল হইতে কাদাপা পর্যন্ত সমগ্র বৃটিশ সীমান্ত হায়দরের সাম্রাজ্যের সহিত উৎপাদন করিত, বিদ্রোহী নায়া-রেরা সপরিবারে তেলিচেরীর কুটিতে আশ্রয় পাইত, কুঠিয়াল তাহাদি-গকে সীসা, বারুদ ও আগ্নেয়াস্ত্র দিয়া সাহায্য করিতেন, নিজেও মহি-শুর সীমান্তের অভ্যন্তরে বিশৃংখলা সৃষ্টি করিতেন। হায়দর ইংরেজ-দের উকীল শ্রীনিবাস রাওকে বলিলেন, "তিন বৎসর আমি আমার আর্কটের উকীল বালাজি পন্তকে শতবার বলিয়াছি যে, আমি শান্তি-রক্ষা করিতে চাই, কিন্তু প্রত্যহ দিন্দিগুল সীমান্ত হইতে নতুন বিবাদের সংবাদ আসিতেছে। কাজেই কর্নাটে প্রবেশ করিয়া সমগ্র

দেশ বিধবস্ত ও ভস্মীভূত করা ছাড়া আমি গত্যন্তর দেখিতেছি না।" প্রত্যুত্তরে মাদ্রাজ সরকার ব্যাপারটা মুহম্মদ আলীর গোচরে আনিলেন; তিনি আবার কাগজ-পত্র মাদ্রাজ সরকারের নিকট ফেরত পাঠাইলেন। আগুন লইয়া এভাবে ছিনিমিনি খেলিলে কিরূপে ধৈর্য ধারণ সম্ভবপর হইতে পারে? হায়দরের প্রভাবে নিকট-বর্তী সর্দারেরা তেলিচেরী অবরোধ করিয়া বসিলেন। ফলে কর্নেল ব্রেথওয়েটকে মাহির দুর্গ উড়াইয়া দিয়া তেলিচেরী ছুটিতে হইল (২৯ নভেম্বর ১৭৭৯)।

ইতিমধ্যে হায়দরের ক্রোধ-শান্তি ও তাঁহাদের কার্যের কৈফিয়ত দানের জন্য জুলাই মাসে মাদ্রাজ সরকার জার্মান পাদ্রী শুয়ার্টজকে শ্রীরঙ্গপত্তমে পাঠাইলেন। তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল তাঁহাকে স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া নিষ্ক্রিয় রাখা। কিন্তু তিনি হাপুরের শত্রুতামূলক কার্যের কিছুদিন পরে রাজধানীতে পৌঁছায় হায়দর আর প্রতারিত হইলেন না। তিনি অকপটে ইংরেজের সমস্ত দুর্ব্যবহার ও শত্রুতাচরণের কথা বর্ণনা করিয়া পাদ্রী সাহেবকে বিদায় দিলেন। দূত হতভম্ব হইয়া অক্টোবরে মাদ্রাজে ফিরিয়া গেলেন।

অবশেষে মাদ্রাজ সরকার মিঃ গ্রে-কে শ্রীরঙ্গপত্তমে পাঠাইলেন। ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৭৮০) আম্বুরে পেঁছিলে তাঁহাকে ছাড়পত্রের জন্য কয়েক দিন অপেক্ষা করিতে হইল। তিনি সাধারণ পর্যটক অপেক্ষা অধিক অনুচর সঙ্গে নেওয়ার অনুমতি পাইলেন না; ১৭ই ফেব্রুয়ারী রাজধানীর নিকটে পৌঁছিলে দুই মাইল দূরে এক জঘন্য গৃহে তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। তাহার অর্ধেক আবার কামানের রশিতে ভর্তি ছিল। হায়দরের এক চোবদার আসিয়া তাঁহার পাশে বসিয়া নানা প্রকার বেয়াদবি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল, গুপ্তচরেরা তাঁহার অনুচরদের পিছু লইল।

এই উপেক্ষা অহেতুক ছিল না। হায়দর ইংরেজের ব্যবহারে নিজকে উপেক্ষিত ও অপমানিত বিবেচনা না করিয়া পারিলেন না। যে শক্তিশালি ভূপতি নিয়ত মূল্যবান উপহার লাভে অভ্যস্ত, তাঁহাকে

একটা নিকৃষ্ট গাদা বন্দুক, কিছু অব্যবহার্য বারুদ ও ঘোড়ার জিন পাঠাইবার স্পর্ধা কেবল মাদ্রাজ সরকারের মত নির্বোধদের পক্ষেই সম্ভব। জিনটির গঠনও এমন যে, তাহাতে বসা দস্তুর মত অশ্বারোহণের পরীক্ষা দেওয়ার শামিল। এই চমৎকার দ্রব্যটি আবার শূকর-চর্মে নির্মিত, কাজেই মুসলমানের ব্যবহারের অযোগ্য। ১৮ই ফেব্রুয়ারী তাঁহাকে এগুলি প্রদত্ত হইল। পরদিনই তিনি ইংরেজের এই অমূল্য উপহার দ্রব্যগুলি তাহাদেরই দুত মারফত ফেরত পাঠাইলেন। ২১শে ফেব্রুয়ারী গ্রে জওয়াব পাই-লেন, ইংরেজের সহিত সন্ধি করিয়া লাভ কি? যখন আমার সাহায্যের গরজ ছিল, তখন তাহারা সন্ধির প্রত্যেকটি শর্তের খেলাফ করে। ফলে আমি প্রায় ধ্বংস হইয়া যাই। এখন আর তাহাদের সাহায্যের কোনই দরকার নাই।" তথাপি দুত মাদ্রাজে পত্র লিখিয়া উত্তরের আশায় বসিয়া রহিলেন। ১৯শে মার্চ জওয়াব আসিল। হায়দর তাহা দেখিতেও চাহিলেন না। গ্রে-কে এক ঘন্টা বসাইয়া রাখিয়া তিনি তাঁহাকে পান, আতর ও প্রচলিত উপহার দিয়া রাজ-ধানী ত্যাগের আদেশ দিলেন। বস্তুতঃ এবার তিনি দুতের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিলেন, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, মীমাংসার সময় অতীত হইয়াছে। গ্রে কিছুতেই তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি পাইলেন না। জনৈক বিশ্বস্ত কর্মচারীর মারফতে আদ্যন্ত সমস্ত আলোচনা সম্পন্ন হইল। আর কেহই এভাবে ইংরেজ দুতকে অপমানিত করিতে সাহসী হয় নাই।

———

দ্বিতীয় মহিশূর যুদ্ধ

মারাঠারা ছিল মহিশূরের চির-বৈরী। নিজামের উপর নির্ভর করার উপায় ছিল না, তাঁহার মৈত্রী বিশেষ কাজেও লাগিত না। কাজেই বাস্তববাদী হিসেবে ইংরেজের সহিত আত্মরক্ষামূলক সন্ধি স্থাপনই ছিল হায়দরের বৈদেশিক নীতির প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু তৃতীয় মারাঠা-মহিশূর যুদ্ধে প্রমাণিত হইল যে, ইংরেজদিগকেও বিশ্বাস করার উপায় নাই। তথাপি তিনি তাহাদের সহিত সদ্ভাব বজায় রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। তাহাদের সহিত সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিলে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া প্রতিবেশী-দের দিকে মুখ ফিরাইতে হইল। ইংরেজরা তাঁহার সহিত যোগদান না করিলে মারাঠাদের সঙ্গেও ত মিলিত হইতে পারে। তাহা হইলে উপায়? সুতরাং এখন হইতে তাঁহার একমাত্র চেষ্টা হইল সেই সম্ভাবনা তিরোহিত করা। রাজনীতিতে ইংরেজদের অবি-শ্বাস্য হঠকারিতার ফলে প্রথম ঈঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ বাধিল, নিজামও তাহাদের উপর অপরিসীম ক্রুদ্ধ হইলেন। হায়দরের শক্তি এখন এত অদম্য হইয়া দাঁড়াইল যে, ভারতের রাজনৈতিক জগতে তাহার বন্ধুত্ব প্রত্যেকেরই কাম্য হইয়া উঠিল। মারাঠারা এই বাস্তবতা উপেক্ষা করিতে পারিল না। তাহারা তাহাদের চিরন্তন নীতির পরিবর্তন করিয়া তাঁহার দিকে বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করিল। নিজাম ও মারাঠাদের সাহায্য না পাইলেও হায়দর ইংরেজদিগকে ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ইহাই হইল এখন হইতে তাঁহার জীবনের একমাত্র সামরিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য। কাজেই নিজাম ও মারাঠাদের বন্ধুত্বের নিমন্ত্রণ তিনি সানন্দে গ্রহণ করিলেন।

কথা হইল, মারাঠারা মালব, বেরার, বিহার ও বাঙলা আক্রমণ করিবে, নিজাম উত্তর ও দক্ষিণ সরকার দখল করিবেন, আর হায়দর ইংরেজদিগকে মাদ্রাজ ও দক্ষিণ ভারত হইতে তাড়াইয়া

দিবেন। ফরাসীরাও মিত্র শক্তির সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল। এই ব্যবস্থা কার্যে পরিণত হইলে ভারতে ইংরেজ রাজত্বের অস্তিত্ব থাকিত না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রথম হইতেই "নিজাম বা মারাঠা সর্দারেরা কেহই পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ করিলেন না। প্রকৃত যুদ্ধ একা হায়দর আলীকেই করিতে হইল।" কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণস্থ দাক্ষিণাত্যের সমগ্র ভূভাগ তখন তাঁহার করতলগত, এই বিশাল জনপদের প্রত্যেকটি অংশে তাঁহার ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁহার সৈন্যদল অতিশয় সুশিক্ষিত, মঁসিয়ে লালীর ন্যায় বিখ্যাত ফরাসী কর্মচারীরা তাঁহার সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত; সংক্ষেপে বলিতে গেলে, তিনি তখন ভারতের শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি-সমূহের অন্যতম। তাঁহার রসদ সরবরাহ ও সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ নিখুঁত ছিল। কাজেই এই যুদ্ধ যে ভয়াবহ ও দীর্ঘস্থায়ী হইবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি?

দাক্ষিণাত্য হইতে ইংরেজের নাম মুছিয়া ফেলিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া হায়দর প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলেন। বাঙ্গালোরে অন্ততঃ একলক্ষ সৈন্য ও একশত কামান সমবেত হইল। ৪০০ ফরাসী সৈন্যের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী ও ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। "ইতোপূর্বে দাক্ষিণাত্যে কখনও এত অধিক সৈন্য সমবেত হয় নাই। বিদেশীদিগকে দক্ষিণ ভারত হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য যত যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তন্মধ্যে আর কোন যুদ্ধই এত জনপ্রিয় হয় নাই। ইহার সফলতা লাভের জন্য মুসলমানের মসজিদ ও হিন্দুর মন্দিরে সমভাবে আকুল প্রার্থনা করা হইল। সেনাবাহিনীর গমন-পথের নিকটবর্তী গ্রামবাসীরা তাহাদের জাতীয় নেতাকে সাহায্য ও তাঁহার কৃতকার্যতার জন্য খোদাতায়ালার সাহায্য বা ভগবানের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতে ছুটিয়া আসিল। দক্ষিণ ভারতের আশা-ভরসা হায়দরের দেহে কেন্দ্রীভূত হইল।"*

* "Of all the wars undertaken against the foreigners in Southern India, this was the most popular. For its success, fervent prayers were offered alike in the mosques and in the temples···the inhabitants turned out to see national leader···In the person of Haider were concentrated the hopes of the people of Southern India."

—Mallison. 232,

সমস্ত প্রয়োজনী ব্যবস্থা ঠিক হইয়া গেলে সত্তর বৎসর বয়স্ক হায়দর কালবিলম্ব না করিয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন (জুন ১৭৮০)। তাঁহার আক্রমণ ছিল সর্বাপেক্ষা অদম্য।* সীমান্ত অতিক্রম না করা পর্যন্ত তাঁহার সৈন্যেরা পূর্ণ সংযম-শৃঙ্খলা বজায় রাখিল। জুলাই মাসে তাহারা ভীষণ ঘূর্ণিবাত্যার ন্যায় কোম্পানীর মুল্লুকে আপতিত হইল। দেড় মাস পর্যন্ত লুন্ঠন, গৃহদাহ ও নির্বাসন-কার্য চলিল। সুসমৃদ্ধ কর্নাটের একাংশ তাহাদের হস্তে একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। পলিকট হ্রদ হইতে পন্ডিচেরীর নিকট পর্যন্ত পূর্ব-পশ্চিমে ৩০/৩৫ মাইল স্থান এভাবে উৎসন্ন করিয়া মাদ্রাজ শহর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা এবং উত্তর ও পশ্চিম দিক হইতে সেখানে সাহায্য প্রেরণ বন্ধ রাখাই ছিল হায়দরের উদ্দেশ্য। ভেলোরের চতুর্দিকে ৩০ মাইল স্থানও এভাবে বিধ্বস্ত করা হইল। কিন্তু অন্যান্য অধিকৃত জনপদ তিনি সযত্নে রক্ষা করিলেন। সমগ্র কর্নাট তাঁহার হস্তে বিধ্বস্ত হয়, এই মন্তব্য ঠিক নহে।

মুহম্মদ আলী এ সম্পর্কে বার বার ইংরেজদিগকে সতর্ক করিয়া দেন। কিন্তু তাহারা এরূপ সম্ভাবনাকে বাতুলতা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। এখন তাহারা সহসা নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল। কর্নেল বেইলী গন্টুর হইতে কাঞ্চিপুরে আসিয়া স্যার হেক্টর মুন্রুর সহিত মিলিত হইতে, কর্নেল ব্রেথওয়েট পন্ডিচেরী হইতে মাদ্রাজে আসিতে ও কর্নেল কস্বী ত্রিচিনোপল্লী ত্যাগ করিয়া বড় মহল প্রবেশের পথে শত্রুদের সংবাদ আদান-প্রদান রহিত ও রসদপত্র প্রেরণ বন্ধ করিতে আদিষ্ট হইলেন। মুহম্মদ আলীর সৈন্যদিগকে বিশ্বাস করার উপায় ছিল না বলিয়া তাহাদের হাত হইতে জিঞ্জি, বন্দিবাস, কর্নাটিগড় ও ওয়াদিয়ার পলিয়াম কাড়িয়া লওয়ার জন্যও সৈন্য প্রেরিত হইল। কিন্তু তাঁহারা এত মন্থর ও হায়দর এত দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইলেন যে, বেইলীর গন্টুর ত্যাগের পূর্বেই তিনি কাঞ্চিপুর দখল করিয়া বসিলেন; মাদ্রাজ হইতে ইহা মাত্র ৪২ মাইল

---

* Haider Ali's attack was of the most formidable kind—Charles Kincard, 207.

দূরে। পক্ষান্তরে টিপু সাহেব গণ্টুরের দিকে ছুটিলেন, করীম সাহেবও পোর্টোনভোতে হাজির হইলেন। ২৪শে জুলাই কাঞ্চিপুর ও পোর্টোনভোর লুণ্ঠনবার্তা মাদ্রাজে পৌছিল।

এদিকে হায়দরের সৈন্যেরা লুণ্ঠন করিতে করিতে প্রায় মাদ্রাজের দ্বারে—সেণ্ট টমাস শৈলে পৌছিল (আগষ্ট, ১০)। ঝগড়া বাধাইতে পটু হইলেও মাদ্রাজ সরকার এখন তাঁহাকে কোনই বাধা দিতে পারিল না। ফলে শহরের সর্বত্র বিষাদ ও আতঙ্কের ছায়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। প্রাচীরের বহির্ভাগের লোকেরা প্রাণভয়ে চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল। স্থানীয় অধিবাসীরা ইংরেজ ও নওয়াবের যুক্ত-শাসনের অসহনীয় অত্যাচারে তাঁহাদের প্রতি সম্পূর্ণ বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। পক্ষান্তরে তাহারা হায়দরের অত্যন্ত ভক্ত ছিল; তাঁহার শাসনই তাহাদের ভাল লাগিত। কাজেই ধ্বংসক্রিয়া চালান সত্ত্বেও সেখানে তিনি জালিম অপেক্ষা মুক্তিদাতা রূপেই অভ্যর্থিত হইলেন।* তাহারা তাঁহাকে প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় সংবাদ দিয়া তাঁহার অভি-যানের সুবিধা করিয়া দিত, অথচ মুহম্মদ আলীর ইংরেজ রক্ষকেরা তাহাদের নিকট হইতে কোন তথ্যই বাহির করিতে পারিত না। নও-য়াবের কর্মচারীরা পর্যন্ত গোপনে ইংরেজদের বিরুদ্ধাচরণ করিতেন। ফলে তাহাদের দুর্দশা চরমে উঠিল। হায়দরের শ্রেষ্ঠতর কৌশলের নিকট বোকা বনিয়া কর্নেল কস্‌বী কর্নাট হইতে সরিয়া পড়িলেন।

রাজধানী বিচিছন্ন করিয়া হায়দর বন্দিবাস অধিকারে যাত্রা করিলেন। কিন্তু লেফটেন্যাণ্ট ফ্লিন্ট একদিন আগেই ছলে বলে কিল্লাদারকে বন্দী করিয়া দুর্গস্থ ইংরেজদের সাহায্যে ভিতরে প্রবেশে সমর্থ্য হইলেন (আগষ্ট, ১১)। ইহা তাঁহার হাতে আসায় মাদ্রাজ রক্ষা পাইল।

---

* The sort of partnership sovereignty...had hitherto been extremely oppressive to the people and had completely succeeded in alienating their minds...he was less detested as a destroyer than hailed as a deliverer,... Mill, IV, 180.

বন্দিবাস অবরোধের জন্য একদল উৎকৃষ্ট সৈন্য রাখিয়া ২১শে আগষ্ট হায়দর আর্কট অধিকারে যাত্রা করিলেন। ২৯শে আগষ্ট মুনরু কাঞ্চিপুরে পৌঁছিলেন, বেইলীও নিকটে আসিয়া পড়িলেন। সংবাদ পাইয়া হায়দর ৬ই সেপ্টেম্বর বেইলীর বিরুদ্ধে টিপুকে পাঠাইয়া কৌশলে মুনরুর ভ্রান্তি জন্মাইয়া তাঁহার ও টিপুর সৈন্য-দলের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিলেন। ২৪ বৎসর পরে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি ঠিক এই গতি পরিবর্তন পন্থাই অনুসরণ করেন।*

৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রে মুনরু বেইলীর সাহায্যার্থ ফ্লেচারের অধীনে ১০০০ জন সৈন্য পাঠাইলেন। ফলে তাঁহার সৈন্যসংখ্যা ৩৭২০ জনে উঠিল। ইহাতে ফরাসীরা পর্যন্ত আতঙ্কিত হইল, কিন্তু কিছুই হায়দরের বীর হৃদয় টলাইতে পারিল না। পরদিন শেষ রাত্রে তিনি মুনরুর অজ্ঞাতে একদল সৈন্য সহ টিপুর সহিত মিলিত হইলেন। ১০ই সেপ্টেম্বর প্রত্যুষে তাঁহারা কাঞ্চিপুর হইতে ৮ মাইল ও পেরম্বাকম্ হইতে ৬ মাইল দূরে বেইলীর ঘাড়ে পড়িলেন। প্রবল বাধা দান সত্ত্বেও ইংরেজরা প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া গেল। ৫০০ ইংরেজ ও ২০০ সিপাহী নিহত হইল। ৮৬ জন কর্মচারীর মধ্যে ফ্লেচার সহ ৩৬ জন নিহত ও ৩৪ জন আহত হইলেন। অবশিষ্ট সকলেই ধরা পড়িল। তাহারাও পরে নিহত বা কারাগারে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তাহাদের জন্য ফরাসীদের সহানুভূতি জাগ্রত না হইলে কেহ সে-দিন রক্ষা পাইত না। হায়দর শ্রীরঙ্গপত্তমের দারিয়া দওলতবাগে টিপুর গ্রীষ্মাবাসের প্রাচীর গাত্রে এই যুদ্ধের শেষ দৃশ্যের এক বৃহৎ উৎকৃষ্ট চিত্র আঁকাইয়া তাঁহার অপূর্ব বিজয়োৎসব সম্পন্ন করিলেন। ইহা অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়।

পেরম্বাকমের যুদ্ধে প্রাণহানি অপেক্ষা মর্যাদানাশেই ইংরেজের ক্ষতি হইল অধিক। ভারতে তাহাদিগকে আর কখনও এত

* Haider had, in fact, executed one of those manoeuvres which twenty four years later were to characterise the first campaign of the greatest general the world has ever seen. Mallion, 299.

মারাত্মক দুর্বিপাকে পতিত হইতে হয় নাই।* এই ভীষণ পরাজয়ে সমগ্র ভারতে বৃটিশ শাসন গুরুতররূপে বিপন্ন হইয়া পড়িল।** ইতোমধ্যে মুন্‌রু পাঁচ মাইল পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। এই ভয়াবহ সংবাদ পাইয়া তিনি কাঞ্চিপুরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সেই রাত্রেই তিনি তাঁহার ভারী কামান, রণ-সম্ভার ও রসদপত্র এক দীঘিকায় নিক্ষেপ করিয়া আতঙ্কে চিঙ্গলপাতে পলাইয়া গেলেন। সেখানে কর্নেল কস্‌বী তাঁহার সহিত মিলিত হইলেও (সেপ্টেম্বর ১২) মামিল্লামায় (মার্মালং) না পৌঁছা পর্যন্ত তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না (সেপ্টেম্বর ১৫)। এই সর্বনাশে বক্সার-বিজেতার মনোবল সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

হায়দরের সৈন্যেরা পথিমধ্যে মুন্‌রুকে যথেষ্ট উত্যক্ত করিল। ফলে তিনি তাঁহার অবশিষ্ট রণ-সম্ভারেরও অধিকাংশ পরিত্যাগে বাধ্য হইলেন। ১১ই সেপ্টেম্বর মাদ্রাজে একটি সৈন্যও ছিল না। মাদ্রাজ সরকার ভয়ে কম্পমান, অধিবাসীদের আতঙ্ক ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা বর্ণনাতীত। হায়দর ইচ্ছা করিলে সহজেই উহা অধিকার করিতে পারিতেন। তাহা হইলে বঙ্গিবাসেরও নিশ্চিত পতন ঘটিত। কিন্তু তিনি বিপরীত চিন্তা করায় মাদ্রাজ রক্ষা পাইল। অথচ তাঁহার আক্রমণের সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে না পারায় বাংলার ইংরেজরা মাদ্রাজে সাহায্য প্রেরণ প্রস্তাব আপাততঃ মুলতবী রাখিল।

১৯শে সেপ্টেম্বর হায়দর আর্কট অবরোধ করিলেন। যে-ভাবে তিনি দুর্গের নিকটবর্তী হইলেন, তাহাতে সর্বোৎকৃষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার গোলন্দাজেরা এত চমৎকার কাজ করিত যে, ইংরেজরা পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ কামান নামাইয়া লইতে বাধ্য হয়। ৩১শে সেপ্টেম্বর শহর অধিকৃত হইল।

---

* This disaster was the most fatal that had overtaken the English in India.—Basu, II, 127.

** This grave defeat threatened seriously the whole British dominions in India.—Charles Kincard, 207.

বন্দী ও নাগরিকেরা খুব সদয় ব্যবহার পাইল। তাহাদের প্রশংসা ধ্বনি দুর্গাভ্যন্তরে পৌঁছিলে ৩রা নভেম্বর উহার পতন ঘটিল। হায়দর অবিলম্বে দুর্গের দৃঢ়তা বর্ধন করিলেন। ১৩ই জানুয়ারী (১৭৮১) আম্বুর আত্মসমর্পণ করিল। জোরে শোরে ভেলোর, বন্দীবাস, চিঙ্গলপাত ও পার্মাকোয়েলের অবরোধ চলিতে লাগিল।

ইংরেজের সৌভাগ্যবশতঃ ওয়ারেন হেস্টিংস তখন বৃটিশ-ভারতের বড়লাট। ২৫শে সেপ্টেম্বর মাদ্রাজের দুর্দশার সঠিক খবর কলিকাতায় পৌঁছিল। ১৩ই অক্টোবর তিনি দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত বাংলার কোষাগার হইতে ১৫ লক্ষ টাকা ও এক বিরাট বাহিনী সহ স্যার আয়ার কূটকে মাদ্রাজে প্রেরণ করিলেন। মাদ্রাজের শাসনভারও অধিকতর যোগ্য পাত্রে ন্যস্ত হইল।

৫ই নভেম্বর কূট মাদ্রাজে পৌঁছিলেন। কোষাগার শূন্য বলিয়া সৈন্যদের সাজসজ্জা প্রস্তুত করিতে আড়াই মাস লাগিল। ইতোমধ্যে ফরাসীরা পণ্ডিচেরী পুনরধিকার করিয়া লন। কূট দক্ষিণাঞ্চলের অবরুদ্ধ স্থানসমূহের অবরোধ উঠাইয়া আবার উহা অধিকার করিতে মনস্থ করিলেন। ৭০০০ সৈন্য লইয়া ১৭ই জানুয়ারী (১৭৮১) তিনি মাদ্রাজ হইতে বাহির হইলেন। ২১শে জানুয়ারী সুদৃঢ় কারুণগল্পি দুর্গ তাঁহার হস্তগত হইল।

২৩শে জানুয়ারী তিনি বন্দীবাসের অবরোধ উঠাইয়া দুইদিন পরে পণ্ডিচেরী যাত্রা করিলেন। সংবাদ পাইয়া হায়দর ভেলোরের অবরোধ উঠাইয়া তাঁহার পিছনে ছুটিলেন। ২৫শে জানুয়ারী ডো'রভেসের অধীনে একটি ফরাসী নৌ-বহর কোদ্দালোরের নিকটে আসিল। ইহাতে হায়দর অত্যন্ত উৎসাহিত হইলেন। ফরাসীদের সাহায্যে দুই দিক হইতে শস্য আমদানীর পথ বন্ধ করিয়া তিনি ইংরেজদিগকে অনাহারে মারিতে মনস্থ করিলেন। ৮ই ফেব্রুয়ারী তিনি কোদ্দালোর আক্রমণের ভাণ করায় কূট সসৈন্যে অগ্রেই সেখানে প্রবেশ করিয়া হায়দরের ফাঁদে পড়িলেন। মহিশূর-রাজ তৎক্ষণাৎ একটি সুদৃঢ় স্থান দখলে আনিয়া মাদ্রাজ ও শস্য উৎপাদক জনপদ হইতে ইংরেজদের সংস্রব সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। কোদ্দা-

লোরে মাত্র তিন দিনের রসদ ছিল; কাজেই কূট তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু হায়দর তাহাতে সাড়া না দিয়া তাঁহার দুষ্প্রবেশ্য শিবিরে চুপটি মারিয়া বসিয়া রহিলেন। ইংরেজদের আর কোন সেনাদল ছিল না। কাজেই তাঁহার ন্যায় ফরাসীরাও একটি মাত্র সপ্তাহ সমুদ্রতটে বসিয়া থাকিলেই সর্বশেষ বৃটিশ বাহিনী আত্মসমর্পণে বাধ্য হইত। কিন্তু কোন রহস্যময় কারণে ডো'রভেসে সেখানে বসিয়া থাকিতেও রাজী হইলেন না। ১৫ই ফেব্রুয়ারী তিনি মরিশাসে চলিয়া গেলেন। কূট সঙ্গে সঙ্গেই মাদ্রাজ হইতে রসদপত্র পাইলেন।

কতকটা অবরুদ্ধ হইয়া কূট পাঁচ মাস কোদ্দালোর বসিয়া রহিলেন। হায়দর একদিকে তাঁহার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলেন, অন্যদিকে সৈন্য পাঠাইয়া তিয়াগড় প্রভৃতি সুদৃঢ় স্থান দখলে আনিলেন। টিপু সাহেব এক বিরাট বাহিনী লইয়া বন্দিবাস অবরোধ করিলেন। অবশেষে ফরাসীরা প্রস্থান করিলে এবং ১৪ই জুন ইংরেজ নৌ-বহর বোম্বাই হইতে সাহায্যকারী সৈন্য লইয়া আসিলে ১৬ই জুন ইংরেজরা কোদ্দালোর ত্যাগ করিল। দুই দিন পরে তাহারা ভাল্লার নদী অতিক্রম করিয়া রাত্রিকালে আকস্মিক আক্রমণে চিলাম্ব্রামের সুরক্ষিত পেগোডা দখলের প্রয়াস পাইল। কিন্তু জাহান খাঁর অধীনে দুর্গে হায়দরের প্রায় ৩০০০ উৎকৃষ্ট সৈন্য ছিল। তাহারা ইংরেজদিগকে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া বিতাড়িত করিল, এমন কি তাহাদের একটি কামানও কাড়িয়া লইল। কূট চারিদিন ইতস্ততঃ করার পর আবার ভাল্লার নদী পার হইয়া পোর্টোনভোর নিকটে শিবির স্থাপন করিলেন। ইহা চিলাম্ব্রাম হইতে মাত্র ৭ মাইল দূরে। অচিরে মাদ্রাজ হইতে ইংরেজ নৌ-বহর আসিলে তিনি উহার সহযোগিতায় আবার পেগোডা অবরোধ করিলেন। কিন্তু হায়দরের কার্যতৎপরতায় শীঘ্রই তিনি অবরোধ উঠাইতে বাধ্য হইলেন।

সম্ভবতঃ রক্ষী সৈন্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া অবরোধকারী-দিগকে অবরোধ করিয়া বসিয়া থাকিলেই হায়দরের পক্ষে ভাল

হইত, সুবিজ্ঞ টিপুও তাঁহাকে এরূপ পরামর্শ দিলেন। কিন্তু চিলাম্ব্রামের কৃতকার্যতায় উৎসাহিত হইয়া হায়দর কলারোন নদী অতিক্রম করিয়া আড়াই দিনে ২০০ মাইল ছুটিয়া ইংরেজ শিবিরের তিন মাইলের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিলেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্ব ও কেন্দ্রভাগ খাত কাটিয়া সুরক্ষিত করা হইল। বাম পার্শ্বে ছিল দুইটি বালুকা-পাহাড়। ইংরেজরা তন্মধ্যে একটি পথ আবিস্কার করিয়া সেদিকেই আক্রমণ চালাইল। হায়দরের সৈন্যেরা দুইবার তাহাদিগকে হটাইয়া দিল। তৃতীয় আক্রমণের প্রাক্কালে সেনাপতি মীর সাহেব হঠাৎ গুলির আঘাতে নিহত হইলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বৃটিশ রণতরীর একটি কামানের গোলা মহিশূর বাহিনীতে হত্যালীলা আরম্ভ করিয়া দিল। তাহাদের আতঙ্কের সুযোগে ইংরেজরা তৃতীয় চেষ্টায় শত্রু ব্যূহের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়িল।

অপরাহ্ণ চার ঘটিকা পর্যন্ত যুদ্ধ চলিল। হায়দরের বহু সৈন্য মারা পড়িল। তথাপি তিনি নড়িতে রাজী হইলেন না। অবশেষে তাঁহার এক প্রিয় সহিস তাঁহার পা ধরিয়া জুতা পরাইয়া তাঁহাকে ঘোড়ায় চড়াইয়া রণক্ষেত্র হইতে এক প্রকার টানিয়া লইয়া গেল। অগত্যা সৈন্যরাও তাঁহার অনুসরণ করিল (১ জুলাই, ১৭৮১)। পোর্টোনভো শহরের নিকটে সংঘটিত হয় বলিয়া ইহা 'পোর্টোনভোর যুদ্ধ' বলিয়া বিখ্যাত। ইহা ভারতের ভাগ্য-নিয়ামক যুদ্ধগুলির অন্যতম। এখানে পরাজিত হইলে ইংরেজরা মাদ্রাজ হইতে বিতাড়িত হইত, হায়দর দক্ষিণ ভারতের নির্বিরোধ প্রভু হইতেন। কিন্তু এই যুদ্ধে তিনি অপ্রত্যাশিত রূপে ক্ষতিগ্রস্ত ও হতমান হওয়ায় ভারতে বৃটিশ প্রভুত্ব রক্ষা পাইল। ইহাতে তাঁহার ১০,০০০ সৈন্য নিহত হয় বলিয়া কথিত আছে। তৎফলে এখন হইতে তিনি আক্রমণকারীর পরিবর্তে আত্মরক্ষাকারীতে পরিণত হইলেন। টিপু ও বন্দিবাসের অবরোধ উঠাইয়া পিতার সহিত আকুটের নিকট চলিয়া গেলেন।

অচিরে বাঙ্গালোর হইতে একদল সাহায্যকারী সৈন্য আসিল। ২রা আগষ্ট কুট পলিকটে তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন। হায়দর তাহাতে বাধা দানের কোনই চেষ্টা করিলেন না। এই পরাজয়ে বৃদ্ধ ভূপতির মনোবল যথেষ্ট হ্রাস পাইল। কুট ত্রিপাসুর অধিকার

(আগষ্ট ২২) করিয়া পল্লিলোরে হায়দরকে আক্রমণ করিলেন (আগষ্ট ২৭)। কিন্তু এখানে বা শোলিনগড়ে (সেপ্টেম্বর ২৭) কোন পক্ষই চূড়ান্ত জয়ের অধিকারী হইল না। প্রথম যুদ্ধে ইংরেজের এবং দ্বিতীয়টিতে অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রান্ত হওয়ায় হায়দরের অধিক ক্ষতি হইল। ইংরেজের সংখ্যাধিক্য ও শ্রেষ্ঠতর রণসজ্জাই এজন্য দায়ী। রণক্লান্ত ও সম্মুখ-যুদ্ধে মহিশূর বাহিনীর ধ্বংস সাধনে বিফল মনোরথ হইয়া কূট মনের দুঃখে পদত্যাগ করিলেন। কিন্তু মাদ্রাজের গভর্নর ম্যাকার্টনার অনুরোধে তিনি পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিলেন। পলিপেত হইতে ভেলোরে কিছু রসদ পাঠাইয়া ইংরেজরা চিত্তোর অবরোধ করিল। অরক্ষিত থাকায় দুই দিন পরে (নভেম্বর ১১) উহার পতন ঘটিল। পলিপেত ও ত্রিপাসুর আক্রমণের সংবাদ পাইয়া ১৬ই নভেম্বর কূট সেদিকে ছুটিলেন। পথিমধ্যে একটি হস্তী এবং বহু বলদ ও গাড়ী-ঘোড়া কর্দমে আটকাইয়া রহিল। ২১শে নভেম্বর তিনি পোলার নদী অতিক্রম করিলেন। তাঁহার আগমনে শত্রুপক্ষ অবরোধ উঠাইয়া চলিয়া গেল। এই অভিযানে কূটের সর্বশুদ্ধ এক তৃতীয়াংশ সৈন্য নষ্ট হইল। ইতোমধ্যে হায়দরের সৈন্যরা রাজধানী ব্যতীত সমগ্র তাঞ্জোর রাজ্য অধিকার করিয়া রীতিমত কর আদায় করিতে লাগিল। সমগ্র সংগ্রামের ন্যায় এ সকল ক্ষুদ্র যুদ্ধেরও সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হইল তাঁহার গুপ্তচরদের অসাধারণ তৎপরতা ও নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ। এমন কি সামান্য রসদ লুন্ঠন চেষ্টারও তাহারা সঠিক খবর রাখিত। অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ত্রুটি অনুরূপ বিস্ময়কর।*

* In the minor operations which succeeded, as in the whole course of the war, one of the most remarkable circumstances, was the extraordinary promptitude and correctness of Haider's intelligence, who had notice of almost every attempt, even to surprise the smallest convoy and in this important respect the no less remarkable deficiency of the English.—Mill, IV, 217.

তিরোভাব

এ সময় ওলন্দাজেরা ইউরোপে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল। কাজেই ভারতেও উভয় শক্তির মধ্যে যুদ্ধ ঘোষিত হইল। এই সুযোগে হায়দর নাগাপতমের গভর্নরের সহিত সন্ধি করিলেন (১৭৮১)। ইংরেজাধিকৃত নাগুর জেলা পাইবার প্রতিশ্রুতিতে তিনি হায়দরকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু জুনের শেষে মাদ্রাজ ও কয়েকদিন পরে পলিকট মাদ্রাজের নূতন গভর্নর ম্যাকার্টনীর নিকট আত্মসমর্পণ করিল। অতঃপর সন্ধির প্রস্তাব উঠিল। হায়দর উত্তর দিলেন; 'শাসনকর্তারা সন্ধি করিয়া দুই-এক বৎসর পরেই ইউরোপে চলিয়া যান। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের কার্য বাতিল হইয়া যায়। মাদ্রাজের সন্ধি ভঙ্গের কৈফিয়ৎ তলব করার জন্য উকীল পাঠাইলে উত্তর আসিল, সন্ধি-কর্তারা ইউরোপে চলিয়া গিয়াছেন। ইউরোপ হইতে সৈন্য আসিতেছে, জানি; কিন্তু খোদার মেহেরবাণীই আমার ভরসা।' কাজেই যুদ্ধ বন্ধ হইল না। ৩০শে সেপ্টেম্বর কর্নেল ব্রেথওয়েট মহদপিতমে মহিশুর বাহিনীকে পরাজিত করিলেন। তাঁহার সাহায্যে কর্নেল নিক্সন ৩০শে অক্টোবর নাগাপতম আক্রমণ করিলেন। ১২ই নভেম্বর ৬৫৫১ জন সৈন্য সহ গভর্ণর আত্মসমর্পণ করিলে ওলন্দাজেরা নাগুর হইতে বিতাড়িত হইল। কাজেই এই মৈত্রী কোনই কাজে আসিল না। এমন কি বৃটিশ প্রভুত্বের দরুন তাহারা তাঁহাকে কামানাদি অস্ত্র শস্ত্রও সরবরাহ করিতে পারিল না। বরং ইহার ফলে হায়দর সাময়িকভাবে তাঞ্জোর ত্যাগে বাধ্য হইলেন।

যুদ্ধের প্রথম হইতেই হায়দরের একদল সৈন্য নায়ারদের সাহায্যে তেলিচেরী অবরোধে ব্যাপৃত ছিল। ৭ই জানুয়ারী (১৭৮২) সেনাপতি সর্দার খান আকস্মিক আক্রমণে নিহত হইলেন। ১২ই ফেব্রুয়ারী অস্ত্রাগারের একাংশ উড়িয়া গেল। ফলে পরদিন তাহারা আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল। ১০ই জানুয়ারী কুট ভেলোরে রসদ পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলেন।

অবশ্য ইংরেজের কৃতকার্যতাও স্থায়ী হইল না। এ মাসেই মুহম্মদ আলীর ভ্রাতা আব্দুল ওহ্‌হাব খান হায়দরকে চন্দ্রগিরি ছাড়িয়া দিলেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারী টিপ তিনদিন ব্যাপী ঘোর যুদ্ধের পর কর্নেল ব্রেথওয়েটকে বন্দী করিয়া লইলেন। তাঁহার সঙ্গে ৪০০ ইউরোপীয় সহ প্রায় ২০০০ লোক ছিল। ইহারা একেবারে ধ্বংস হইয়া গেল। ফলে তাঞ্জোরের অধিকাংশ আবার হায়দরের দখলে আসিল। বন্দী ও আহত সৈন্যেরা টিপুর নিকট অত্যন্ত সদয় ও সযত্ন ব্যবহার পাইল। কর্মচারীদের প্রতি তিনি বিশেষ সদাশয়তা দেখাইলেন।*

মহিশূর-রাজের ক্ষমতা নষ্ট করা অসম্ভব বুঝিতে পারিয়া হেস্টিংস পূর্বেই কূটনীতির শরণ লন। প্রথমে তিনি নিজামকে নানা-রূপ ভয় দেখাইলেন, শেষে বেচারা মুহম্মদ আলীর নিকট হইতে গন্টুর জেলা কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন। এজন্য সাময়িকভাবে মাদ্রাজের গভর্নরকে পদচ্যুত করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইলেন না (অক্টোবর ১৭৮০)। ইহাতে নিজামের ক্রোধ পানি হইয়া গেল। অতঃপর বাদশাহ গোপনে হায়দরকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদারী দিয়াছেন বলিয়া হেস্টিংস এক মিথ্যা জনরব প্রচার করিলেন। এ যাবৎ নিজাম ইংরেজের বিরুদ্ধে একটি সৈন্যও পাঠান নাই। এই জনরবে ভীত ও ঈর্ষান্বিত হইয়া তিনি একেবারে সরিয়া পড়িলেন।

হেস্টিংসের কৌশল মারাঠাদের বেলায়ও কম কার্যকরী হইল না। বিপুল নগদ টাকা এবং কারা ও মান্ডেক জেলা উৎকোচ পাইয়া নাগপুরের মুদাজি ভোঁসলা তাঁহার রাজ্যের ভিতর দিয়া ইংরেজ সৈন্যদের পথ ছাড়িয়া দিলেন; সিন্ধিয়াকেও তিনি মারাঠা সামন্ত-চক্র হইতে ভাগাইয়া নিলেন। পর বৎসর ১৭ই মে তাঁহাদের সহিত সালবাইতে ইংরেজের এক সন্ধি হইল। বিজিত জনপদ

* And it is but justice to add, that Tipoo treated his prisoners, especially officers with real attention and humanity.···Mill, IV, 245-6.

ফিরিয়া পাইয়া পুনা দরবার সালসেতের দাবী ত্যাগ করিল; ইংরেজরাও রঘুবার পক্ষ ত্যাগ করিল। হায়দর ১৭৬৭ খৃস্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারীর পর হইতে ইংরেজ ও আর্কটের নওয়াবের যে সকল স্থান অধিকার করেন, তাহা প্রত্যর্পণে তাঁহাকে বাধ্য করারও কথা রহিল। এই অংশ কার্যে পরিণত করা কঠিন হইলেও ইহার ফলে মারাঠারা হায়দরকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তাহাদের নিমন্ত্রণ ও প্রতিশ্রুতির এমনি মূল্য ছিল। তবে নানা ফড়নবিশ সন্ধি-শর্ত অনুমোদনে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। সালসেত ফিরিয়া পাইবার আশায় তিনি ইংরেজদিগকে বলিলেন, পেশোয়া, হায়দর ও ফরাসীদের সহিত নূতন সন্ধি করিয়াছেন; পক্ষান্তরে 'পাঞ্জাব' ছাড়িয়া না দিলে তিনি সালবাইর সন্ধি মঞ্জুর করিয়া ইংরেজের সহিত যোগদান করিবেন বলিয়া হায়দরকে ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কেহই তাঁহার ছলনায় না ভুলিলেও প্রত্যেকেই আতঙ্কের মধ্যে রহিলেন।

মারাঠারা নিজেরাই তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া ঘোর বিপদে ফেলিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। ফরাসীদের নিকট হইতেও কোন সাহায্য আসিল না। তদুপরি মালাবার ও কুর্গে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। বীর কেশরী হায়দর ইহাতেও নিরাশ না হইয়া একাই যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। ইংরেজদিগকে তিনি দাক্ষিণাত্য হইতে বিতাড়িত করিতে না পারিলেও তাহাদের রাজ্যের এক বৃহদংশ তাঁহার হস্তে লুণ্ঠিত হয়; তাহাদের প্রধান দুর্গগুলি তাঁহার অধিকারে আসে। আদ্যন্ত তিনি অটলভাবে সফলতার সহিত সংগ্রাম পরিচালনা করেন।*

কেবল ফরাসীদের প্রতারণা ও মারাঠাদের বিশ্বাসঘাতকতাই তাঁহার মনে নৈরাশ্যের সঞ্চার করিল। মারাঠা আক্রমণের আশঙ্কায় তিনি করোমণ্ডল জয়ের পরিকল্পনা বাদ দেওয়া সাব্যস্ত করিলেন। তদনুসারে অধিকাংশ ক্ষুদ্র দুর্গের ধ্বংসক্রিয়া আরম্ভ হইল। (ডিসেম্বর ১৭৮১)। আর্কটের দুর্গ-প্রাকারাদি বারুদের আগুনে

* Bowring, 107.

উড়াইয়া দেওয়ার ব্যবস্থাও ঠিক হইয়া গেল। এ যাবৎ হায়দর কর্নাটের অধিবাসীদের সযত্নে রক্ষা করেন; এখন তিনি তাহাদিগকে পশুপালসহ মহিশূরে হিজরত করিতে বাধ্য করিলেন। ভারী কামান ও রণ-সম্ভার অন্যত্র প্রেরিত হইল। টিপু, ওফাদার ও শেখ আয়াজের অধীনের কুর্গ ও বালাম জেলার বিদ্রোহ দমনে সৈন্য পাঠাইয়া হায়দর করোমন্ডল ত্যাগের উপক্রম করিলেন। এমন সময় এডমিরাল সাফরিনের অধীনে একদল ফরাসী সৈনা পোর্টোন-ভোতে অবতরণ করিয়াছে শুনিয়া তাঁহার মনে আশার সঞ্চার হইল (১০ মার্চ ১৭৮২)। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা বার শতের অধিক ছিল না। কাজেই টিপু সদলবলে তাহাদের সহিত যোগদান করিলেও তাহারা সাহায্যকারী সৈন্যের আগমনের পূর্বে সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সম্মত হইল না। কোদ্দালোর (এপ্রিল ৮) ও পার্মাকোয়েল (মে ১৬) অধিকার করিয়া এবং ইংরেজ যুদ্ধ-জাহাজগুলিকে সমুদ্রে ব্যস্ত রাখিয়াই তাহারা তৃপ্ত রহিল।

কয়েকমাস সেনানিবাসে কাটাইয়া ১৭ই এপ্রিল ইংরেজরা আবার যুদ্ধে নামিল। ২৪শে এপ্রিল বন্দিবাসের নিকট তাঁহাদের তাঁবু পড়িল। হায়দর তখন পার্মাকোয়েলের নিকটস্থ লাল পাহাড়ে। ইংরেজরা নিকটবর্তী হইলে তিনি কল্লিনোরে সরিয়া গেলেন (মে ২৪)।

আর্নিতে হায়দরের প্রচুর খাদ্যদ্রব্য ও যুদ্ধোপকরণ সঞ্চিত ছিল। ইহাই ছিল পশ্চিমঘাটের নিম্নে তাঁহার প্রধান অস্ত্রাগার। কুট ভাবিলেন, তিনি উহা আক্রমণ করিলে হায়দর অবশ্যই সেখানে ছুটিয়া যাইবেন; তখন তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবার সুযোগ পাওয়া যাইবে। ৩০শে মে যাত্রা করিয়া ১লা জুন তিনি আর্নি হইতে তিন মাইল দূরে হাজির হইলেন। সংবাদ পাইয়াই হায়দর টিপুকে আর্নির রক্ষাকল্পে প্রেরণ করিয়া পরদিন স্বয়ং তাঁহার সাহায্যে যাত্রা করিলেন। দুই দিনে ৪৩ মাইল ছুটিয়া ঠিক সেইদিনই তিনি চিত্তপাতে পেঁৗছিলেন। পরদিন প্রত্যুষে ইংরেজরা আর্নি যাত্রা করা মাত্রই তাহাদের পশ্চাদ্ভাগের উপর ভীষণ অগ্নি-বৃষ্টি আরম্ভ

হইল। তাহারা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত না হইতেই মহিশুর-বাহিনী চতুর্দিকস্থ উচ্চভূমি দখল করিয়া তাহাদিগকে হয়রান করিয়া তুলিল। এ দিকে হায়দর ক্ষিপ্রতার সহিত টিপুর অধীনে একদল সৈন্য পাঠাইয়া আর্নি হইতে অর্থাদি সরাইয়া ফেলিলেন। রক্ষীদের শক্তি বৃদ্ধিরও ব্যবস্থা হইল। কূট তাঁহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলে সুচতুর হায়দর কৌশলে পশ্চাতে হটিয়া আসিলেন।

আর্নি আক্রমণ নিরর্থক দেখিয়া কূট মাদ্রাজের দিকে ফিরিয়া চলিলেন। তিনি কিয়দ্দুর অগ্রসর হইলে হায়দর প্রলোভন দেখাইয়া পশ্চাদ্ভাগের ইংরেজ অশ্বারোহী প্রহরী দলকে এক অসুবিধাজনক স্থানে লইয়া গেলেন। সেখানে তাঁহার সৈন্যেরা সহসা তাহাদের ঘাড়ে পড়িয়া তাহাদিগকে প্রায় সমূলে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল, হতাবশিষ্ট লোক বন্দী হইল। দুইটি কামানও হায়দরের হস্তগত হইল। ৯ই জুন কূট বন্দিবাসের নিকট হায়দরকে অনুরূপভাবে ফাঁদে ফেলার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া ২০শে জুন মাদ্রাজে ফিরিয়া গেলেন।

ফেব্রুয়ারীতে (১৭৮২) বোম্বাই সরকার মালাবার আক্রমণের জন্য কর্নেল হাম্বারস্টোনের অধীনে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারী তিনি কালিকটে পৌঁছিয়া মেজর এবিংটনের সহিত মিলিত হইলেন। নায়ারদের সাহায্যে ৭ই এপ্রিল মখদুম আলীকে পরাজিত করিয়া তাঁহারা পালঘাটচেরীর দিকে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে কয়েকটি ক্ষুদ্র দুর্গ তাঁহাদের হস্তগত হইল। অতঃপর বর্ষারম্ভ হওয়ায় মে মাসে তাঁহারা সেনানিবাসে ফিরিয়া গেলেন।

সেপ্টেম্বরে তাঁহারা আবার যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের ৯০০ ইংরেজ ও ২০০ সিপাহী ছিল। তদুপরি তাঞ্জোরের রাজা তাঁহাদিগকে ১২০০ সিপাহী পাঠাইলেন। ৬ই অক্টোবর রাত্রে রক্ষী সৈন্যরা পলাইয়া গেল। ১৪ই অক্টোবর আর-একটি দুর্গ দখলে আনিয়া তাঁহারা পালঘাটচেরীর নিকটবর্তী হইলেন। শত্রুপক্ষ বাধা দিতে আসিয়া বিতাড়িত হইল। তিনদিন পরিদর্শনের পর ভারী কামান ব্যতীত দুর্গ অধিকার অসম্ভব বিবেচিত হওয়ায়

২২শে অক্টোবর কয়েক মাইল দূরে প্রত্যাবর্তনের আদেশ প্রদত্ত হইল। তাহাদের গতি-বিধির প্রতি শত্রুদের তীক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল। তাহারা একটি সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট অতিক্রম করা মাত্রই মহিশুর-বাহিনী ক্ষিপ্রতার সহিত সহসা তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে আপতিত হইয়া-সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ও প্রায় যাবতীয় গোলাবারুদ কাড়িয়া লইল। ইংরেজরা এখন এত দ্রুতবেগে উপকূলের দিকে ছটিল যে, প্রথম দুই দিন তাহারা প্রায় অনাহারে রহিল। প্রত্যেকটি ঝোপ হইতে তাহাদের উপর আক্রমণ চলিল। অত্যধিক উত্যক্ত হইয়া ১৮ই নভেম্বর তাহারা বিধ্বস্ত রামগড়িতে পেঁীছিয়া খবর পাইল, টিপু সাহেব ২০০০ সৈন্য লইয়া তাহাদের দফারফা করিতে আসিতেছেন। কর্নাটের ইংরেজরা দুর্বল হইয়া পড়ায় হায়দর ইতেমধ্যে তাঁহার বীর পুত্রকে পশ্চিমাঞ্চলে পাঠাইতে সমর্থ হন। পরদিন ইংরেজরা কয়েক মাইল যাইতে না যাইতেই টিপুর অগ্রগামী সৈন্যরা তাহাদের পশ্চাদ্ভাগের উপর অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিল। প্রতি পদে যুদ্ধ করিতে করিতে তাহারা সন্ধাকালে পন্নিয়ানি নদী তীরে পেঁীছিল। পরদিন প্রত্যুষে তাহাদিগকে সহজেই উৎসন্ন করিতে পারিবে ভাবিয়া টিপুর সৈন্যেরা রাত্রিকালে তাহাদের প্রতি নজর রাখিল না। এই সুযোগে ইংরেজরা নদী উত্তীর্ণ হইয়া পন্নিয়ানি শহরে আশ্রয় হইল। এখানে কর্নেল ম্যাকলিয়ড তাহাদের পরিচালনা ভার গ্রহণ করিলেন। ইংরেজরা উপদুর্গ উঠাইয়া শিবির সুরক্ষিত করিল। ২৯শে নভেম্বর তাহারা অস্ত্র গ্রহণের পূর্বে টিপু একদল সিপাহীকে হটাইয়া দিয়া তাহাদের কামানগুলি দখল করিয়া বসিলেন। বন্দুকধারী সৈন্যদের আক্রমণে শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পশ্চাদাবর্তন করিতে হইল। পরদিন স্যার এডওয়ার্ড হিউগেস দুইখানা জাহাজে ৪৫০ জন ইউরোপীয় সৈন্য লইয়া মাদ্রাজ হইতে পন্নিয়ানি আসিলেন। তথাপি টিপু তাহাদিগকে ঘিরিয়া রাখিয়া পুনরাক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। এমতাবস্থায় ১২ই ডিসেম্বর প্রত্যুষে তাঁহাকে সহসা শিবির ভাঙিয়া পূর্বাঞ্চলে ছুটিতে দেখিয়া ইংরেজরা বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গেল।

আর্নির যুদ্ধের পর বর্ষাগমে উভয় পক্ষে যুদ্ধ বন্ধ ছিল। ২৯শে জুন সালবাইর সন্ধির খবর মাদ্রাজে পেঁছিলে স্যার আয়ার কূট কর্নাট ও সমস্ত অধিকৃত জনপদ ছাড়িয়া দিয়া এই সন্ধি মানিয়া লইতে হায়দরকে আদেশ দান করিলেন। আলোচনার সুবিধার জন্য তিনি ১লা জুলাই মাদ্রাজ ত্যাগ করিয়া বন্দিবাসের নিকটে আসিলেন। কিন্তু কূটনীতিতে হায়দরের সহিত পাল্লা দেওয়ার যোগ্যতা তাঁহার ছিল না। কাজেই তিনি প্রতারিত হইলেন। ইংরেজ বাহিনী তাহাদের, এমন কি রক্ষী সৈন্যদের সমস্ত সঞ্চিত খাদ্য ধ্বংস না করা পর্যন্ত হায়দর তাহাকে মিষ্টবাক্যে ভুলাইয়া রাখিলেন। ফরাসীদের সহিত নাগাপতম্ দখলের ব্যবস্থা ঠিক হওয়া মাত্র বিবেচনার জন্য কিছু সময় চাহিয়া নিয়া হঠাৎ তিনি তাঁহার উকীল ফিরাইয়া লইলেন। তাঁহার মতলব বুঝিতে না পারিয়া কূট সম্পূর্ণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন।

সমুদ্রেও তখন বিশেষ যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল না। ত্রিঙ্কোমালাই অধিকার (আগষ্ট ৩১) করিয়া একটি নৌ-যুদ্ধের (সেপ্টেম্বর ৩) পর ফরাসী নৌ-বহর কোদ্দালোরে ও ইংরেজ নৌ-বহর মাদ্রাজে ফিরিয়া গেল। ফলে ফরাসীদের সাহায্যে হায়দরের নাগাপতম্ অধিকারের সঙ্কল্প ব্যর্থ হইল। কোদ্দালোর দখলের বৃথা চেষ্টা করিয়া ১১ই সেপ্টেম্বর স্যার আয়ার কূট মাদ্রাজে প্রত্যাবর্তন করিলেন। মাদ্রাজের তখন অতি ভীষণ দুরবস্থা। ১৬ই অক্টোবর ঝড়ে পড়িয়া ইংরেজদের বহু জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত ও ৩০,০০০ বস্তা চাউল সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া গেল। হায়দরের লুণ্ঠনের ফলে দেশের সর্বাংশ হইতে দলে দলে লোক আসিয়া মাদ্রাজে আশ্রয় গ্রহণ করে; দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে তাহারা এখন উজাড় হইতে বসিল। প্রত্যহ ১২০০ হইতে ১৫০০ শব গাড়ী বোঝাই করিয়া শহরের বাহিরে গর্তে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

১৯শে অক্টোবর ইংল্যান্ড হইতে একটি নৌ-বহরে ৪৩৪০ জন সৈন্য আসিল। কিন্তু স্যার এড্ওয়ার্ড হিউগেস ১৫ই অক্টোবর বোম্বাই গিয়াছেন শুনিয়া তাহারা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিল।

জেনারেল স্টুয়ার্টকে কার্যভার বুঝাইয়া দিয়া স্যার আয়ার কূটও বাঙ্গালোরে চলিয়া গেলেন।

কর্নাটের প্রায় অবিসংবাদী প্রভু হইয়া হায়দর সসৈন্যে আর্কটের ১৬ মাইল উত্তরে নরসিংহ রায়ানপাতে শিবির স্থাপন করিলেন। নভেম্বরে তাঁহার পিঠে একটি রাজফোঁড়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে উহা মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইল। হিন্দু, মুসলমান ও ফরাসী চিকিৎসকদের সমবেত কৌশল কোনই কাজে আসিল না। রোগযন্ত্রণা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। ৭ই ডিসেম্বর (১৭৮২) সিরার নওয়াব, মহিশূরের দলওয়াই, কানাড়া ও কুর্গের রাজা, কারিকল ও কালিকটের সম্রাট শামসুল মুল্ক আমীরুদ্দৌলা হায়দর আলী খান বাহাদুর হায়দর জঙ্গ ৬৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিলেন। তিনি প্রায় ২২ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুতে দাক্ষিণাত্য —তথা ভারত হইতে ইংরেজ বিতাড়নের আশা তিরোহিত হইয়া গেল। ইহাতে তাহারা যেমন লাভবান, মারাঠারা তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হইল। সফলতা লাভের সম্ভাবনা তিরোহিত হওয়ায় নানা ফড়নবিশ এখন সালবাইর সন্ধি মঞ্জুর করিতে বাধ্য হইলেন (ডিসেম্বর ২০)।

দ্রুতগামী দূত মারফত টিপুর নিকট এই দুঃসংবাদ প্রেরিত হইল। ১১ই তারিখে তাঁহারা পন্নিয়ানি পৌঁছিলেন। ইহাই তাঁহার আকস্মিক প্রত্যাবর্তনের কারণ।

টিপুর আগমন পর্যন্ত মন্ত্রী পূর্ণিয়া ও কৃষ্ণ রাও হায়দরের মৃত্যু সংবাদ সম্পূর্ণ গোপন রাখিলেন। তাঁহার মৃতদেহে আবীর মাখাইয়া উহা একটি সিন্দুকে ভরিয়া গোপনে কোলারের দিকে প্রেরিত হইল। সেখানে তাঁহাকে তাঁহার পিতার পার্শ্বে সমাহিত করাই ছিল বন্ধুদের ইচ্ছা। কিন্তু হায়দর মৃত্যুর পূর্বে শ্রীরঙ্গপত্তমের লালবাগে এক মনোরম কবর-গৃহ ও মসজিদ নির্মাণ করিয়া যান। টিপুর আদেশে বিগত ভূপতির শব সেখানেই সমাহিত হইল। এই উপলক্ষে তিনি দরিদ্র ও ধার্মিক লোকদের মধ্যে ১,৬০,০০০ মুদ্রা বিতরণ করিলেন।

হায়দরের সমাধি এখনও অটুট অবস্থায় আছে। তাহাতে লেখা আছে ঃ

কেহ্ ইনশাহ্ আসুদাহ্ রা চেস্ত নাম?
চেহ্ তারিখ রাহালাত নামুদাহ্ আস্ত্ উ?
য়্যাকি জান মিঞা গুফ্ত তারিখ ওয়া নাম,
কেহ্ "হায়দর আলী খান বাহাদুর" বেগু।

অর্থ—এই প্রিয় সুলতানের কিবা ছিল নাম?
কি -ইবা তারিখ ছিল তাঁহার মৃত্যুর?
কহিল দর্শক এক সন আর নাম,
বল "হায়দর আলী খান্ বাহাদুর।"

'আবজাদ' প্রথায় উধৃত চিহ্নের অন্তর্গত শব্দ চতুষ্টয়ের আক্ষরিক মূল্য হিসাব করিলে হায়দরের মৃত্যুর সন (হিজরী ১১৯৫) পাওয়া যায়।

———

মহামতি হায়দর

হায়দর আলী ও তৎপুত্র টিপু সুলতান সম্বন্ধে ইংরেজ ও ফরাসী ঐতিহাসিকেরা এরূপ বিরুদ্ধ বিবরণ দিয়াছেন যে, তাঁহাদের চরিত্র ও সামরিক প্রতিভার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সমালোচনা করা প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মহিশূরের সহিত ইংরেজের সুদীর্ঘকাল-ব্যাপী যুদ্ধের ইতিহাস-লেখকের পক্ষে দাক্ষিণাত্যের এই বিশ্রুত-নামা ভূপতিদ্বয়ের শত্রুগণের বর্ণনায় বিশ্বাস স্থাপন করা কঠিন। ভারতীয় ইংরেজদিগকে উৎসাহিত রাখিবার জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা মিথ্যা সংবাদ প্রচারে আদৌ ইতস্ততঃ করিতেন না। পরে এই সংবাদ সাজাইয়া গুছাইয়া ইংল্যান্ডে উপস্থিত করা হইত। কিরূপে প্রকৃত ব্যাপার গোপন রাখা হইত, কাপ্তান কূটের এক পত্র হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। ইহাতে তিনি হায়দরের সহিত চারিটি যুদ্ধে জয়লাভের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; অথচ বন্দী বা পতাকাদি হস্তগত করা সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই। পরিশেষে তিনি লিখিতেছেন, পত্রের সঙ্গে কাপ্তান ক্রফোর্ড যাইতেছেন; তিনিই প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করিবেন। এইরূপে ইচ্ছা করিয়া মহিশূরের ইতিহাস বিকৃত করা হইলেও তাঁহাদের অনবধানতা ও বর্ণনার অসামঞ্জস্যের সুযোগে, ফরাসী ও দেশীয় ঐতিহাসিকদের কল্যাণে এবং কয়েকজন অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ ইংরেজ লেখকের অনুগ্রহে প্রকৃত ঘটনা হৃদয়ঙ্গম করিতে অনুসন্ধিৎসু পাঠককে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না।

হায়দর আলী নিঃসন্দেহে এশিয়ার একজন শ্রেষ্ঠতম পুরুষ।* তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করার উপায় নাই। তিনি মহিশূরের রাজা ছিলেন না, ছিলেন ডিক্টেটর। তাঁহার অবস্থা ছিল ইতালীর মুসোলিনীর মত। মুসোলিনীর ন্যায় তাঁহার খ্যাতিতেও রাজার

---

* Haidar Ali Khan was doubtless one of the greatest characters Asia has produced.— M. M. D, L. T., 268.

নাম ঢাকা পড়িয়া যায়।* তাঁহার কৃতকার্যতাকে তৈমুরলঙ্গ বা নাদিরশাহের কৃতকার্যতার সহিত তুলনা করা না চলিলেও তাঁহাদের কাহারও অপেক্ষা হায়দরের যোগ্যতা কম ছিল না। তাঁহাদিগকে যাঁহাদের সহিত যোগ্যতা প্রতিযোগিতা করিতে হয়, হায়দরের প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিলেন বলিয়াই তিনি অনুরূপ সাফল্যলাভে সমর্থ হন নাই। কপর্দকহীন সাধারণ স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যাঁহার জীবন-যাত্রার আরম্ভ, তিনিই পরিণামে দেশের সর্বপ্রধান ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। যুদ্ধ-বিদ্যা ও রাজনীতিতে তিনি তাঁহার সমসাময়িক উচ্চ-শিক্ষিত প্রবীণ ব্যক্তিদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। ইংরেজ আগমনের পর হইতে শাসন ও সামরিক প্রতিভায় তাঁহার সমকক্ষ লোক ভারতে আর আবির্ভূত হন নাই।** নিকৃষ্ট উপকরণ লইয়াও রণনৈপুণ্যে তিনি যে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন, জগতের খুব কম লোকের ভাগ্যেই তাহা সম্ভবপর হইয়াছে। এক কপর্দকহীন অজ্ঞাত ভাগ্যান্বেষী শুধু স্বকীয় অসাধারণ সাহস ও প্রতিভা-বলে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গঠন করিয়া ভারতে ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তিমূল প্রকম্পিত করিয়া তোলেন। তাঁহার প্রতিভা ও উদ্যম, যোগ্যতা ও বীরত্বে শত্রুরা তাঁহাকে যেমন সম্মান, তেমনি ভয় করিতে শিখে। তাঁহার ভয়েই ইংরেজরা তাড়াতাড়ি প্রথম মারাঠা-যুদ্ধ শেষ করে। ইংরেজের সহিত দীর্ঘ পঞ্চদশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমিও তাঁহার হস্তচ্যুত হয় নাই। পরন্তু তিনি ইংরেজ রাজধানীর দ্বারদেশ পর্যন্ত স্বীয় প্রতাপ অনুভূত করাইতে সমর্থ হন; এমন কি একাধিকবার মাদ্রাজ তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হইবে বলিয়া বোধ হয়। হিন্দু, মুসলমান, ফরাসী, ওলন্দাজ—ভারতের অপর কোন শক্তিই ইংরেজের বিরুদ্ধে এরূপ

* Great Men of India: L. F. Rushbook Williams, 199.

**......who displayed a talent for government and for war, of which they had met with no example in India, —Mill, IV, 253,

সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। তাহাদিগকে কখনও তাঁহার ন্যায় অদম্য শত্রুর সম্মুখীন হইতে হয় নাই। তাঁহার উজ্জ্বল কৃতিত্বে শত্রুদের তাক্ লাগিয়া যাইত।* তাঁহার অপূর্ব প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া কর্নেল উইল্ক্স প্রশংসার উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া না পাইয়া বার বার তাঁহাকে 'অসাধারণ মানব' (Extraordinary man) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ।

ভারতের সমুদয় প্রধান শক্তিই ছিলেন হায়দরের মিত্র; কিন্তু বিপদকালে সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। সুলতান সালাহ্দ্দীনের ** ন্যায় হায়দর আলীকে একাই শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে হয়। একাকী যুদ্ধ করিয়াও তিনি আমরণ স্বীয় রাজ্য ও যশঃ অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হন। চরমোন্নতির দিনেও বাদশাহেরা মহিশূর জয় করিতে পারেন নাই; হায়দর তাহাই স্বাধিকারে আনয়ন করেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি মহিশূরের আয়তন দ্বিগুণ এবং উহার শক্তি ও সমৃদ্ধি চতুর্গুণেরও অধিক বর্ধিত করেন। পূর্বে বা পরে কখনও উহা এত গৌরবের অধিকারী হয় নাই। তিনিই এই অজ্ঞাতনামা রাজ্যকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে বিখ্যাত করিয়া যান। তাঁহার সাম্রাজ্য ৮০,০০০ বর্গ মাইল ব্যাপিয়া বিস্তৃত ছিল। এই সুবিস্তৃত জনপদ হইতে বার্ষিক দুই কোটি স্বর্ণ-মুদ্রা রাজস্ব আদায় হইত। অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবক ও নিয়মিত সৈন্য তাঁহার আদেশ পালনে নিরন্তর প্রস্তুত থাকিত। নিরক্ষর হইয়াও তিনি দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি বিধান করেন। অবিশ্রান্ত ব্যয়-বহুল যুদ্ধ--বিগ্রহ সত্ত্বেও তিনি ভরা রাজকোষ ও একটি সুদক্ষ বাহিনী রাখিয়া যাইতে সমর্থ হন।

---

* He was the most formidable enemy they had ever encountered. The brilliancy of his achievements dazzled his enemies....Basu II, 112.

** আমার লেখা বই 'সুলতান সালাহ্উদ্দীন' ও 'ছোটদের সালাহ্উদ্দীন' দ্রষ্টব্য।

হায়দর সামরিক প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। সৈনিক হিসাবে তাঁহার জীবন-কালে ভারতে আর কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না, জগতেও বেশী ছিল না।* তাঁহার গঠনশক্তি ছিল অতি অসাধারণ; তজ্জন্য জনৈক সম-সাময়িক ইউরোপীয় ঐতিহাসিক তাঁহাকে মাসিডনের ফিলিপের সঙ্গে তুলনা করিয়া গিয়াছেন। নির্ভুল সেনাপতিত্বই তাঁহার অবিশ্রান্ত জয়লাভের হেতু। তিনি ছিলেন একজন সাহসী ও সুনিপুণ অশ্বারোহী; তরবারি চালাইতে ও বন্দুক ছুঁড়িতে সে-সময় তাঁহার তুল্য দক্ষতা অন্য কাহারও মধ্যে ছিল না। অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে তিনি সম্ভবতঃ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। যাহারা শাহী ব্যাঘ্রের সহিত লড়াই করিত, বিপদ ঘটিলে বাতায়নের পথে হায়দরের তীর তাহাদের প্রাণরক্ষা করিবে —এই বিষয়ে তাহারা নিশ্চিন্ত থাকিত।

কঠোর শ্রমে তাঁহার ক্লান্তি বোধ হইত না। রণক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিপদকে তিনি আদৌ পরওয়া করিতেন না; সেনাপতির দৃষ্টান্তে সৈন্যগণের সাহস বর্ধিত হইত। অশ্বারোহী সৈন্যের দ্বারা ব্যূহ রচনা করিতে তাঁহার জুড়ি ছিল না। শত্রুদের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে কিরূপে পরিচালিত করিলে অধিকতম সফলতা লাভ করিতে পারা যায়, তাহা তিনি ভাল জানিতেন। যুদ্ধের পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি সেনাপতি ও উপদেষ্টাদের সহিত খোলাখুলি আলোচনা করিতেন; কিন্তু তিনি কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবেন, কেহই তাহা জানিতে পারিত না। এবম্বিধ গোপনীয়তা কৃতকার্যতা লাভের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। কিন্তু ক্ষিপ্রতাই সম্ভবতঃ তাঁহার সামরিক প্রতিভার প্রধান বিশেষত্ব। একবার তিনি বিশ ঘণ্টায় আটানব্বই মাইল ও আর একবার ৬০ ঘণ্টায় সসৈন্যে ২০০ মাইল পথ অতিক্রম করেন। এরূপ অসাধারণ দ্রুততা সহকারে প্রায়ই তিনি সুদীর্ঘ পথ অতিবাহন করিয়া শত্রুদের মতলব ব্যর্থ করিয়া দিতেন।

* As a soldier, Haidar, in his life-time was without any equal in India and without many in the world....

—Basu, 134,

নিরন্তর যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় হায়দরকে রাজধানী হইতে প্রায়ই অনুপস্থিত থাকিতে হইত। কাজেই রাজ্য পরিচালনার জন্য তিনি কর্মচারীদের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইতেন। খন্দে রাওর বিশ্বাসঘাতকতার দরুন ব্রাহ্মণদের উপর তঁাহার বিশেষ আস্থা না থাকিলেও রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যাপারে সাধারণতঃ তঁাহারাই নিযুক্ত হইতেন। হায়দর কর্মচারীদের কার্যের প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিতেন। রাজকোষের বা প্রজার কোন ক্ষতি করিলে তিনি তঁাহাদের পৃষ্ঠদেশে নিঃসঙ্কোচে কোড়া চালাইতেন। প্রয়োজন হইলে তিনি স্বীয় পুত্রকেও কর্তব্যে অবহেলার জন্য এভাবে শাস্তি দিতে কুন্ঠিত হইতেন না। একবার তিনি এই অপরাধে বাস্তবিকই টিপুকে প্রকাশ্যভাবে কোড়া মারিয়াছিলেন।*

ঐতিহাসিক স্মিথ এবম্বিধ শাস্তিদানকে 'পাশব' আখ্যায় অভি-হিত করিতে চান। কিন্তু তিনি ভুলিয়া যান যে, ঠিক একই সময় ভারতের অপর প্রান্তে তঁাহারই তথাকথিত সুসভ্য স্বজাতীয় ওয়ারেন হেস্টিংস্ অযোধ্যার বেগমদের নিকট হইতে টাকা আদায়ের জন্য তাহাদের খোজাদ্বয়ের উপর নির্লজ্জভাবে এই কোড়া চালাইয়াছিলেন। এমনকি বেগমেরাও শারীরিক শাস্তি হইতে অব্যহতি পান নাই। কর্তব্যে ত্রুটি বা পরের অর্থ আত্মসাৎ করিবার অপরাধে এই শাস্তির ব্যবস্থা হয় নাই; হইয়াছিল আপনাদের ও আপন আপন প্রভুর ধন-সম্পদ স্বদেশ, স্বধর্ম ও স্বজাতির সর্বনাশের জন্য একজন বিজাতীয় বিধর্মী বিদেশীর হস্তে স্বেচ্ছায় উঠাইয়া না দেওয়ার অপরাধে।

হায়দর সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে বিচার-কার্য নির্বাহ করিতেন। তঁাহার নিকট উচ্চ-নীচ ভেদ ছিল না; তঁাহার আদালতে ছোট বড় সকলের জন্য একই দণ্ডের ব্যবস্থা হইত। একদিন তিনি কয়ম্বাতোর নগরে সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইলে এক বৃদ্ধা রমণী আসিয়া অভিযোগ করিল, ভূতপূর্ব প্রধান দ্বারপাল আগা মুহম্মদ তাহার কন্যাকে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছেন; তঁাহার স্থানাধিকারী হায়দর

---

* "History of India; Smith, Oxford. 544.

শাহের হস্তে বহুবার অভিযোগ-পত্র দিয়া সে কোনই উত্তর পায় নাই। হায়দর আলী তৎক্ষণাৎ প্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়া হায়দর শাহকে দুইশত কোড়া মারার আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই আগা মুহম্মদের গ্রাম্য আবাসে লোক ছুটিল; বালিকাটিকে সেখানে উপস্থিত দেখিয়া তাহারা সেই পাপাচারীর মস্তক লইয়া ফিরিয়া আসিল। অথচ এই মেয়েটির মাতা তাহাকে দিয়া বেশ্যাবৃত্তি করাইয়া জীবিকা নির্বাহ করিত।

হায়দর বাণিজ্য বিস্তার ও কৃষিকার্যের উন্নতি সাধনে উৎসাহ দিতেন; প্রজারা তাঁহার নিকট বরাবরই সদয় ব্যবহার পাইত। সৌধ ও উদ্যান নির্মাতা হিসাবে তাঁহার খ্যাতি কম নহে। নানা দুর্লভ ও মূল্যবান বৃক্ষ দ্বারা তিনি লালবাগের পত্তন করেন। তাঁহার মহাড়ম্বর সমাধি-ভবন এখানেই অবস্থিত। তাঁহার নির্মিত মসজিদ-ই-আলার স্থাপত্য পদ্ধতি উত্তর-ভারত হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

কর্নাট লুন্ঠনকালে তথাকার অধিবাসীরা স্বেচ্ছায় হায়দরকে সাহায্য করে; ইহাই তাঁহার শাসন-কুশলতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কাজেই তাঁহার মৃত্যুতে মহিশূরের লোকেরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যাহারা বিশ্বস্তভাবে সেবা করিয়া হায়দরের স্নেহ-দৃষ্টি আকর্ষণ করিত, তিনি তাহাদিগকে প্রভুত পরিমাণে পুরস্কৃত করিতেন; কিন্তু বিশ্বাসঘাতক ও কর্তব্য-জ্ঞানহীনকে তিনি কখনও ক্ষমা করি-তেন না। কেহ অপরাধী প্রমাণিত হইয়া কর্মচ্যুত হইলে কিছু-তেই আবার তাঁহার অধীনে চাকুরী পাইত না।

আরবী-ফারসীতে হায়দরের কোনই জ্ঞান ছিল না। অতি কষ্টে তিনি তাঁহার নামের আদ্যক্ষর লিখিতে পারিতেন, তাহাও উল্টা করিয়া লিখিতেন। তিনি অদ্ভুত বুদ্ধিবৃত্তি ও অসাধারণ স্মৃতি-শক্তির অধিকারী ছিলেন। উর্দু, তামিল, তেলেগু, কানাড়ী, মারাঠী পাঁচটি বিভিন্ন ভাষায় তিনি অনর্গল কথা বলিতে ও অতি অল্প সময়ে বড় বড় জটিল হিসাব করিয়া ফেলিতে পারিতেন। লোক-চরিত্র নিরূপণে তাঁহার এত বেশী অভিজ্ঞতা ছিল যে, একমাত্র খন্দে রাও ভিন্ন কখনও কেহ তাঁহাকে প্রতারিত করিতে পারে নাই।

নানা গুণে বিভুষিত ছিলেন বলিয়াই ঘোর সংকটকালেও তিনি শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়লাভে সমর্থ হন।

স্মিথ তাঁহাকে 'অধার্মিক, দুর্নীতিপরায়ণ ও নিষ্ঠুর চরিত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তব ইতিহাস এই মতের ঘোর পরিপন্থী। প্রাচ্যবিদ্বেষ—বিশেষতঃ মুসলমানদের প্রতি উৎকট ঘৃণা লইয়া স্মিথ লেখনী ধারন করেন। তজ্জন্য কোন মুসলমানই তাঁহার বাক্য-বাণ হইতে অব্যাহতি পান নাই, হায়দরের মত স্বজাতির দুর্দম শত্রু তো দূরের কথা। প্রকৃতপক্ষে হায়দর আদৌ অধার্মিক, দুর্নীতিপরায়ণ বা নৈতিকতা-বর্জিত ছিলেন না। তিনি যতটুকু জানিতেন ততটুকু ধর্মকর্ম করিতেন। ইংরেজ ও পর্তুগীজরাই তাঁহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করে; ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে তাঁহার ন্যায়সঙ্গত অভিযোগ ছিল।* কিন্তু তিনি আজীবন তাহাদের সহিত সরল ব্যবহার করেন। হায়দর প্রকাশ্য-ভাবেই ইংরেজের শত্রুতা করিতেন; তাহাদের ন্যায় তিনি "বিষকুম্ভ পয়োমুখ" ছিলেন না। ব্যভিচার-প্লাবিত ইউরোপের লোকের মুখে নৈতিকতার বুলি ভূতের মুখে রাম নামের মতই শুনায়। এ সম্পর্কে তাহাদের ও প্রাচ্যবাসীদের ধারণা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কাজেই ইহা লইয়া কাহাকেও আক্রমণ করা নিতান্ত অসঙ্গত।

হায়দর ছিলেন বন্ধুর বন্ধু ও শত্রুর শত্রু। আত্মীয়দিগকে ক্ষমা করিতে তিনি বরাবরই প্রস্তুত থাকিতেন। আলী রেজা খান এক-বার বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক মারাঠাদের হস্তে সিরা সমর্পণ করেন, ফলে তাঁহার পরাজয় ঘটে। পরবর্তীকালে তিনি অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে হায়দর তৎক্ষণাত তাহাকে ক্ষমা করেন। সাধারণতঃ শত্রুদের প্রতি তিনি দয়া দেখাইতেন না; ইংরেজ বন্দীরাই তাঁহার নিকট সমধিক কঠোর ব্যবহার পাইত। তবে তখনকার রীতিনীতিই ছিল নিষ্ঠুর; ইংরেজ সৈন্যগণকে এদেশীয়েরা হিংস্র পশু বলিয়া মনে করিত; কেবল

* Haidar had just grounds to complain of the English Government." Wilks, 466,

পশুবলেই তাহাদিগকে দমন করা সম্ভবপর বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস ছিল।* কাজেই তাহাদের প্রতি হায়দরের কঠোরতা স্বাভাবিক। তজ্জন্য তাঁহাকে নিষ্ঠুর বলা চলে না। তিনি কখনও নিরর্থক কঠোরতা দেখাইতেন না।** কর্নেল উইল্‌ক্‌স্‌ সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া তাঁহার কঠোরতা সমর্থনযোগ্য বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

হায়দরের চরিত্রে ধর্মোন্মত্ততার নাম-গন্ধও ছিল না।*** তিনি জাতিধর্ম-নির্বিশেষে কর্মচারী নিয়োগ করিতেন। রঘুজি ছিলেন তাঁহার নৌ-বহরের জনৈক কাপ্তান। তাহারা তাঁহার আদেশ পালন করিলেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন, তাহাদের ধর্মমত নিয়া মাথা ঘামাইতেন না। তাঁহার আমলে হিন্দুরাই সমস্ত বড় পদে নিযুক্ত হইত, ইহা তাঁহার উদার মতেরই সাক্ষ্য, 'ধর্মহীনতার পরিচয় নহে। কাপ্তান ম্যালিসন তাঁহাকে আকবরের ন্যায় 'উদার-মনা' (Liberal-minded) বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। হায়দর উদার ছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার ও আকবরের উদারতায় পার্থক্য আছে। আকবরের উদারতাকে পক্ষপাতিত্ব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অধ্যাপক কালিকারঞ্জন কানুনগোর মতে হিন্দুদের প্রতি তথাকথিত উদারতা দেখাইতে যাইয়া আকবর "ইস-লামের প্রতি ঘোর অবিচার করেন।"**** কিন্তু হায়দর সকলধর্ম ও সকল ধর্মামবলম্বীকেই সমচক্ষে দেখিতেন। কর্নেল উইল্‌ক্‌স্‌ বলেন "হায়দর ছিলেন মুসলমান নরপতিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক

---

* The English soldier was regarded by the natives as a ferocious beast who could only be subdued by main force. Bowring, 109.

** There was no wanton severity.—Wilks, III, 457.

*** Haidar was altogether free from fanaticism. B. D. Basu, 130

**** Sher Shah, 426.

পরমত-সহিষ্ণু। তিনি প্রকাশ্যেই বলিতেন, 'সমস্ত ধর্মই খোদার দান; তাঁহার চক্ষে সবই সমান।' —বস্তুতঃ যে কোনও ধর্মাবলম্বীই হায়দরকে পরমত-সহিষ্ণুতার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে।"* কাজেই তাঁহাকে আকবরের সহিত তুলনা না করিয়া বরং শের শাহের সঙ্গে তুলনা করাই অধিকতর সঙ্গত।

আগন্তুকদের জন্য হায়দরের দ্বার সর্বদাই উন্মুক্ত থাকিত। নিরর্থক অহংকার কখনো তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে তিনি সকলের সহিত সমভাবে কথাবার্তা বলিতেন। তাঁহার আলোচনা সাধারণতঃ রাজ্য বা যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকিত। কেহই তাঁহার মনের কথা টের পাইত না। অবশ্য তাই বলিয়া পদোচিত গাম্ভীর্য বজায় রাখিতে তাঁহার ভুল হইত না। কেবল ফকীরেরাই এই সুবিধা লাভে বঞ্চিত হইতেন। অন্যান্য ভারতীয় নরপতির নিকট বিপুল সম্মান পাইলেও হায়দরের দ্বার তাঁহাদের জন্য রুদ্ধ থাকিত। তবে তাঁহারা পীরজাদা বা প্রধান ভিক্ষা বিতরণকর্তার নিকট গেলে তিনি তাঁহাদের অভাব পূরণ করিতেন। বাক্য-বাগীশেরা তাঁহার নিকট পাত্তা পাইত না।

হায়দরের প্রত্যেকটি কার্য নির্দিষ্ট নিয়মে সম্পন্ন হইত। দিবা-রাত্রে কখন কি করিতে হইবে, তাহা বরাবরই ঠিক থাকিত। জরুরী দলীল-পত্র লিখিত হইয়া আসিলে তিনি অন্যের দ্বারা তাহা পড়াইয়া শুনিতেন, এভাবে উহাদের নির্ভুলতা সম্বন্ধে কৃত-নিশ্চয় হইয়া তবে তিনি তাহাতে নাম স্বাক্ষর ও সীলমোহর করিতেন। তাঁহার বিচক্ষণতা ও যোগ্যতার তুলনা ছিল না। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি যুগপৎ বহু বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারি-তেন। একই সময় তিনি মুন্শীকে লিখিতব্য বিষয় বলিতেন,

* Haidar was, of all Mohammedan princes, the most tolerant···Haidar might be deemed a model of toleration by the professor of any religion.—Wilks, III, 456, 465.

গুপ্তচরের বর্ণনা ও জটিল হিসাব শুনিতেন, প্রত্যেককে যথাযোগ্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন ও উত্তর দিতেন। অভিনয় দেখিতেন, অথচ সঙ্গে সঙ্গে গুরুতর রাজকার্যেরও মীমাংসা করিয়া যাইতেন। যুদ্ধ ও শাসন সংক্রান্ত সমুদয় কার্য তাঁহার পর্যবেক্ষণাধীনে নিয়মিতভাবে সত্বরতার সহিত সম্পাদিত হইত। ছোট বড় কোন বিষয়ই তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়াইতে পারিত না। এমন কি থলে, রজ্জু প্রভৃতি সামান্য দ্রব্য পর্যন্ত তাঁহার পরিদর্শনের পূর্বে গুদামজাত হইত না। কর্তব্য পালনে কখনও তাঁহার শৈথিল্য দেখা যাইত না। যুদ্ধ জয় বা উৎসবাদি উপলক্ষে তিনি মহাড়ম্বরে মিছিল বাহির করিতেন। একমাত্র দিল্লীর সম্রাট ব্যতীত আর কাহারও মিছিলে এত সমারোহ পরিদৃষ্ট হইত না।

হায়দর অত্যন্ত সদাশয় ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বদিন তিনি সমস্ত সৈন্যকে একমাসের বেতন বখ্‌শিশ দেন। অশ্ব-ব্যবসায়ীরাই তাঁহার নিকট বিশেষ খাতির পাইত। তিনি তাহাদিগকে অশ্বের মূল্য ছাড়াও নানা প্রকার পারিতোষিক দান করিতেন। তাঁহার রাজ্য মধ্যে দৈবাৎ কোন অশ্বের মৃত্যু হইলে সওদাগরেরা তাহারও মূল্য পাইত। তাহাকে শুধু অশ্বের পুচ্ছ ও কেশর এবং স্থানীয় কর্তৃ-পক্ষের সুপারিশ-পত্র দেখাইতে হইত।

দাক্ষিণাত্য হইতে ইংরেজ বিতাড়নই ছিল হায়দরের শেষ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। ইহাতে যে তিনি সফলকাম হন নাই, তাহা নিশ্চিত। কিন্তু তিনি সফলতার সহিত ইংরেজদের অগ্রগতি রুদ্ধ রাখেন। তাহাদের হৃদয়ে তিনি যে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া যান, তাঁহার মৃত্যুর পরেও তাহা কয়েক বৎসর পর্যন্ত তাহাদিগকে সংযত রাখার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

যুদ্ধে ইংরেজের যে সৈন্যক্ষয় হইত, পানিপথে নিত্য-নতুন সৈন্য আমদানী করিয়া তাহারা সে-অভাব পূরণ করিত। শক্তিশালী নৌ-বহরের অভাবে হায়দর ইহাতে বাধা দিতে পারেন নাই। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, "আমি ইংরেজদের সহিত লড়াই করিতে পারি, কিন্তু সাগর শুকাইয়া ফেলিতে পারি না।" এজন্য ১৭৬৩

হইতে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি অনড়ে এক নৌ-বহর নির্মান আরম্ভ করেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের মধ্যেই উহা পুর্তগীজদের আতঙ্কের কারণ হইয়া দাঁড়ায়; উহাতে তখন ৩০ খানা যুদ্ধ জাহাজ ও বহু সংখ্যক মালবাহী জাহাজ ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ এক-জন ইংরেজ ছিল তাঁহার নৌ-সেনাপতি। নৌ-বহরে আরও ইউ-রোপীয় কর্মচারী ছিল। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে একটি ইংরেজ নৌ-বহর অনোরের অদূরে উপস্থিত হইলে ইহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সমগ্র নৌ-বহর সহ ইংরেজ পক্ষে চলিয়া যায়। দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধেও ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় কর্মচারীরা দৌলত রাও সিন্ধিয়াকে পরিত্যাগ করে।* নিমকহারামি ছিল তাহাদের স্বভাবকর্ম।

প্রথম অকৃতকার্যতায় নিরাশ না হইয়া তিনি আর একটি নৌ-বহর গঠনে আত্মনিয়োগ করেন (১৭৭৫)। অনোড়, কালিকট প্রভৃতি সমুদ্রতীরস্থ জাহাজ নির্মাণোপযোগী প্রত্যেকটি স্থানে তিনি অর্ণবপোত নির্মাণের আদেশ দেন; ওলন্দাজেরা তাঁহাকে অধিক সংখ্যায় ছুতার মিস্ত্রী ও কর্মকার পাঠাইতে অনুরুদ্ধ হয়। এশিয়ার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নৌ-বহর রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি ভাটকোল উপসাগরে এক বিরাট পোতাশ্রয় নির্মাণ আরম্ভ করেন। নৌ-খাতে ১৭ লক্ষ প্যাগোডার এক পরিকল্পনার স্থিরীকৃত হয়। জোসী আজারায়েস নামক জনৈক ওলন্দাজের উপর নির্মাণকার্যের ভার ন্যাস্ত হয়। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হায়দরের ২৮ হইতে ৪০টি কামান-বাহী ৮ খানা তিন মাস্তুলের জাহাজ ও বহু ক্ষুদ্রতর রণতরী ছিল। কিন্তু সুদক্ষ কারিগরের অভাবে ও ব্রাহ্মণ কর্মচারীদের বিরো-ধিতায় তাঁহার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইতে পারে নাই। তদুপরি ইংরেজদের সহিত আবার যুদ্ধ বাধে। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর হিউগেস মাঙ্গালোরের অদুরে নোঙ্গরাবদ্ধ ৬ খানা বড়

* Dr. Surendra Nath Sen, Studies in Indian History. 149-150.

জাহাজ বিধ্বস্ত করেন; কেবল একখানা পোতাশ্রয় পলাইয়া যায়। প্রয়োজনীয় শান্তির অভাবে এভাবে অভূতপূর্ব মহান প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়।

হায়দরের অকৃতকার্যতার জন্য তাঁহার মিত্রেরাই প্রধানতঃ দায়ী। মৃত্যুকালেও তিনি মারাঠাদের প্রতারণা সম্বন্ধে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া যান। বস্তুতঃ, নিজাম ও মারাঠারা শঠতা করিয়া রণক্ষেত্র হইতে সরিয়া না দাঁড়াইলে এবং ফরাসীরা আমেরিকায় ইংরেজ দমনের জন্য সর্বশক্তি সংরক্ষিত না রাখিয়া করোমণ্ডল উপকূলে যথেষ্ট সৈন্য পাঠাইলে—বিশেষতঃ বিজয় অভিযানের মধ্যে হঠাৎ হায়দরের মৃত্যু না হইলে দাক্ষিণাত্য—তথা ভারতে যে ইংরেজের ক্ষমতা বিলুপ্ত হইত, তাহাতে সন্দেহের কোনই কারণ নাই।

শত্রুরা তাঁহার চরিত্রে যতই দোষারোপ করুক না কেন, ইহা সর্ববাদীসম্মত সত্য যে, তিনি সাহসী, উদ্যোগী, সুকৌশলী, সহস্র-বুদ্ধি, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, মৌলিক প্রতিভাশালী ও অতি দূরদর্শী নরপতি ছিলেন। কেবল একটিমাত্র ব্যাপারে তাঁহার কিঞ্চিৎ অদূরদর্শিতা ও বিচারবুদ্ধির অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফরাসীদের ন্যায় ভিন্ন দেশীয়, ভিন্ন জাতীয় ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকের উপর সামরিক সাহায্যের জন্য নির্ভর করিয়া তিনি ভাল করেন নাই। তাঁহার পুত্রের আমলে তাহারা নিমক-হারামি করে। তাঁহার জীবদ্দশায়ও তিনি তাহাদের ব্যবহারে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। ডোর-ভোস একটিমাত্র সপ্তাহ সমুদ্রতীরে বসিয়া থাকিলেই ইংরেজ-দের সর্বনাশ হইত, ফরাসীদেরও লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার সাধিত হইত। তিনি ও বুশী কেবল হায়দরের সঙ্গে নহে, তাহাদের জন্মভূমির সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করেন। পর্তুগীজরাও অনুরূপ অকৃতজ্ঞার পরিচয় দেয়। তবে ইহা অবশ্যস্বীকার্য যে, ফরাসীরা ছিল ইংরেজদের চেয়ে ভারতীয়দের প্রতি অধিকতর সহানুভূতি-পরায়ণ। জাত-সৈনিক বলিয়া হায়দর সেকালের ভারতীয়

নরপতিদের অভাব অনুভব করিতে সমর্থ হন। তজ্জন্যই তিনি ফরাসীদের সাহায্যে তাঁহার সৈন্যগণকে ইউরোপীও যুদ্ধপ্রণালী শিক্ষা দেন। নতুবা তাঁহার অভ্যুদয় ইংরেজের নিকট এত গুরুপূর্ণ হইত না। ফরাসী কর্মচারীরাও বীরত্বের সহিত তাঁহার সেবা করেন। কাজেই তিনি তাহাদিগকে সন্দেহের চক্ষে নিরক্ষণ করেন নাই, ইংরেজের সহিত শত্রুতার অবসান হওয়ার পূর্বে তাহাদের কৃতজ্ঞতা বিশেষ ধরা পড়ে নাই।* অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির সহিত শান্তির সময় যে তাহাদের উপর নির্ভর করা চলিবে না, রাম-দুর্গ অবরোধ কালেই তিনি তাহা বুঝিতে পারেন।

পরাজয়ে হায়দর কখনও নিরাশ বা নিরুদ্যম হইতেন না। কপটতার অমার্জনীয় অপরাধের জন্য তিনি প্রকাশ্যেই ইংরেজদের নিন্দা করিতেন। মুহম্মদ আলীর চাটুকারী মাদ্রাজ সরকার ছিলেন বাস্তবিকই বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। মহিশূরে আজও হায়দরের নাম সর্বদা সসম্মানে উচ্চারিত হইয়া থাকে।** লোকে তাঁহার সামরিক কঠোরতার কথা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে; পক্ষান্তরে তাঁহার সাহস, বীরত্ব, কৃতকার্যতা ও স্বদেশপ্রেম তাহাদের হৃদয়ে চিরস্থায়ী আসন লাভ করিয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ সবদিক দিয়াই তিনি মহামতি (The Great) উপাধি লাভের যোগ্য পাত্র।

একদিন দক্ষিণ-ভারত হায়দরকে জাতীয় নেতা বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল,—হিন্দু, মুসলমান মিলিয়া তাঁহার সাহায্যার্থ আকুল প্রাণে ছুটিয়া গিয়াছিল;—মজজিদের ন্যায় মন্দির হইতেও তাঁহার কৃতকার্যতার জন্য প্রার্থনা-বাণী উঠিয়াছিল। কিন্তু ভারতবাসী—বিশেষতঃ বাঙালী আজ তাঁহাকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে।

---

* The Madras Government were quite untrustworthy. —Charles Kincard, 209.

** His name is always mentioned in Mysore with respect—Bowring. 113.

এখন দেশ স্বাধীন হইয়াছে। এ সময় কি তাঁহার আদর হইবে না? স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ পূজারী কি আজ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের নিকট হইতে তাঁহার ন্যায্য সম্মান পাইতে পারে না? আমাদের যুবক সমাজের দৃষ্টি কি কখনও এদিকে আকৃষ্ট হইবে না? এদেশে কি কখনও গুণের আদর হইবে না?

— — —

IPF; 81-82; P-3381: 5250 24-6-82